ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার

মো: আব্দুল গফুর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার

384687

Dhaka University Library
384687

মো: আব্দুল গফুর

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মো: আব্দুল গফুর কর্তৃক উপস্থাপিত *ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ) ১২.০৪.২০০১
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

384687

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের যুগ ও কবিমানস

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যুগের গভীরতর সংকট, প্রবণতা ও ভাষাকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে নামে মাত্র ধর্ম- কাহিনীর কাঠামো অনুসৃত হয়েছে, কিন্তু কাহিনীর মর্মসারে ক্রিয়াশীল থেকেছে কালিক জীবনের বহুমুখী দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। ফলত অষ্টাদশ শতকে এ অঞ্চলের মানুষেরা যেভাবে মধ্যযুগের খোলস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ভিন্নতর আরেক কালের পাঠ গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্য তেমন স্বভাবের বশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, স্বভাবকে অনেকক্ষেত্রে অতিক্রম করেও গেছে। ১৭১২ -১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪৮ বছরের জীবনে কবি গুণাকর জীবিকা ও মর্মসূত্রে সমাজের সামন্ত ও বণিক শক্তির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ 'পেঁড়োর' জমিদার, কর্মজীবনের প্রথম ক্ষেত্র বর্ধমানের সামন্ত সভা, আশ্রয়-দাতা শিবভট্ট মহারাষ্ট্রের জনৈক সুবেদার, শুভানুধ্যায়ী ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ফরাসি গভর্ণমেন্টের দেওয়ান, পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের জমিদার। বর্ধমান সামন্তশক্তি কৈশোর থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনবার গুণাকর জীবনে বৈরীভূমিকা রচনা করে; কৈশোরে পিতৃভূমি কেড়ে নেয়, যৌবনে কারারুদ্ধ করে, জীবনের শেষপ্রান্তে (মূলাযোড় বসবাসকালে) অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়। সুবেদার শিবভট্ট পথচারী ভারুতচন্দ্রকে আশ্রয় দেয়, বেনিয়া ইন্দ্রনীল চৌধুরী জীবিকার সন্ধান দেয়, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থবিত্ত দিয়ে লালন করে। কাজেই, এই কবি বেনিয়া সামন্তকে দেখতে পেয়েছিলেন কাছে থেকে, এরা যেমন কালিক ইতিহাস রচনা করেছে, তেমনি কোন না কোন ভাবে ভারতচন্দ্রের মানসক্রিয়ার উপাদানও হয়ে উঠেছে। ভারতচন্দ্রের কাব্য ও কালিক ইতিহাসের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক পণ্ডিতজন এভাবে দেখেন, ''কবির নিজের হাব-ভাব কটাক্ষে, তীর্যক ইঙ্গিত ও সংকেতে, ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্যে, সমাজ জীবনের গ্লানিকর, ছেড়া, তালি-দেওয়া নীচের দিকের উদঘাটনে বাস্তব লবন সংক্ষেপে কৃত্রিম আদর্শবাদক্লিষ্ট রুচির বিস্বাদ দূরীকরণে এমন একটা সোৎসাহ সমর্থন ও বর্ণিত বিষয়ের সহিত একাত্মতার নিদর্শন পাওয়া যায় যে, ইহাতে যে মধ্যযুগীয় ভাব-কুম্ভকর্ণের ষড়শতাব্দব্যাপী নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কবিচিত্তে যে নূতন ক্ষুধা, রসনা-পরিতৃপ্তির নূতন প্রেরণা অনুভূত হইয়াছে, তাহা নি:সন্দেহে বলা যায়। যেমন মুরশিদকুলি খাঁর রাজস্ব ব্যবস্থায়, আলিবর্দির মহারাষ্ট্র-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উৎকোচদান-নীতির অবলম্বনে, সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে কূট-রাজনৈতিক চক্রান্তের প্রবর্তনে, ইংরেজ কোম্পানির সহিত বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলার রাজনৈতিক নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যেও বাঙ্গালী কবিচিত্ত দীর্ঘকাল প্রথানুগত্যের পর এক নবচেতনার প্রথম উন্মেষের পরিচয় দিয়াছে।''১ অন্নদামঙ্গ'লের গ্রন্থসূচনায় দেখা যায়-

'' সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়াঁ''

ছিল আলিবর্দ্দিখাঁ নবাব পাটনায়।

আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়''

তদবধি আলির্দ্দি হইলা নবাব।

মহাবদজঙ্গ দিলা পাতশা খেতাব''

কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।

তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল''

.....

.....

ভাইপো সৌলদজঙ্গে খলিস করিয়া।

উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া''

বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।

আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম''২

ইতিহাসের ব্যাখ্যা ;- ''নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদারদের মধ্যে এক শ্রেণীর ভূস্বামী রাজা-মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত হয় এবং তারা দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মুর্শিদকুলী খান এবং তাঁর পরবর্তী নবাবদের অধীনে আরেকটি অতিশয় প্রভাবশালী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরা হচ্ছে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বণিক শ্রেণী। দেশের অভ্যন্তরীন বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এবং ব্যাংকিং থেকে এই বণিক শ্রেণী অগাধ সম্পদের অধিকারী হয়। মুর্শিদকুলী খান এই নব্য ধনী বণিক শ্রেণীকে রাজ্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে সুযোগ দেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি একটি বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলেন। এই বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী অধিকতর শক্তি লাভ করে নবাব সুজাউদ্দীন ও আলিবর্দ্দিখানের আমলে।

.....

ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে এই শ্রেণী প্রয়োজনে সনাতন অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত করে। এই আঁতাতের মাধ্যমেই তাঁরা প্রথম সরফরাজ খানকে উৎখাত করে সুজাউদ্দিন খানকে মসনদে বসায় এবং পরে আলীবর্দী খানকেও অনুরূপভাবে ক্ষমতা অর্পণ করে। এমনিভাবে নব্য বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল রাজ নির্মাতার ভূমিকা পালন'' ৩ করে।

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষনীয় দিল্লীশ্বর বাংলার শাসক নির্ধারণ করছেন না, দেশীয় বেনীয়া, মুৎসুদ্দী, রাজা- মহারাজা সেই ভূমিকা গ্রহণ করছে। ফলে এই শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে অস্তিত্বগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা, সম্ভ্রমবোধ সর্বোপরি নব্যকালে অর্জিত ক্ষমতা উপলব্ধি সক্রিয় ছিল। এদের চরিত্রেও বাস্তব কর্মে ছিল বিস্ময়কর বৈপরীত্য। আলিবর্দী খাঁ কোরান পড়তেন, নামায পড়তেন কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের পথ ধরে সরফরাজ খাঁকে হত্যা করেন, এদিক থেকে মীরজাফর আলী খাঁ আলীবর্দির নবতর সংস্করণ। বর্ধমান রানী বিষ্ণু কুমারী 'পেঁড়ো'র জমিদারী লুঠ করেন, কিন্তু শালগ্রাম শিলার চরনামৃত ব্যতিরেকে জলগ্রহণ করেন না। নবলব্ধ ক্ষমতার প্ররোচনা, ধর্মহীন সংস্কার, মনুষ্যত্বহীন সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এই এলিট শ্রেণীর চরিত্রগত, আবশ্যিক উপাদান। সেকালের এলিটরা যা উপলব্ধি করেনি, আজকের ইহিতাস বিশেষজ্ঞের যা জিজ্ঞাসা ৪ তা বোধ করি কবি ভারতচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। - সরফরাজ খাঁ থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত ইতিহাস এলিটদের অনুকূল হলেও ১৭৫৭ -পলাশী ট্রাজেডির পর কালেরগতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে।৫

ব্যাস-চরিত্র পরিকল্পনায়, ভবানন্দ-মানসিংহ-জাঁহাঙ্গীর উপাখ্যানে পরোক্ষভাবে হলেও ইতিহাস বুদ্ধি কার্যকর হয়েছে। পুরানকার, মহাকবি ব্যাস ভারতীয় ঐতিহ্যে নমস্যজন, কিন্তু রায়গুণাকর-কাব্যে সুবিধাভোগী, আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী, অষ্টাদশ শতকীয় এলিট শ্রেণীর একজন সদস্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তিনি মলিন। বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতা সমাজের বিশিষ্ট সদস্যকে তিনি একের পর এক ত্যাগ করেছেন, গ্রহণ করেছেন, স্তব-স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠেছেন শুধু অত্মগতস্বার্থে, অভিমানে, অহংকারে। আলীবর্দী খাঁ, জগৎশেঠ, উর্মিচাঁদ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ প্রভৃতি নবাব-আমীর-ওমরাহ-মুৎসুদ্দি- বেনিয়া চরিত্র ব্যাস থেকে স্বতন্ত্র নয়। অন্তত: ইতিহাসের স্বাক্ষর এরকমই।৬ গঙ্গার প্রতি ক্ষুব্ধ ব্যাসের উক্তিতে (আমি যারে প্রকাশিনু/ আমি যারে বাড়াইনু/ সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে৭) যে মনোভাবের প্রকাশ, সিরাজের প্রতি মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রমুখের একই মনোভাব কালিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুন্দ পুরানে ব্যাস চরিত্রে যে ছিদ্রপথ ৮ ভারতচন্দ্র দেখেছিলেন সে পথে ইতিহাস দেবতা প্রবেশ করে মহাকবির গগনচুম্বী শিখর চূড়াকে অষ্টাদশ শতকীয় নষ্ট প্রান্তরের পুঁতিগন্ধময় মৃত্তিকায় মিশিয়ে দিয়েছে। ভারতচন্দ্র কবির সচেতনস্তরে সচেতন লক্ষ হয়ত এটি ছিল না, কিন্তু অবচেতনার গভীর থেকে উঠে এসে ব্যাস প্রসঙ্গ এমন অবয়ব ধারণ করেছে-'নাম ডাক ছিল যত/ সকলি হইল ২৩/ ভাঙ্গড় করিল দর্পচূর।'৯ - ব্যাসদেবের এই কণ্ঠস্বর আত্মসচেতন, অভিমান ক্ষুব্ধ অভিজাত শ্রেণীর কণ্ঠস্বর।

ভবানন্দ মানসিংহ উপাখ্যানটিও ইতিহাস ঘটনার আলোকে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এতদসংক্রান্ত প্রচলিত ব্যাখ্যা এরকম :-

Dhaka University Institutional Repository

১। দিল্লীশ্বর, জগদীশ্বর জাঁহাগীরের আনুগত্য আদায়ের মাধ্যমে মীর-বকশি-হাজারি-সুবেদার-জমিদার মুৎসুদ্দি-বেনিয়া-হরিজন-অভিজাত জনের পূজা লাভ করা, এক কথায় ভারতের ঘরে ঘরে জনে জনে অন্নদার আসন সুদৃঢ় করা।১০

২। অবিন্যস্ত, বিশৃঙ্খল ক্ষয়িত মুসলিম রাজশক্তির পতন ঘটিয়ে হিন্দু রাজশক্তি উত্থানের স্বপ্ন দেখা।১১

প্রথম ব্যাখ্যাটি আপাতদৃষ্টিতে সত্য। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদার মাহাত্ম্যকীর্তণ অপ্রতুল নয়। কিন্তু জাঁহাঙ্গীর বাদশা প্রসঙ্গে দুটি বিষয় লক্ষনীয়।- প্রথমত পূজা প্রাপ্তির জন্য দেবী অন্নপূর্ণা নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে জাঁহাঙ্গীরকে আক্রমন করে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেননি। দিল্লীপতির অশ্রদ্ধেয়, অপমানজনক উক্তি ও আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেনমাত্র। দ্বিতীয়ত: উপাস্য, অনৈসর্গিক, মান্য, পূজ্য শক্তি হিসেবে সাকার-নিরাকারকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অস্তিত্ববান করে চিহ্নিত করা হয়নি, একেবারে এক করে ফেলা হয়েছে। 'যেই নিরাকর সেই সে সাকার/তাঁরি রূপ ত্রিভূবণে'। ১২

নিত্য নিরঞ্জন/সত্য সনাতন/মিথ্যা যত দেবী-দেবা/ নীরূপ যে ভাবে/ স্বরূপ প্রভাবে/বুঝি কিছু বুঝে সে বা।' ১৩ তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র বিশিষ্ট কোন দেবীর প্রতিষ্ঠা নয়, সার্বভৌম শক্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এখানে মুখ্য বিষয়। সেকারণেই, সত্যকে স্বীকৃতি ও স্বীকরণের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের মিলন সম্মিলন, যোগ-সংযোগ বাঞ্ছিত- এই উপলব্ধিও কবি মানসের অপরিহার্য বিষয় হয়ে পড়ে। অন্নপূর্ণার যে বিজয়িনী মূর্তি দেখানো হয়েছে, তা প্রথানুগত্য মাত্র।

ইতিহাস-ঘটনা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির একেবারে বিরুদ্ধে। প্রথমত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘল রাজশক্তি বিশৃঙ্খল, ক্ষয়িত, অবিন্যস্ত পরিস্থিতিতে ছিলনা। দ্বিতীয়ত শায়েস্তা খাঁর আমল (১৭০৭-১৭২৭ খ্রী:) থেকেই নবাব দরবারে হিন্দু এলিট শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে শুরু করে। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও হলান্ডের রাজকীয় মহাফেজখানায় ঠিক প্রাক-পলাশী বাংলার উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ও জমিদারদের দুটি তালিকা পাওয়া যায়। রবার্ট ওরমের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, আলীবর্দির সময় (১৭৫৪ খ্রী:) দীউয়ান, অদিউয়ান, সাব-দিউয়ান, বকশি প্রভৃতি সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদের মধ্যে ছয়টিই হিন্দুরা অলঙ্কৃত করেছেন। একমাত্র মুসলমান বকশি হলেন মীরজাফর। আবার ১৯ জন বড় জমিদার ও রাজার মধ্যে ১৮ জনই হিন্দু।১৪ কাজেই ধর্ম-ভিত্তিক জাতি-দ্বেষ পরিস্থিতিগত কারণেই অসত্য। নবাব পরিবর্তনে, পলাশী ট্রাজেডিতে হিন্দু মুসলিম এলিট শ্রেণী ধর্ম পরিচয় ও প্রয়োজনে বিভক্ত হয়নি। জাগতিক সিদ্ধি ও স্বার্থের প্ররোচনায় বিভাজন ঘটেছে। সিরাজ - মোহন লাল- মীরমদন ও মীরজাফর জগৎশেঠ- রায়দুর্লভ- উমিচাঁদ শিবিরের ভিত্তি ধর্মানুভূতি বা ধর্মচালিত সাম্প্রদায়িক চেতনা নয়। কাজেই কবি চিন্তায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নক্রিয়াশীল ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। ইতিহাস বিশেষজ্ঞের জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে, ভারতচন্দ্রের

Dhaka University Institutional Repository

মানসক্রিয়া অনুসরণ করে আমাদের ধারণা জন্মে, ভাবীকালের সর্বনাশ কবি বুঝতে পেরেছিলেন- যে এলিট শ্রেণী একের পর এক বাংলার শাসনকর্তৃত্ব পরিবর্তন করেছে, পলাশী ট্রাজেডিতে তাদের উপর ভয়ঙ্কর সর্বনাশ নেমে এসেছে- প্রমাণ, মীরজাফর জগৎশেঠ, মীরকাসেম। যেহেতু ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর, রাজসভার কবি, আর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পলাশী-ঘটনায় মীরজাফর জগৎশেঠদের একজন, সেহেতু ইতিহাস ঘটনা- ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি তাঁর বোধিতে কাজ করেছে, এরকম অনুমান করা যুক্তিসহ হতে পারে।

এলিট সদস্যদের পারস্পারিক সম্পর্ক, চারিত্রিক বৈপরীত্য, স্ব-বিরোধিতা, ক্ষয় ভারতচন্দ্রের কবি মানসে ও অন্নদামঙ্গলের কাব্যগতিতে ছায়া ফেলেছে।১৫ বর্ধমান রাজদরবার, কোটালদের উক্তি অবয়ব, রমণী বেশ ধারণ ও আচরণ, চোর কবি সুন্দরের অভিসার ও প্রণয়লীলা ও বিভিন্ন পত্নীর পতিনিন্দা প্রভৃতি অসংগত অশোভন জীবন কাঠামো বিদ্যমান সামন্ত শাসনের বিরুদ্ধে দ্রোহী, ব্যঙ্গাত্মক ভারতমানসের ছন্দোময় শব্দ চিত্র। 'প্রাচীন আর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র আয়োজনের মধ্যে এই-ই সবে কবি ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হবার চেষ্টায় আর্ত হয়ে উঠেছে'।১৬ অন্নদামঙ্গলে অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমকের যে সৌন্দর্যময় বিপুল উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, তা ভারত চিত্তের দ্রোহ ও দাহিকা শক্তির ধ্বনিগত রূপ।

যুগের রাজনৈতিক প্রবৃত্তি যেমন এই কবিকে চালিত করেছে, তেমনি কালিক অর্থনৈতিক ইতিহাসও তাঁর দৃষ্টিপথে রচনা করেছে বিমূঢ়, বিমুখ, স্ব-বিরোধী দ্বান্দ্বিক বাস্তব। একদিকে বিচিত্র বিলাসপূর্ণ জলসাঘর, ভোগৈশ্বর্যময় জীবন, অপরদিকে কঙ্কালকোঠামোর নিবুনিবু প্রদীপে, আলো- অন্ধকারে অনাহার-জরা-ব্যাধি -ক্ষয়ের আক্রমনে জীবন বিষণ্ন, হতচকিত, সন্ত্রস্ত, বিহ্বল। এই বাস্তব-ই অন্নদামঙ্গল কাব্য ভুবনের বাস্তব। পৌরাণিক পুরুষ, মহাপুরুষ ও দেব-দেবীর অভিজ্ঞতায় পৃথিবী এমনরূপে কখনো হয়ে উঠতে পারেনা। যেহেতু বাসনা পূরণের ক্ষমতা তাদের সীমাহীন। কর্মহীন, স্নেহহীন জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের অভিজ্ঞতা ভারতচন্দ্রের ছিল। ২৩-২৪- বৎসর বয়সে বর্ধমান জীবন ও কারাগার থেকে পালিয়ে ঘরে ফেরেননি, পথে-পথে, তীর্থে-তীর্থে ঘুরেছেন, ধর্মদর্শনের প্রেমে পড়ে নয়, বাস্তবের তাড়া খেয়ে; একদিকে সামন্ত শক্তির রোষদৃষ্টি, অপরদিকে কর্মহীন নির্বিত্ত জীবনের বৈরী মূর্তি। জীবনের জীর্ণ ও রূঢ় স্বভাব সেকালের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সহায়তায় অনুসরণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে আমরা সেকালের ভোগ্যপণ্য ও মূল্যস্তর সংক্রান্ত উপাত্ত তুলে ধরছি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য চিত্র : ক

সারণি ৪ : চালের দাম, ১৭২৯

কি ধরণের চাল	দাম	টাকা প্রতি	পরিমাণ
সরু চাল :			
বাঁশফুল : প্রথম শ্রেণী	"	"	"	১ মন ১০ সের
: ২য় শ্রেণী	"	"	"	১ " ২৩ "
: ৩য় শ্রেণী	"	"	"	১ " ৩৫ "
মোটা চাল:			
: দেশনা	"	"	"	৪ " ১৫ "
: পূরবী	"	"	"	৪ " ২৫ "
: মুনসুরা	"	"	"	৫ " ২৫ "
: কুরকাসালী	"	"	"	৭ " ২০ "

১৭

তথ্য চিত্র : খ

সারণি ৬ : ওলন্দাজ নথিপত্রে খাদ্য দ্রব্যের দাম, ১৭৩০-৩২

খাদ্য দ্রব্য	জানুয়ারী ১৭৩০	মার্চ ১৭৩১	মার্চ ১৭৩২
সরু চাল	প্রতি সিক্কা ১৮, টাকায় ৩০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০ সের
মোটা চাল	প্রতি সিক্কা টাকায় ১মন ৫ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩৫ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩৫ সের
গম	প্রতি সিক্কা টাকায় ২০, সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩০ সের	প্রতি সিক্কা টাকায় ৩০ সের
সর্ষের তেল	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা	৬৮ পাউন্ডের দাম ৬ টাকা
মাখন	৬৮ পাউন্ডের দাম ৮ টাকা ৮ আনা	৬৮ পাউন্ডের দাম ১০ টাকা	-
কড়ি	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ	প্রতি চলতি টাকায় ৩২ পণ

১৯

Dhaka University Institutional Repository

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : ভারতচন্দ্রের যুগ ও কবিমানস ॥ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতচন্দ্রের কাব্য : শব্দালঙ্কার ॥ ১৯

১ অনুপ্রাস ॥ ২০

১. ক বৃত্ত্যনুপ্রাস : ১.ক.১ একটি মাত্র ব্যঞ্জন ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১.ক.২ যুক্ত বা বিযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছের বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১.ক.৩ স্বরূপানুসারে ২-বার আবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস।

১ খ. ছেকানুপ্রাস, ১ গ. অন্ত্যানুপ্রাস, ১ ঘ. আদ্যানুপ্রাস, ১ ঙ. সর্বানুপ্রাস.

২. যমক ॥ ১১২ ৩. শ্লেষ ॥ ১৩০

তৃতীয় অধ্যায় : ভারতচন্দ্রের কাব্য : অর্থালঙ্কার ॥ ১৩২

চতুর্থ অধ্যায় : উপসংহার ॥ ১৫৬

পরিশিষ্ট গন্থপঞ্জি ॥ ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আলোচ্য গবেষণা-পত্রটি প্রস্তুত করতে অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিলম্ব ঘটেছে। এ সম্পর্কে কৈফিয়ত দেয়া প্রয়োজনবোধ করছি। ১৯৯৭ সালে এম. ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হই তখন আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কিডনি রোগে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে, তিনি চলে যান, চেনাজানা পৃথিবীর বাইরে। এই বিপর্যয়ে গবেষণা-কর্ম বন্ধ হয়ে যায়, বলতে গেলে আমি এটি শেষ করার আশাও ত্যাগ করি। কয়েক মাস পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায় আবার কাজ শুরু করি। তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি লাভ করতে দীর্ঘ সময় কেটে যায়। অবশেষে নানা প্রতিকূলতার পর অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করছি।

আমার গবেষণা- তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ইত্যাদি অকৃপণভাবে ধার দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের মনোগঠন ও যুগপ্রবৃত্তি, অলঙ্কার ও জীবন-বাস্তবতা প্রভৃতি প্রসঙ্গে মূল্যবান বিশ্লেষণ দিয়ে, আমার গবেষণা-পত্র রচনার কাজটিকে তিনি সহজতর করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

সময়ে-অসময়ে নানা ভাবে নির্দেশ দিয়ে অন্ধকারের জটিল পথ চলা সহজ করে দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর সাইদ-উর-রহমান ও প্রফেসর আহমদ কবির। এঁরা উভয়েই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তাঁদের দান ঐশ্বর্যময় ও অমেয়, কিন্তু আমার গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত।

পরিশেষে প্রয়াত শিক্ষক ও প্রথম তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে প্রণত চিত্তে স্মরণ করছি—আমার মধ্যে অলঙ্কার সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার বীজ তিনিই বপন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ-সূত্রে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যাবাদ জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায়। প্রধান কবি এ জন্যে যে, কালিক জীবন ও প্রবৃত্তিকে তিনি ভিতরে - বাইরে চোখ ফেলে গভীরভাবে দেখেছিলেন, অনুভব ও অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তি- জীবন ও কবি-জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।লৌকিক বাস্তবে অস্তিত্বের তাগিদে সামন্ত বেনিয়া দরবারে তিনি বারবার হাজির হয়েছেন, দরবারী ষড়যন্ত্রে বর্ধমান কারাগারেও আটক থেকেছেন, সামন্ত বেনিয়ার আশ্রয়ে অর্থ-বিত্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন; সাধারণ জীবনের এবং নিজ জীবনের অনাহার ক্লিষ্ট রূপ দেখেছেন। 'ভারতচন্দ্রের যুগ ও কবিমানস' অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছি। বিদ্যা-সুন্দর কাহিনীর তাৎপর্য, মানসিংহ-ভবানন্দ-জাঁহাঙ্গীর- অন্নদা কাহিনীর অর্থ সেকালের সামন্ত সমাজের নিম্নগতি ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। এসব প্রসঙ্গে দেখা যায়, যে- বাস্তব ভারতচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের অঙ্গ-উপাদান, তা-ই তাঁর চিত্তলোকে রূপান্তরিত হয়ে, তির্যক ব্যঙ্গ দিব্য দৃষ্টির জন্ম দিয়ে কাব্যের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং এই রূপান্তরিত জগৎ বিশেষ এক কবি-ভাষা ও অলঙ্করণের দাবী তুলেছে। 'অলঙ্কার' শব্দটি তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য প্রসঙ্গে লৌকিক অর্থে প্রযুক্ত হয়নি। চেনা-জানা জীবনে অলঙ্কার ভূষক, সজ্জাকরণ উপাদান, জীবনের ভিতরের ব্যাপার নয়, বাইরের ব্যাপার। কিন্তু রায়গুণাকরের অলঙ্কার এভাবে বুঝা যাবেনা, কারণ এটি তাঁর কাব্যের বহিরাবরণ নয়। যে অর্থ আচার্য বামন (সৌন্দর্যম অলঙ্কার) কিংবা পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত (রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারানি কানিচিৎ একে নৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবে : ।) অলঙ্কার শব্দটিকে দান করেছেন, আমরা তা সেই অর্থে গ্রহণ করেছি অর্থাৎ অলঙ্কারের সৌন্দর্যায়ন কবিতায়ন ক্রিয়া ও কাব্যত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক আমরা অনুসরণের চেষ্টা করেছি

দ্বিতীয় অধ্যায়েও অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অন্তত ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার কবি আত্মার ধ্বনি-প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছে। কবি-মানসের একটি ভিন্নতর দৃষ্টি বস্তুজগৎ থেকে ভিন্নতর কাব্যজগৎ গড়ে তুলেছে। ভারতচন্দ্রে কবি-ভাষা হুবহু সেই ভিন্নতর জগতের নকল। হর-পার্বতী, বিষ্ণু-হোড়, হরিহোড়, নলকুবর, বসুন্ধর-বসুন্ধরা, হীরা-মালিনী, বৈদ্য-ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণক-মুনশি-বখশি-আরজবেগী- পোদ্দার-মুহুরি-দপ্তরী- ঘাড়িয়াল এবং অন্ধ- বধির-বৃদ্ধ-খর্বকায়-স্থূলকায় পতীদের পত্নী, বিদ্যাসুন্দর,- ব্যাস-নারদ- দাসু-বাসু- সাধী- মাধী- জাঁহাগীর- ভবানন্দ-মানসিংহ জীবনকে, কবি বিশেষ মনোভঙ্গী ও যুগধর্ম বিবেচনায় রেখে ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস পেয়েছি এবং এসমস্ত ঘটনা-ভাবনা-জীবনের সমান্তরালে সৌন্দর্যময় ধ্বনিপ্রবাহ অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

হর-গৌরীর কোন্দল, শিবের ক্ষুধার্ত ও রুদ্ররূপ, বেদিয়ার বেশ, ভোজন-উল্লাস, পঞ্চতপ, বিবাহ, দক্ষালয় যাত্রা, অন্নদার জরতী বেশ, বর্ধমান গড় ও পুর জীবন, চোর কবি সুন্দরকে ঘিরে কোটালদের

Dhaka University Institutional Repository

নর্তন-কুর্দন, প্রভৃতি প্রসঙ্গ কবিতায়নে তথা সৌন্দর্যায়নে একটি মাত্র ব্যঞ্জন ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাস কতটা কার্যকর হয়েছে ১. ক.১ অংশে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১.ক.২ অংশেও এসব বিষয় পুনরুচ্চারিত হয়েছে। ১ (কুলু কুলু কুলু), ৩২ (ঢুলু ঢুলু ঢুলু), ৩৩ (তক তক তক) ও ৪২ (ধক ধক ধক) উদাহরণে রূপময় শিব, ১১ (গর গর গর গরজে), ২১ (চুকু চুকু চুকু), ২৯ (ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী), ৩৯ (দপ দপ দপ দীপয়ে), ৪৩ (ধক ধক ধক ভালে অনল) উদাহরণে শিবের ভোজনক্রিয়া ও ক্ষুধাতৃপ্তির আনন্দ, ২ (কল কোকিল বকুল ফুলে), ৬ কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে) ও ১৪ (গুণ গুণ গুণ ভ্রমর ঝঙ্কারে) উদাহরণে ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে অন্নদার আবির্ভাবে জগৎ-সংসারের রূপ, ৫৫ ও ৫৮ উদাহরণে রুদ্র শিবের দক্ষালয় যাত্রা, ২৩ (ঝন ঝন ঝন), ৩১ (ঠন ঠন ঠন), ৩৭ (থর থর থর) উদাহরণে অন্নপূর্ণার সৈন্য, ৬৬ (ল-ন), ৭০ (হ-ন) ৭৫ (ষ-ন) ও ৭৬ (শ-ন, স-ন) উদাহরণে বাঙ্গালী জীবনে নারীর ভূমিকা, ৭৭(সাবাসি, সাবাসিরে সাবাসি ফুলবাণ) উদাহরণে চুচোর কবি সুন্দর কর্তৃক রমণীবেশী চন্দ্রকেতুর কাষ্ঠ-কুচ মর্দন, ৪৮ ও৪৯ উদাহরণে (ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী, ধূমকেতু ধামধূমী ধূম ধাম চায়) ধূমকেতু -চারিত্র্য, ৯ ও ১০ উদাহরণে (ক-ড়) হীরামালিনীর চোখে কালিক জীবন- প্রবৃত্তি ব্যঞ্জনগুচ্ছের যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাসে সৌন্দর্যায়িত। ১.ক.১ ও ১.ক.২ অংশে ভাববস্তু, কবি মনোগঠন, বাস্তব পরিস্থিতিকে সমান্তরালে রেখে ধ্বনিপ্রবাহে সৌন্দর্যসংক্রমণ কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এখানে আনুপ্রাসিক ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য-সৃজন প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন :- অনুপ্রাস হচ্ছে সদৃশ বা সমধ্বনির পুনরাবৃত্তি। ধ্বনির এই পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্টি হয় ধ্বনিপ্রবাহ, যা কাব্যিক সৌন্দর্যের জনয়িতা হয়ে উঠে কখনো কখনো। কবিতা-পঙক্তিতে একটি ধ্বনি কতবার আবৃত্ত হচ্ছে, কতটি ব্যঞ্জন ব্যবধানে আবৃত্ত হচ্ছে, আবৃত্ত ধ্বনিটির অব্যবহিত পূর্বে ও পরে কোন কোন ধ্বনির আগমন ঘটছে তা ধ্বনিপ্রবাহের গুণমানের নির্ণায়ক হতে পারে। কারণ, কোন ধ্বনি দু'বার আবৃত্ত হলে ধ্বনিপ্রবাহ যে রূপ লাভ করবে, ৪,৫,৬,৭,৮ প্রভৃতি অধিকসংখ্যকবার আবৃত্ত হলে নিশ্চয়ই ধ্বনিপ্রবাহ ভিন্নতর রূপ অর্জন করবে। একই ধ্বনি দুই বা তিনটি ব্যঞ্জন ব্যবধানে আবৃত্ত হলে সমগ্র পঙক্তির ধ্বনিপ্রবাহে তার প্রভাব যেমনটি পড়বে, আট বা নয়টি ব্যঞ্জন ব্যবধানে আবৃত্ত হলে ধ্বনিটির প্রভাবের পরিমাণ একই রূপ হবেনা। এছাড়াও পুনরাবৃত্ত ধ্বনিটির প্রকৃতি (ঘোষ- অঘোষ, অল্প-মহাপ্রাণ) ও কাব্যপঙক্তিতে বিসাদৃশ ধ্বনির পরিবেশে তার অবস্থানও বিবেচ্য। এজন্য আমরা কবিতা পঙক্তিতে/চরণে ঘোষ-অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা, আবৃত্তির পরিসর বা ব্যঞ্জন ব্যবধান, ঘোষ-অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করেছি। লৌকিক সমাজ, লৌকিক জগত, কবিতার ভাববস্তু প্রভৃতির প্রকৃতির সাথে ধ্বনি প্রবাহের প্রকৃতির কোন যৌক্তিক সম্পর্ক আছে কিনা,

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনি প্রবাহ যে মুগ্ধতা সৃষ্টি করে তার বীজ জীবনের ভিত্তিতে প্রোথিত কিনা এটা বুঝে নেয়ার প্রয়োজনেই সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

বস্তুজগত আমাদের দেহ মনের উপর অবিরাম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে একথাও সত্য, ফুস ফুসতাড়িত যে বায়ুতরঙ্গ গলবিবরের মধ্য দিয়ে মুখগহ্বরে পৌছে বাকপ্রত্যঙ্গের সংস্পর্শে ধ্বনির সৃষ্টি করে, সেই বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি বস্তুজগতের প্রতিক্রিয়ার অধীন। যেহেতু ফুসফুসতাড়িত বায়ুপ্রবাহ ধ্বনির গুণাগুণ নির্ণয় করে, যেহেতু বস্তুজগত ফুসফুসতাড়িত বায়ুপ্রবাহের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে বা ফুসফুসতাড়িত বায়ুপ্রবাহের উপর প্রতিক্রিয়া করে, সেই হেতু বস্তুজগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধ্বনির গুণাগুণ নির্ণায়ক অথবা বস্তুজগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধ্বনির সাথে যৌক্তিক সম্পর্কে বদ্ধ।

In poetry, any conspicuous similarity in sound is evaluated in respect to similarity and/or dissiuilarity in meaning- Jakobson- এর এ উক্তি থেকে অন্তত: এটা ধারণা করা যায়, যে, ধ্বনির সাথে দ্যোতিত অর্থের একটা সম্পর্ক আছে, আর দ্যোতিত বিষয় যে, লৌকিক জগৎ বহির্ভূত নয়, তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ কোননা কোনভাবে ধ্বনি লৌকিক জগতের সাথে সম্পর্কবদ্ধ। জীবনের সাথে এই নিগূঢ় সম্পর্কের কারণে কাব্যগত ধ্বনিপ্রবাহ আনন্দ দেয়, যেখানে জীবনের সাথে কাব্যগত ধ্বনিপ্রবাহের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে না, সেখানে আনন্দানুভব, বা সৌন্দর্যনুভুব জন্মে না। আরিস্টটলের 'অনুকরণবাদ'- শিল্প জীবনকে অনুকরণ করে- আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রয়োগ করছি। শিল্প বা সাহিত্য লৌকিক বাস্তব বা রূপান্তরিত মনোবাস্তব যেটি অনুকরণ করুক, তার স্বভাবে প্রোথিত রয়েছে- বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, দ্বান্দ্বিকতা। যে কাব্য ভাষা এই বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য বা দ্বন্দ্বিকতাকে বহন করে জীবনকে অনুকরণ করে তার স্বভাবেও উক্ত প্রবণতা বর্তমান। অনুপ্রাসের ধ্বনি প্রবাহে ঘোষ/অঘোষ- অল্প-মহাপ্রাণ পাশাপাশি অবস্থান করে ভিন্ন স্বভাবী জীবন প্রবাহকে তীক্ষ্ম ও গতিশীল করে তোলে।

কাব্যগত ধ্বনি প্রবাহের সাথে জীবনের যোগ গভীর অথবা কাব্যগত ধ্বনিপ্রবাহ, জীবন প্রবাহের অনুরূপ। ধ্বনির সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতা ব্যাখ্যার ধারণাটি গৃহীত হয়েছে ইয়াকবসনও এল.জি, জোনস কর্তৃক The expence of spirit কবিতাটির ব্যাখ্যা থেকে। এখানে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও বিরোধমূলকতার সূত্রে বিভিন্ন পঙক্তির বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, বস্তুবাচক বিশেষ্য, গুবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়া বিশেষণ, বচন, নির্দিষ্ট নির্দেশক প্রভৃতির নানা সম্পর্ক জাল অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা শুধু অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহ বোঝার জন্যে, ধ্বনির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের সূত্র প্রয়োগ করেছি। প্রাচ্য পণ্ডিতেরা ব্যাখ্যা করেননি, কেন অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহ আনন্দ দেয়। পঙক্তিতে শুধুমাত্র ধ্বনিটির অবস্থানগত দিক অর্থাৎ আদি; মধ্য, অন্ত কোথায় তার অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

এবং অনুপ্রাসিত ধ্বনিটির সংখ্যা অর্থাৎ এক বা একাধিক ধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে পুনরুচ্চারিত হচ্ছে সেটি তাঁরা বিবেচনায় রেখেছেন। আমরা জীবনের সাথে এর যোগসুত্র, এবং ভাষিক জগতে এর নিজস্ব সম্পর্কের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছি, ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছি। অবশ্য ভাষিক সাহিত্য তত্ত্বের defamiliarization সূত্রের পূর্ব সংকেত প্রাচ্যের অনুপ্রাস তত্ত্বে মেলে। অলঙ্কার পরিচিতির মধ্যে নতুনত্বের, অপরিচয়ের সৌন্দর্য ও আনন্দ এনে দেয়, এটা প্রাচ্য পণ্ডিতও অনেক পূর্বেই বলেছেন।

১.খ, ১.গ, ১.ঘ, ১.ঙ অংশে ভাবানুষঙ্গের প্রতীক হিসেবে অনুপ্রাসের সার্থকতা ও অনুকরণ ক্ষমতার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ১.খ অংশে ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে ক্রমানুসারে দুইবার মাত্র আবৃত্ত হয়ে কাব্য পঙক্তিতে যে সৌন্দর্যময় ধ্বনিপ্রবাহের জন্ম দেয় তার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।৫৪ (চটচটি), ৯৩ (ফাটকে আটক), ১০০ (হাড়ির ঠকঠকি) ১৪৩ (কোড়ার পটপটি), ১৫৭ (বাজার বাজার) এবং ২১৭ (হাজার হাজার), উদাহরণে বর্ধমান গড় জীবনের, ৪ (কালকেতু কালী), ৬৫ (জয়কেতু জয়াবতী), ৭৫ (যমকেতু যমী) ১৬৮ (ভীমকেতু ভীমী) এবং ২২২ (হেমকেতু হিমী) উদাহরণে কোটালদের কৌতুকপূর্ণ রমনীবেশ পরিগ্রহণের, ১০৩ (ডাকে ডাকে), ১৫০ (ঝাঁকে ঝাঁকে), ১৭২ (ভাল ভালি), ১৭৮ (কম্পমান বর্দ্ধমান), ১৮০ (ভূমিকম্প জগঝম্প), ২১৪ (হরি হরি), ২১৫ (হান হান) এবং ২১৬ (হাঁকে হাঁকে) উদাহরণে (কোটালদের ব্যঙ্গাত্মক উল্লাসের, ১ (কাড়াকাড়ি), ৫৮ (ছাড়াছাড়ি), ৮৬ (ঝাড়াঝাড়ি), ১৪২ (নাড়ানাড়ি), ১৪৪ (পাড়া পাড়ি) এবং ১৭০ (ভাঁড়াভাড়ি) উদাহরণে সাধারণ মানুষ সাধী-মাধীর সাধারণ মন–রুচি-প্রবৃত্তির শিল্পায়ন ঘটেছে ভারতচন্দ্রের ছেকানুপ্রাসে।

১.গ অংশে অন্ত্যানুপ্রাসের সৌন্দর্যময় ধ্বনিপ্রবাহ 'কাঙ্গাল-জাঙ্গাল' 'পুড়ি- বছড়ী' (উদা : ১) দস্যু লাঞ্ছিত বাঙালাকে, বেড়ায় জড়ায় (উদা : ৩) রঙ্গব্যঙ্গের নারদকে, 'খসিয়া-কষিয়া' (উদা : ৬) যৌবন-প্ররোচনায় বিশৃংখল রমণীকে, মুনশী-খুনশী (উদা : ৮) বখশী পত্নীর বিক্ষব্ধ আত্মাকে, হাজার হাজার (উদা : ১১) মানসিংহের সৈন্য সজ্জাকে, কোরান পুরান (উদা : ১২) অন্নদাপ্রসঙ্গে বাদশাহের মানসক্রিয়া এবং 'আরজ গরজ' (উদা : ১৪) মানসিংহের মনোজাগতিক ভাবনাকে শিল্পায়িত করে। অন্ত্যানুপ্রাসের সৌন্দর্য চরণান্তে প্রযুক্ত শব্দাংশের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও বৈপরীত্যের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে কবিগুণাকর স্বত:স্ফুর্ত এবং সফল, ভারতচন্দ্রে আদ্যানুপ্রাস ও সর্বানুপ্রাসের প্রাচুর্য নেই, তবু বিরল দু'একটি যা আছে, তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে- ১ ঘ, ১. ঙ অংশে আমরা দেখিয়াছি।

২. যমক

ভারতচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য যমক- সৃষ্টিতে। এই যমক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর হাতে বাস্তব ভূমিতে প্রোথিত হয়েছে, এর সৌন্দর্য-শ্রীর মূলীভূত কারণও সেখানে। যমকে ভারতচন্দ্র অধিকতর

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণবন্ত বিশেষ করে আদ্য যমক বা মধ্যযমকে। এক পঙক্তিতে বিন্যস্ত অন্ত্য যমকও আস্বাদ্য। কিন্তু দুই পঙক্তির অন্ত্যস্থিত যমক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেনি। বাজে জমার মালিক, ঘড়িয়াল ও বখশীপতি, এবং হীরা মালিনী প্রসঙ্গের যমক অতুলীয় চমৎকারিত্বের জনয়িতা হয়ে উঠেছে। যমকের দুটো দিক- (১) অর্থের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য, (২) ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য। এখানে দুটো দিকেই ভারতচন্দ্র স্বত:স্ফূর্ত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য 'ঘড়িয়ালপতি', 'বাজে জমা'র মালিক প্রসঙ্গের যমক বিশুদ্ধ যমক কিনা সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। যমসম ধরিতে পরের বাজে জমা।/ নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা॥ দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'বাজে জমা'র অর্থ পতিসঙ্গ বঞ্চিত পত্নী। কিন্তু এটি 'বাজেজমা'র অভিধেয়ার্থ নয়, ব্যঞ্জনার্থ। /রাত্রিদিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে'।/ তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥ এখানে দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'ঘড়ি' শব্দটি ক্ষুব্ধ পত্নী অনুষঙ্গবাহী। 'ঘড়ি' শব্দটির অভিধা শক্তি এখানে বাধাগ্রস্ত। অতএব এদুটো ক্ষেত্রে অলঙ্কারদ্বয় অর্থালঙ্কারের পরিধির মধ্যে পৌছে গেছে। তবু যমক বলেছি। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, ভিন্নতর অর্থও ব্যক্ত হয়েছে বলে। আর কেউ একে অর্থালঙ্কার হিসেবে দাবি করলে আমরা আপত্তি করবনা।

৩. শ্লেষ; ভারতচন্দ্রের কাব্য শ্লেষবহুল নয়। অন্নদার আত্মপরিচয় অংশটি উল্লেখ্য। কবির সমাজ-চেতনা শ্লেষকে সজীব করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতচন্দ্রের অর্থালঙ্কার , অর্থের চারুত্ব বা সৌন্দর্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে কবি গুণাকর ততটা সাফল্যের পরিচয় দেননি- তবু দুই একটি অলঙ্কার সৃষ্টিতে তিনি ঈর্ষণীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন- যেমন 'মনের গাঁটি কাটা-' রূপক অলঙ্কারটি। ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গীর কারণে কবি ভারতচন্দ্র হয়ত শব্দের দ্যুতিময় পথে নিজেকে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। ব্যঙ্গপ্রবণ চিত্ত, দেশ-কাল সমাজের বৈরী প্রাচীরে আঘাত করার জন্য ধ্বনি দেবতার বজ্রকে কামনা করেছেন, অর্থময়তার জটিল বঙ্কিম সৌন্দর্যময় প্রবাহের অতলে ডুব দিতে চাননি, নতুন জীবন ও জগৎ সৃষ্টির, নতুন রূপ নির্মাণের বাসনা বা রূপ পিপাসা তাঁর ছিলনা।

সংকেত সূত্র :

১। পৃ : ভা.গ. = ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত: ভারতচন্দ্র - গ্রন্থবলী, পৃষ্ঠা?

২। অনুপ্রাসণ ক্রিয়া : সদৃশ বা সমধ্বনি কতবার আবৃত্ত হচ্ছে, কতটি ব্যঞ্জন ব্যবধানে আবৃত্ত হচ্ছে, তার বিশ্লেষণ :

৩। অনুপ্রাসিত ধ্বনি : যে ধ্বনি কবিতার চরণে/পঙক্তিতে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে:

Dhaka University Institutional Repository

৪। অনুপ্রাসিত বিষয়: যে কথাবস্তু, বা ভাববস্তু অনুপ্রাস অলঙ্কারে সৌন্দর্য মণ্ডিত করা হয়েছে।

৫। ধ্বনি শীর্ষের সংখ্যা ধ্বনিটির আবৃত্তির সংখ্যা নির্দেশক, ধ্বনিটির নিম্নে উল্লিখিত সংখ্যা, কতটি ব্যঞ্জন ব্যবধানে আবৃত্ত হচ্ছে তার নির্দেশক : যেমন প, অর্থ ৫টি ব্যঞ্জন ব্যবধানে ২-বার আবৃত্ত হচ্ছে, প অর্থ 'প' ৬- বার আবৃত্ত হয়েছে যথাক্রমে ৩, ৫,৭, ২, ১ সংখ্যক ব্যঞ্জন ব্যবধানে।

৬। চ= চরণ, ত্রিপদী ছন্দে তিনটি পদের সমষ্টি :

৭। প = পঙক্তি, একই সারিতে বিন্যস্ত শব্দ সমষ্টি :

৮। উদা : = উদাহরণ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য চিত্র : গ

সারণি ৫ : বাংলায় চালের দাম, ১৭৩৮-১৭৫৪

তারিখ	স্থান	টাকা প্রতি	মন	সের	চালের মান
১২ জুন ১৭৩৮	কলকাতা	প্রতি মাদ্রাজ টাকায়	০মন	৩০ সের	মোটা...
২৬ মার্চ ১৭৩৯	কলকাতা	প্রতি মাদ্রাজ টাকায়	১ মন	৩০ সের	খুব ভাল
৩১ মে ১৭৩৯	ঢাকা	প্রতি দশম টাকায়	৯ পসারী		সরু
৩১ মে ১৭৩৯	ঢাকা	প্রতি দশম টাকায়	১১ পসারী		সাধারণ
৭ জানুয়ারী ১৭৪৪	কলকাতা	প্রতি মাদ্রাজ	০ মন	৩০ সের	মোটা ধরণের
৭ জানুয়ারী ১৭৪৪	কলকাতা	প্রতি আর্কট টাকায়	১ মন	- সের	মোটা
২০ সেপ্টম্বর ১৭৫১	কলকাতা	প্রতি টাকায়	০ মন	৩৫ সের	ভাল
২০ সেপ্টেম্বর ১৭৫১	কলকাতা	প্রতি টাকায়	১ মন	১০ সের	সাধারণ
২ জানুয়ারী ১৭৫২	কলকাতা	প্রতি টাকায়	-	৩৫ সের	ভাল
২ জানুয়ারী ১৭৫২	কলকাতা	প্রতি টাকায়	১ মন	১০ সের	সাধারণ
১১ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৩	কলকাতা	প্রতি টাকায়	০ -	২৩ সের	সাধারণ
১০ জুন ১৭৫৪	কলকাতা	প্রতি টাকায়	০ -	৩২½ সের	সরু
১০ জুন ১৭৫৪	কলকাতা	প্রতি টাকায়	০ -	৩৫ সের	মাঝারি
১০ জুন ১৭৫৪	কলকাতা	প্রতি টাকায়	১ মন	-	মোটা

২০

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য চিত্র : ঘ

সারণি ৮ : বেশ মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৪১ ও ১৭৫১

১৭৪১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য					১৭৫১ সালে বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য				
কাপড়ের 'সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য×প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম	কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ্য×প্রস্থ	প্রতিটির দাম	মোট দাম
৬০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫ কো: × ২´/,	১২৯ টা: ৮আ:	৩৬৪৫০০	২০,০০০	গিনি কাপড়	৭৫কো: ×২´/,কো :	১৭৫ টা:	১৭৫০০০টা :
-	-	-	-	-	২৫০০০	গারা	৩৬কো:× ২´/,কো:	৮৪ টা:	১০৫০০০টা :
৮০,০০০	গারা	৩০কো: × ২´/,কো:	৪৮টা:	১৯৪০০০	১২০০০	গারা	৩০কো:× ২´/,কো:	৭০টা:	৪২,০০০টা:
-	-	-	-	-	৫,০০০	বুরাং	৩৬কো:× ২´/,কো:	৫০টা:	২৫,০০০টা:
-	-	-	-	-	৬,০০০	বুরাং	২৪কো:× ২´/,কো:	৭০ টা:	৪৬৮০০টা:
৫০,০০০	সালামপুরী	৩৭´/,কো: × ২´/,কো:	৬০টা: ১২আনা	১৫১৮৭৫	১০,০০০	সালাম পুরী	৩৭´/,কো: × ২´/,কো:	৮৭ টা: ৮ আনা	৪৩৭৫০ টা:
১০,০০০	ডংগিরি	২৭কো:× ´´/,কো:	৩১ টা:	১৫৫০০	১০,০০০	ডংগিরি	২৭কো:× ´´/,কো:	৫০ টা:	২৫০০০ টা:

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য চিত্র ঙ

সারণি ২: মোটা ধরনের কাপড়ের দাম, ১৭৩২ ও ১৭৪৪

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৩২

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
৮০০	সানু	২৪ কো: × ২ কো:	৪ টাকা ৮ আনা
৬০০০	খড়িদারি বা চোরা দারি	১৮ কো: × ২$^{১}/_{২}$ কো:	৪ টাকা
৫০০০	ফোটা	২৪ কো: × ২$^{১}/_{২}$ কো:	৫০ টাকা প্রতি কর্জ ২২
২০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ কো: × ১ কো:	৫০ টাকা প্রতি কর্জ
৪,০০০	দিশী	৪ কো: × ১$^{১}/_{২}$ কো:	১৩ টাকা প্রতি কর্জ

বণিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মূল্য ১৭৪৪

কাপড়ের সংখ্যা	কাপড়ের নাম	দৈর্ঘ ও প্রস্থ	প্রতিটির দাম
১০০০	সানু	২৪ কো: × ২ কো:	৪ টাকা ৮ আনা
২০০০	খড়িদারি বা চোরা দারি	১৮ কো: × ২$^{১}/_{৪}$ কো:	৪ টাকা
৬০০০	ফোটা	২৪ কো: × ২$^{১}/_{৪}$ কো:	৫০ টাকা প্রতি কর্জ
৫০,০০০	রুমাল (সুতী)	১৫ কো: × ১ কো:	৫৭ টাকা প্রতি কর্জ
১,০০০	দিশী	৪ কো: × ১$^{১}/_{২}$ কো:	১৩ টাকা প্রতি কর্জ

২৩

তথ্য চিত্র : চ

ইংরেজদের কাশিম বাজার ফ্যাক্টরী রেকর্ডস (১৭৩৯) এ বিভিন্ন মজুর শ্রেণীর মাসিক মজুরি......

রাজমিস্ত্রি ৩-০০-০ টাকা

ছুতোর ২-১৫-০ টাকা

কুলি ২-০০-০ টাকা

মাঝি ৩-০০-০ টাকা

ধোবা ১০-০০-০ টাকা

নাপিত ৩-০০-০ টাকা

Dhaka University Institutional Repository

মশালচি ২-০০-০ টাকা ২৪

তথ্য চিত্র : ছ

''কলকাতার মেয়র কোর্টের ১৭৫২ সালের নভেম্বর থেকে ১৭৫৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খরচের হিসাবে দেখা যায় পিওনের বেতন মাসে ২ টাকা ৪ আনা, দেশী সার্জেন্টের বেতন ২ টাকা ৪ আনা।'' ২৫

তথ্য চিত্র : জ

ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন মজুর শ্রেণীর দৈনিক মজুরীর হার।

সারণি ৯ : কলকাতায় মুজুরির হার ১৭৫৭ সালের আগে-

ইটমিস্ত্রি	৩ পণ ১০ গণ্ডা কড়ি
কুলি	২ পণ ১০ গণ্ডা কড়ি
ছোট ছেলে	১ পণ ১৫ গণ্ডা কড়ি
স্ত্রী লোক	১ পণ ১৫ গণ্ডা কড়ি
ছুতোর	৩ পণ '' ''
ছুতোরের (খুব ভাল)	৪ পন '' ''
ছুতোর সর্দার	৭ পন '' ''
রং মিস্ত্রি	৩ পন '' '' ২৬

তথ্য চিত্র : ঝ

''টেলরের মতে আঠারো শতকের মধ্যভাগে ঢাকায় তাঁতীদের মজুরি ছিল মাসে ১ থেকে১.৫ আর্কট টাকা এবং তাদের সহকারি পেতো ৮ আনা থেকে ১২ আনা।''২৭

তথ্য চিত্র :ঞ

''মুর্শিদকুলী খানের সময়ে (১৭০৪-১৭২৭) খাজনার হার ফসলের অর্ধাংশ ধার্য করা হয়।''২৮

উল্লিখিত তথ্যের আলোকে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, শ্বশুর, শাশুড়ী নিয়ে গঠিত সেকালের প্রান্তিক চাষী ও বিভিন্ন মজুর শ্রেণীর একটি পরিবারের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য চিত্র এভাবে অঙ্কন করা যায় :-

Dhaka University Institutional Repository

মজুর শ্রেণী	মাসিক আয়	বার্ষিক আয়	
রাজমিস্ত্রি	৩.০০ টাকা	৩.০০ ×১২ = ৩৬.০০ টাকা	
নাপিত	৩.০০ টাকা	৩.০০× ১২ = ৩৬.০০ টাকা	চ নং তথ্য
মাঝি	৩.০০ টাকা	৩.০০ × ১২= ৩৬.০০ টাকা	চিত্র দ্র:
মশালচি	২.০০ টাকা	২.০০×১২ = ২৪.০০ টাকা	
কুলি	২.০০ টাকা	২.০০×১২ = ২৪.০০ টাকা	
তাঁতি	১.৫ আর্কট টাকা	১.৫ ×১২ = ১৮.০০ (আর্কট টাকা)	ঝ নং তথ্য
সহকারি তাঁতি	১.৫ (১২ আনা)	.৭৫ ×১২ = ৯.০০ টাকা	চিত্র দ্র:
পিওন	২ টাকা ৪ আনা	২.৪×১২ = ২৭.০০ টাকা	ছ নং তথ্য
দেশী সার্জেন্ট	২ টাকা ৪ আনা	২.৪ ×১২ = ২৭.০০ টাকা	চিত্র দ্র:

একজন প্রান্তিক চাষীর সম্ভাব্য বার্ষিক আয় ৬০ মণ সাধারণ চাউল ধরে প্রকৃত আয়ের চিত্র এরকম : ৩০ মণ চাউল খাজনা হিসেবে ব্যয় হয়। (তথ্য চিত্র ঞ) প্রকৃত আয় ৬০-৩০ = ৩০ মণ চাউলের বাজার মূল্য ৬ ×৪ = ২৪.০০ টাকা (গ নং তথ্য চিত্র, ২রা জানুয়ারী ১৭৫২ সালের চাউলের মূল্য)।

ব্যয়

পণ্য	পণ্যের পরিমাণ	মূল্য	
চাউল (মোটা)	দৈনিক ১০ ছটাক হিসেবে ৫ জনের সম্ভাব্য খোরাকী বৎসরে, ২৮ মণ ৫ সের।	২২ টাকা ৮ আনা	তথ্য চিত্র গ দ্র:
সরিষার তৈল	মাসিক ৫%, পাউন্ড হিসেবে বৎসরে ৬৬ পাউন্ড।	৫ টাকা ১২ আনা	তথ্য চিত্র খ দ্র:
কাপড় দিশি	৪ বর্গহাত (৪ কোশা ×১ কোশা) হিসেবে ২০ খন্ড (১ কর্জ) কাপড়ের মূল্য	১৩ টাকা	তথ্য চিত্র ঙ দ্র:

লবন, মরিচ, মশলা ব্যতীত মোট ব্যয় ৪১ টাকা ৪ আনা

চিত্রিত পারিবারিক বাজেটটি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও, একথা বলা যায়, প্রান্তিক চাষী, নিম্নস্তরের চাকুরে, কুলি, তাঁতি, মাঝি, নাপিত, রাজমিস্ত্রি অশনে-বসনে, অসহ- অস্তিত্বে শুন্যতা ও বিষণ্নতা মাখিয়ে অষ্টাদশ শতকের প্রহর গুনেছে। এরপর ১৭৩৭-৩৮ এর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৭৫২ এর দুর্ভিক্ষ মানবিক অস্তিত্বকে আরো বেশি বিপণ্ন করে তোলে। ২৯

কর্ম- কপর্দকহীন দীর্ঘপথ ভারতচন্দ্র অতিক্রম করেছিলেন, সাধারণ জীবনকে চোখ মেলে দেখেও ছিলেন। কাজেই কাব্য রচনাকালে, বিষ্ণুহোড় পত্নী পদ্মিনী, রুদ্রেন্দ্র যোগেন্দ্র শিব রূপান্তরিত হয়ে গেল চেনা মানুষে। চেতনার গভীরতর প্রদেশে যারা এত দিন শিকড় মেলে বসেছিল, কবি স্বভাবের স্পর্শে কাব্যলোকে স্থান করে কালের ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে গেল- রুদ্রেন্দ্র যোগেন্দ্র শিব নয়, প্রান্তিক চাষী

Dhaka University Institutional Repository

শিবঠাকুর, জীর্ণ, মলিন চেহারা, ক্ষুধায় কাতর, বয়সের ভারে ন্যুব্জ, বিরূপ সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মহনন ও মৃত্যু কামনায় শরণ সন্ধানী। কবির সচেতন ইচ্ছা হয়ত দেবাদিদের মহাদেবের দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল, কিন্তু কালের দেবতা কবির অজান্তে নিজের কাজটি করে নিলেন- বুভুক্ষু সন্তানকে কাব্যের সোনার তরীতে তুলে দিয়ে চিরকালের মানুষের দীর্ঘশ্বাসে ও সংরাগে বাঁচিয়ে রাখলেন।

জীবনের অপর মেরুতে বিলাস-ব্যাসন- জৌলুষে, নহবতে, নর্তকীর ঘুঙ্গুর ধ্বনি ও চোখের অসুস্থ দৃষ্টিতে তখন ভয়ঙ্কর রকম উজ্জ্বল কৃষ্ণনগর-বর্ধমান মুর্শিদাবাদের দরবার, দরবারি সভা। শোষক, প্রতারক সামন্ত- বেনিয়া এলিট শ্রেণীকে কবি ভারতচন্দ্র ভালবাসতে পারেননি, অবরুদ্ধ ক্রোধে আক্রমণ করেছেন- চোর কবির কামনাদগ্ধ হাতে চন্দ্রকেতুর কাঠের স্তন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে- আর সামন্ত অস্তিত্ব - সমাজ- সভ্যতা - সংস্কৃতি খান খান হয়ে মধ্যযুগের সমাধির খবর পৌঁছে দেয় বিদ্যাসুন্দর কাহিনীতে।

লৌকিক ভারত চন্দ্রের লৌকিক ক্রোধ কাব্যগত সৌন্দর্যরসের বিষয়ে উত্তীর্ণ করেছে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, রূপক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, বিরোধ উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারে। দেব-দেবতা নির্বাসন দেননি, অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতচন্দ্রের মধ্যে কালিক দ্বৈধ-বৃত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুরু গৌরবে, গুণে মানে দেবতা অন্নদা ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উজ্জ্বল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এটি ছিল পৃষ্ঠপোষক সামন্ত প্রভুর ইচ্ছে ও নির্দেশ। লৌকিক ভারতচন্দ্র লৌকিক বাস্তবে বিপন্ন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কাব্যজগতে প্রথাকে শুধু মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কবি ভারতচন্দ্র প্রথার শিকল ছিঁড়ে বেড়িয়ে এসে, গণ-মানবের বেদনা-বিষ পান করে, কাব্যের সৌন্দর্যময় ভুবনে তাদের জায়গা করে দিলেন। পণ্ডিতজনের সত্যদৃষ্টি এ সত্যটিকে দেখে এভাবে- "সাধারণ বাঙ্গালী ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং সেই সাধারণ বাঙ্গালীর প্রতিনিধি কবি ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যে অবাস্তব স্বপ্নালুতার পরিবর্তে বাস্তব জীবনের সামান্য আশা আকাঙ্ক্ষাকেই রূপ দিয়াছেন"। ৩০ দাসু-বাসু, ঈশ্বরী পাটুনী অসাধারণ কিছু কামনা করে না- গার্হস্থ্য জীবনে গৃহিনীর আঁচল, সন্তানের জন্য দুধ-ভাত এদের একান্ত প্রার্থিত বিষয়। এসব মানুষকে গুণাকর কবি খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, নতুন দৃষ্টিতে ধারণ করেছিলেন।

বৈরী পরিস্থিতিতেও জীবন সংরাগে এই কবি ঐতিকতাবাদী। নলকুবর ঐহিকতাবোধের কাব্যগত চরিত্র। পূজা-ব্রতকথার আচার ও সংস্কার শাসিত জীবন নয়, ভোগ- উপভোগের জীবন- পাত্র নলকুবর চুমুকে চুমুকে শুষে নিয়ে শুন্য করে দিয়েছে- পূজা-ব্রত সম্পর্কে তার উক্তি, "এ নব বয়সে/ ছাড়িয়া এ রসে/ কার পূজা করে কেটা॥/ এ সুখ যামিনী/ এ নব কামিনী/ এ আমি নব যুবক।/ এ রস ছাড়িয়া/পূজায় বসিয়া/ ধ্যানে রব যেন বক॥"। ৩১ 'বাসনা বর্ণনা'য় কবি একেবারে সরাসরি নিজের

Dhaka University Institutional Repository

ইচ্ছের কথাটি বলেছেন, আড়াল নেই: অস্তিত্বগত এই চেতনা, চেতনার এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ আধুনিক কালের-

''বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন

সদা করি বিতরণ তুষি যত আশনা।

আশনাই আরো চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই

ক্ষুধামাত্র সুধা খাই যমে করি ফাঁসনা''

ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল

লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাষণা। ৩২

অপূর্ত বাসনা বেগের দহনে ভারতচন্দ্র জ্বলেছেন, ভারতচন্দ্রের কাল জ্বলেছে, উনিশ শতকের মহাকবি মধুসূদন জ্বলেন, চিরকালের মানুষ জ্বলে। জীবনগত এই দহন ক্রিয়া ভারতচন্দ্র মানসের চালিকা শক্তি। এই সম্ভোগ বাসনা, ঐহিকতাবোধ শুধু নবাব-বাদশা-জমিদার সভার দান নয়। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, দেশী মানুষ ব্যবসা সূত্রে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে জন্ম দেয় দালাল-মুৎসুদ্দী- ফড়ে, বিদেশী জনের সংজ্ঞায় যারা বানিয়া।[৩৩] মানুষ অত্যন্ত অনুকরণশীল ও প্রতিক্রিয়াপ্রবণ প্রাণী বলে বানিয়ারা পাশ্চাত্য জীবনের প্রবৃত্তি -প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারে নিশ্চেতন থাকতে পারেনি। উনিশ শতকে যে আধুনিক বাঙ্গালির সাক্ষাৎ মেলে তারাও অনেকে দেওয়ান, বানিয়া। অতএব ধরে নেয়া যায় সমাজের মধ্যে অষ্ঠাদশ শতক থেকেই পাশ্চাত্যের জীবন-চেতনা প্রবাহ খাত তৈরি করছিল; যার সংকেতধ্বনি নলকুবরের ব্রত তিথি -পূজায় অস্বীকৃতি ও কবি ভারতের বিলপিত বাসনা। একারণেই মধ্যযুগ থেকে নিষ্ক্রমণের প্রথম কবি-পথিক, কবি-পথ দ্রষ্টা তিনি; গণেশ-শিব-সূর্য-সরস্বতী-বন্দনা, শিব -সতী-দক্ষ যজ্ঞ- পিঠমালা প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখেও একথা বলা যায়। ''ভারতচন্দ্র বিশেষ করিয়া এক অভিনব বাস্তববোধের, এক নূতন সমাজ সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ, মোহযুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টির জীবন-পর্যালোচনায় এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য আধুনিকতাধর্মী''[৩৪]। ভারতচন্দ্রের কাব্যগত বিষয়, বিষয়ের কবিতায়নে ও অলঙ্করণে এই বোধ ও ধর্ম ক্রিয়াশীল।

তথ্য ও তথ্যসূত্র

১। শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ: গ্রন্থপরিচিতি : পৃ : দথ: শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজণীকান্ত দাস সম্পাদিত ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা-৬ ৪ তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৯ : পৃ : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

৩। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ : ডিসেম্বর ১৯৯৩; ভূমিকা পৃ : ৭।

৪। "বাণিজ্যিক -প্রশাসনিক এলিট শ্রেণী কি পূর্বানুধাবন করতে পেরেছিল যে ইংরেজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ালে একদিন এদের হাতে পরাজয় বরণ করতে হবে? এলিট শ্রেণী কি বুঝতে পেরেছিল যে কোম্পানি আসলে এদেশে রাজ্য কায়েমের প্রস্তুতি নিচ্ছে?"- সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খন্ড, প্রথম সংস্করণ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, ভূমিকা পৃ : ৭।

৫। "জগৎ শেঠ পরিবারসহ সকল ব্যবসায়ী ও ব্যাংকিং পরিবার নি:স্ব হয়ে পড়ে; রাজা-মহারাজা-জমিদার সমাজে ধ্বংস নেমে আসে, নবাবি যুগের সৈন্য, আমলা- মুৎসুদ্দিরা বেকারে পরিণত হয়। বেশি রাজস্ব আদায়ের লোভে দেশের জোত-জমি সব নিলামে বন্দোবস্ত করা হয়"- বাংলাদেশের ইতিহাস " প্রাগুক্ত পৃ : ৯।

"মীরজাফর ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গোপনে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছিলেন এবং ..... এই অপরাধে সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত নবাব মীর কাশিমও অনুরূপভাবে ইংরেজের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য জীবনের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং বক্সারের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর দেশ ত্যাগ করে অযোধ্যার এক অজানা স্থানে মৃত্যুবরণ করেন, মহারাজা নন্দকুমারকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হলো।" বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ভূমিকা পৃ : ১৩ প্রাগুপ্ত।

৬। " ১৭১০ খ্রী: কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃব্য রাম গোপালেরই রাজা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পথে তন্ত্রকূটপ্রিয় পিতৃব্য মহাশয়ের বিলম্ব সংঘটন করিয়া নবাব দরবারে অগ্রে উপস্থিত হন এবং বাক চাতুরী দ্বারা রাজ্য দখল করেন। আলিবর্দী তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে ধর্মচন্দ্র উপাধি দিয়াছিলেন, কিন্তু এই ধর্মচন্দ্র মহাশয় প্রতারণাপূর্বক আলিবর্দিখাঁকে স্বীয় রাজ্যের অনুর্বর ভূমিখণ্ডগুলি দেখাইয়া ২০ লক্ষ টাকা মাপ পান। যখন মীর কাশিমের হস্তে বন্দী, মৃত্যুর আজ্ঞা তাঁহার মস্তকের উপর, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে লইয়া আসেন।..... ইংরেজ আনিতে যে ষড়যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুরু।" দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সপ্তম সংস্করণ পৃ : ৪৮৬-৮৬।

আরও দেখুন -

Dhaka University Institutional Repository

'' আলিবর্দিখান- সরফরাজখানকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদের মসনদ দখল করার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই হাজি আহম্মদ..... উপদেষ্ঠা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ.....

তাঁরা ভুলে যান যে সরফরাজখানের পিতা পরলোকগত সুবাদারের অনুগ্রহে এবং দয়ায় স্ব-স্ব পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এটা একটা চরম অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত'' বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড প্রাগুপ্ত. পৃ: ৮৪-৮৫।

৭। ভারতচন্দ্র -গ্রন্থাবলী, পৃ : ১১৬ প্রাগুপ্ত।

৮। স্কন্দপুরানান্তর্গত কাশীখণ্ডের উত্তরার্দ্ধখণ্ডের ৯৫-৯৬ অধ্যায়েও ব্যাসের শিব বিদ্বেষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়'' ভারুচন্দ্র গ্রন্থাবলী পৃ : ৪২৮ প্রাগুপ্ত।

৯। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী পৃ: ১১১ প্রাগুপ্ত।

১০। ''ভারতবর্ষের ইতিহাসে দিল্লীজয়ই আসল জয়, ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কাব্য রচনায় অভিলাষী হয়েই বোধ হয় অন্নদার দিল্লীজয়কথা লিখেছেন'' শঙ্করী প্রসাদবসু : কবি ভারতচন্দ্র : ১৩৮১ কলিকাতা পৃ: ২৫৩।

১১। ''কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে, কিছুটা বিদেশী বণিকদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিষ্ঠার সুযোগে হিন্দু ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতেছিল।'' শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : পৃ: ৪

আরও দেখুন

''অষ্টাদশ শতকে মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা সম্বন্ধে নি:সন্দেহ হতে পেরেছিলেন বলেই কবির পক্ষে মানসিংহ খণ্ডে জাহাঙ্গীরের অবমাননা ঘটানো সম্ভব হয়েছিল... প্রশ্ন জাগে মুসলমান রাজত্বের অবসান সূচনা দেখে কি ভারতচন্দ্র হিন্দু রাজত্বের স্বপন দেখেছেন..... স্বপ্ন সিদ্ধির পক্ষে যেহেতু প্রয়োজন ছিল জাতীয় শক্তির কলহহীন সম্মিলিত প্রকাশ- তাই কি কবি ধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এক ধর্মের প্রবর্তন কামনা করেছিলেন?'' শঙ্করী প্রসাদ বসু : কবি ভারতচন্দ্র : পৃ: ২৫-২৬

১২। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী : পৃ: ৩০৬ প্রাগুক্ত।

১৩। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী : পৃ: ৩০৫ প্রাগুক্ত।

১৪। বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, পৃ: প্রাগুক্ত।

১৫। ''যে সকল ভূস্বামী ও বণিক ব্যবসায়ী হয় একদিকে নবাবের সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া অন্যদিকে ইংরেজ বণিকদের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ করিয়া ধনী হইলেন তাঁহারাই সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিলেন এবং অনায়াসলব্ধ অপর্যাপ্ত বিত্তলাভ করিয়া অস্তায়মান দরবারী সংস্কৃতি ও সভ্যতার চাকচিক্য ও বিলাস ব্যসনের অন্ধ অনুকরণে মত্ত হইলেন .....

অপর্যাপ্ত উচ্ছৃঙ্খল ভোগের ও বিলাস ব্যসনের অনিবার্য্য পরিণাম, নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা। সমসাময়িক অভিজাত সম্প্রদায়ের সভা ও বৈঠকগুলি সেই অধোগতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে বাদ পড়ে নাই। . বর্দ্ধমানেই হউক মুর্শিদাবাদেই হউক আর নবদ্বীপেই হউক।" শিবপসাদ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : পৃ: ৯।

১৬। ক্ষেত্রগুপ্ত : প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন : পৃ: ১৩৬ : দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

১৭। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ : ৫০, প্রাগুক্ত।

১৮। 'চলতি টাকা, যেটাকে বলা হত কারেন্টরূপী' বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃ: ৫৪ প্রাগুক্ত।

১৯। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ: ৫৪ প্রাগুক্ত।

২০। বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ড পৃ: ৫২ প্রাগুক্ত।

২১। বাংলাদেশের ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ড পৃ: ৫৯ প্রাগুক্ত।

২২। 'কর্জ্জক হচ্ছে এক কুড়ি'- বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ : ৪৭ প্রাগুক্ত।

২৩। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ: ৪৭ প্রাগুক্ত।

২৪। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ভূমিকা, পৃ : ২৫-২৬ প্রাগুক্ত।

২৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃ: ৬১ প্রাগুক্ত।

২৬। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ : ৬১ প্রাগুক্ত।

২৭। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড পৃ: ৬০ প্রাগুক্ত।

২৮। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ১০ প্রাগুক্ত।

২৯। ১৭৩৭ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলায় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা হয়।..... মারাঠা আক্রমণের পর এবং ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় ১৭৫২ সালে দুর্ভিক্ষ হয়। ৬০ বছরের মধ্যে এমন খাদ্যাভাব কখনো হয়নি'- বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃ: ৫৩ প্রাগুপ্ত।

আরও দেখুন

Dhaka University Institutional Repository

'' রিয়াজ-উস-সালাতিন এর লেখকও ক্ষিধের জ্বালায় মানুষকে কলা গাছের খোড় খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে বলে লিখেছেন।'' বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ : ৫৬।

৩০। শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ : ভূমিকা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: (১৩)

৩১। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ : ১৫২ প্রাগুক্ত।

৩২। ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, পৃ: ৩৯৯ প্রাগুক্ত।

৩৩। বিদেশী বণিকদের সহায়তাকারী দেশী দালাল- মুৎসুদ্দী শ্রেণী অভূতপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। বিদেশীরা এদেরকে বলতো বেনিয়া বা বানিয়া।' বাংলাদেশের ইতিহাস' দ্বিতীয়খণ্ড, পৃ: ১১, প্রাগুক্ত।

৩৪। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ ভূমিকা পৃ: ১১, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের কাব্য : শব্দালঙ্কার

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের কাব্য : শব্দালঙ্কার

'সৌন্দর্যম অলঙ্কার' ।১ লৌকিক বাস্তব বা বহির্বাস্তব কবির সৌন্দর্য-চেতনার স্পর্শ পেয়ে অন্তর্বাস্তবে কাব্যবস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এই সৌন্দর্য অপরের অগম্য, অবোধ্য। কিন্তু যখন কাব্যগত অর্থ ও ধ্বনিকে আশ্রয় করে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে, তখন পাঠক, সহৃদয় সামাজিক তাকে চিনে নেয়, উপভোগ করে। কাব্যত্বের সাথে এই সৌন্দর্যের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, আর যেহেতু সৌন্দর্যই অলঙ্কার, সেহেতু সৌন্দর্যাতিশয়িত অলঙ্কার কাব্যের প্রাণমৌল। সৌন্দর্যাতিশয়তা শব্দাশ্রয়ী (Sound) হলে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ইত্যাদি), অর্থা শ্রেয়ী হলে অর্থালঙ্কার (উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, বিরোধ, অপ্রস্তুত প্রশংসা ইত্যাদি) অভিধায় চিহ্নিত হয়। ভারতচন্দ্র কবি মূলতঃ শব্দালঙ্কারের কবি। অর্থাৎ ভারুচন্দ্রের শ্রবনেন্দ্রিয় অবিরাম সতর্ক থেকে বস্তুজগতকে কাব্যলোকের পথ দেখিয়েছে। অবশ্য অর্থের চারুত্ব বা সৌন্দর্য তাঁর কাব্যে নিষ্প্রভ নয়, তবু শব্দালঙ্কারই তাঁর সুয়োরানী। কবির এই শব্দাশ্রয়ী সৌন্দর্যাতিশয়তা বুঝে নেয়ার জন্য শব্দালঙ্কারকে আমরা এরকম বিভাজন করেছি;-

১। অনুপ্রাস ১. ক বৃত্ত্যনুপ্রাস ১. ক.১ একটি মাত্র ব্যঞ্জন ধ্বনির দুইবার বা বহুবার পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস ১.ক.২ যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে, ক্রমানুসারে ব্যঞ্জনগুচ্ছের বহুবার ধ্বনিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস; ১.ক ৩ স্বরূপানুসারে ব্যঞ্জনগুচ্ছের মাত্র দুবারের আবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস; ১.খ. ছেকানুপ্রাস, ১.গ. অন্ত্যানুপ্রাস, ১. ঘ আদ্যানুপ্রাস, ১ঙ. সর্বানুপ্রাস, (২) যমক, (৩) শ্লেষ।

১। অনুপ্রাস :

বিচিত্র পরিসরে, কাছে থেকে কবি ভারতচন্দ্র জীবনকে দেখেছিলেন, জীবনের ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছিলেন তীর্যক দৃষ্টিতে, আহত হয়েছিলেন গভীরভাবে। শ্রেণী বিভক্ত সামন্ত সমাজের উঁচুতলার বীরসিংহ, মানসিংহ, জাঁহাঙ্গীর, ভবানন্দ, বিদ্যা-সুন্দর, কোটাল, বখশী যেমন তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে তেমনি নীচু তলার প্রান্তিক চাষী শিব, পার্বতী, হীরা মালিনী, ঈশ্বরী- পাটুনী, হরিহোড়, বিষ্ণুহোড়, পদ্মিনী, ঘড়িয়াল, অন্ধ, বধিরও তাঁর চেতনার স্পর্শে শিল্পজগতের নাগরিকত্ব লাভ করেছে:- গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতার কারণে নয়, জীবনের অমোঘ প্ররোচনা ও সংকেতে কবি এদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে বিবর্ণ বিষণ্ন প্রসঙ্গটি যখন যাপিত, বাহিত অস্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। অন্নদামঙ্গলে হর-পার্বতী, বিষ্ণুহোড়- পদ্মিনীর গার্হস্থ্য প্রতিবেশ দেবতা বা দৈবসমাজের নয়- একান্তভাবেই এসব মানুষ অষ্টাদশ শতকীয় বিধ্বস্ত অনুর্বর বাসবভূমির অঙ্গ-উপাদান,। অনুপ্রাসন ক্রিয়া লৌকিক জীবনের এই উঠোন কবিতাভবনে রূপান্তরিত করেছে। ধ্বনির বিচিত্র ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্তি কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়তা দান করেছে। কবির উদ্দেশ্য এখানে

Dhaka University Institutional Repository

দেবার্চনা নয়- যে জীবন তুচ্ছতার, অবহেলার, ঔদাসীন্যের তাকেই ধ্বনিতে ধরে রেখে কালের পটে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা চিহ্নে উদ্যত করে অমর করে তোলা। জিজ্ঞাসাটি যে তীক্ষ্ণ দহন শক্তি সম্পন্নত্ব ৮। বোঝা যায় ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা অভিযোগে।২ নিবাত- নিষ্কম্প, মহাযোগী, রুদ্র-ভয়ঙ্কর শিবের বেদিয়ার বেশ বিদগ্ধজনকে আহত করেছে। কিন্তু ভারত -সমাজ - জীবন পরিপ্রেক্ষিত অনুসরণ করলে সহজেই বোঝা যায়, রুদ্রকে অসম্মান করেননি এই কবি, জীবনের নিষ্ঠুর নিয়তিকেই এই কবি প্রশ্নে উত্থাপন করেছেন মাত্র। জীবনের রূপ কেন নির্মম শৈত্যে নিষ্প্রভ- ভিতরের এই জিজ্ঞাসা ও এতদসংক্রান্ত চেতনাপ্রবাহ, যা পাঠকের কাছে অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত তাকে ধ্বনিপ্রবাহে চিহ্নিত করেছেন।

১.ক.১ : একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির দুইবার বা বহুবার পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্ট বৃত্ত্যনুপ্রাস : বিভিন্ন বিষয়ানুষঙ্গে বৃত্ত্যনুপ্রাসের এই ভঙ্গিটি অনুসরণের চেষ্টা করছি :-

নির্বিত্ত শিব-সংসারে তীক্ষ্ণ কথার খোঁচায় শিবানী ক্ষুব্ধ। তাঁর ধারাল রসনার ততোধিক ধারাল ভাষায় অষ্টাদশ শতকীয় প্রান্তিক কৃষকের ক্রুদ্ধ কৃষক -বধূ আত্মপ্রকাশ করে- উন্মোচিত হয় জীবনের বিবর্ণ, নিষ্ফল রূপ, পাবর্তী উচ্চারিত ধ্বনিতে ঘৃণা তিক্ততা-লজ্জা- ক্ষোভ ও ব্যঙ্গের বেদনাবিদ্ধ চাবুক শপাং শপাং শব্দে যুগ-সমাজ-জীবনকে সজাগ করে তোলে-[১] সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি' ছোট পুত্র কার্তিক 'ছয়মুখে খায়' এবং 'উপায়ের সীমা নাই ময়ুরে উড়ায়'। চণ্ডীর নিষ্ঠুর আক্রমণ- 'উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন' 'ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ'। যুগ, জীবন, সমাজ ও নিয়তির কাছে তাঁর জিজ্ঞাসা 'কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া'। বিষণ্ন:ময়তার সমূর্ত প্রকাশ -তাঁর তৈলহীন চুলে জটা ধরেছে, অঙ্গ ফেটে গেছে, শাঁখা-শাড়ি-সিন্দুর- চন্দনের সামান্য সাধটুকু পূরণ হয়নি। কৃষক বধূর ধূসর বাস্তবতা ভারতচন্দ্রের হাতে যেভাবে কবিতা হয়ে উঠেছে তা পৃ : ভা.গ. ৫৮/৫-৮, ৫৯/৩-৯,৬০/৩-৬ পঙক্তির অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় লক্ষ করা যাক।

পৃ : ভ.গ. ৫৮/৫-৮ পঙক্তির অনুপ্রাসন ক্রিয়া :

পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া :

৫ : স$^{২}_{৪}$; ম$^{২}_{৩}$; র/ড়$^{২}_{১,১}$; প$^{২}_{৪}$:

৬ : র$^{২}_{১১}$; স$^{২}_{৮}$; ন$^{২}_{৪}$; ক$^{৪}_{১,৩,১}$:

৭ : ও$^{২}_{১}$; য়$^{২}_{১}$; ও$^{২}_{৪}$:

৮ : ক$^{৩}_{১,১,১}$: স$^{২}_{১}$:

পৃ: পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া :

ভা.গ ৩ : ছ$^{২}_{১}$: ও$^{২}_{১,০}$; ক/খ$^{৪}_{১,৪,৩}$; য়$^{২}_{১,৫}$;

Dhaka University Institutional Repository

৫৯

৪ : য$^{৩}_{৫.২}$; র/ড়$^{৩}_{৫.০}$; ম$^{২}_{১}$:

৫ : প$^{৩}_{৫.১}$; ত$^{২}_{৩}$; ন$^{২}_{২}$

৬ : ম$^{২}_{০}$

৭ : ক$^{২}_{৪}$; ব$^{২}_{১}$; ট$^{২}_{১}$ (কেটে কেটে, ছেক) ; র/ড়$^{২}_{৪}$:

৮ : ল$^{৩}_{৩.৫}$; ট$^{২}_{৫}$; গ$^{২}_{০}$:

৯ : শ/ স$^{৩}_{১.১}$; র/ড়$^{২}_{৩}$; ন$^{৪}_{৩.১.১}$ (ন্দ, ছেক) ; দ$^{২}_{৩}$

পৃ:

পৃ: ভা.গ. চরণ

৬০ ৩ : ন$^{৯}_{৫.৪.২.৯}$; র$^{৫}_{১.৪.৮.২}$ জ/য$^{৩}_{৭.১}$; স$^{৩}_{৪.১৬}$;

ব$^{২}_{১}$; ত$^{৫}_{১.৭.২.৩}$ (ন্ত, ছেক) :

৪ ব$^{৪}_{১৭.১.২}$; প$^{২}_{১৮}$; ন$^{৯}_{১.২.৯}$; র$^{৪}_{৪.২.৯}$; জ$^{২}_{৮}$; ষ/স$^{২}_{১}$

৫ : স$^{৪}_{১০.১.১০}$; ক$^{২}_{৪}$; ল$^{৩}_{৬.৪}$; ন$^{৩}_{১.১০}$; য$^{৪}_{২.৪.৬}$

৬ : ত$^{৩}_{১.০}$; ন$^{৩}_{২.০}$; ক/খ$^{৫}_{০.০.২.৩}$

জিজ্ঞাসা অনুষঙ্গে 'ক' ধ্বনি স্বল্প ব্যবধানে ৪ বার আবৃত হয়েছে। (পৃ : ভা. গ. ৫৮/৮ পঙক্তি) ৫৮/৫-৮ পঙক্তিতে কোথাও স,ম,প,ন,য়,ত দুই এর অধিকবার আবৃত্ত হয়নি। ৫ পঙক্তিতে র/ড় তিনবার এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙক্তিতে দুইবার করে উপস্থিত হয়েছে। পঞ্চম পঙক্তিতে 'সম্পদ' বুড়া গরু' 'পুঁজি' ব্যঙ্গ প্রবণতায় বৈপরীত্য সূচক, স,ম, র,প ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ও বৈসাদৃশ্য চেতনাভূমির এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে কাব্যত্ব দান করেছে। ৫৯/৪ পঙক্তিতে 'উপায়ের সীমা নাই' ও 'ময়ূরে উড়ায়' কথার বৈপরীত্যজাত ক্ষতচেতনা য়,র,ম ধ্বনির অনুপ্রাসন ক্রিয়ার লৌকিক রূপ থেকে অলৌকিকে স্থান করে নিয়েছে।

ভিক্ষুক-জীবনে মহাদেবও বিধ্বস্ত - 'উচ্চ লোকে নীচ ভাষে' ঘরের ঘরনীও চণ্ডী: অস্তিত্ব ধূসর, নিরর্থক, অসহ- 'নারী স্বতন্তরা' 'সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সবর্বস্ব লয়' বৃদ্ধকাল, 'রোজগার/ চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার' জানা নেই: ভিক্ষার চাল নাই, নাই, খাই, খাই ঘোচেনা: স্বগতভাবে নিজেকেই প্রশ্নবানেবিদ্ধ করে, 'কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া' (৬০/৩ চরণ)। ক্ষুধায় দেহ কাঁপে, অস্তিত্ব ধ্বসে পড়ে, সমাধান নেই। ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে, দশজনের সমাজের করুণা কুড়াতে বৃদ্ধ মানুষটি পথে

Dhaka University Institutional Repository

নেমে আসে। পথের শিশু আর কিশোরের নিষ্প্রাপ চোখে এই ধ্বসে যাওয়া মানব রূপান্তরিত হয় বেদিয়া পাগলে:-

"দূর হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা।।
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।।
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল।।
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও।।
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া।।
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল।।
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই।।"

(৬৫/৯-২২)

পাঠক স্পষ্ট দেখতে পায় এক পাল শিশু-কিশোর পথের বুকে হৈ চৈ করে ছুটছে, ঘিরে ধরছে অনাহারক্লিষ্ট, সংসারছিন্ন এক বৃদ্ধ মানবকে, কেউ কেউ শিশু ডমরু- গাল বাজিয়ে নাচতে বলছে, কেউ বা কপালে আগুন জ্বালাবার ও সাপ খেলানোর বায়না ধরছে, কেউ বা জটা থেকে জল বের করতে বলছে, কেউ ছাই ধূলো -মাটি ছুঁড়ে দিচ্ছে- কৌতুকপ্রিয় শিশু মন আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। লক্ষনীয়, ১১-১৭ পঙক্তির আদিতে 'কেহ বলে' পদগুচ্ছ বারবার ফিরে এসেছে- যেন কৌতুক কথকের কণ্ঠস্বরে অবিরাম ঝরে পড়ছে বিমূঢ় জীবন কথা। ব্যঙ্গ ব্যর্থতার তীক্ষ্ণ কাঁটা এই অসহায় মানুষটিকে বিরতিহীনভাবে ক্ষতবিক্ষত করছে। অনুপ্রাসন ক্রিয়াতেও কম্পশীল ঘোষ ধ্বনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে :- উদ্ধৃত পঙক্তি গুচ্ছের অনুপ্রাসন ক্রিয়া :-

পৃ: ভা.গ : পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া :

৬৫ : ৯ : $র^{২}_{১}$; $হ^{২}_{৩}$; $শ^{২}_{২,১}$

: ১০ : ব$^{:}_{;}$;ল$^{:}_{১}$;:$^{:}_{;}$; গ$^{:}_{১}$: (ঙ্গ-ছেক)

১১: ক$^{২}_{৮}$: ত$^{৩}_{৩,০}$; ল$^{২}_{০}$:

১২ : ক/খ$^{৩}_{৬,২}$; ব$^{২}_{০}$; ল$^{২}_{৪}$:

১৩ : ক$^{২}_{৯}$: হ$^{২}_{৪}$; ব$^{২}_{৫}$; ল$^{২}_{৮}$; জ$^{২}_{৭}$; র$^{২}_{১}$:

১৪ : ক/খ$^{৩}_{৬,০}$; ল$^{৪}_{১,২,১}$;

১৫ : ক$^{২}_{৫}$: ব/ভ$^{৩}_{০,৭}$; ল$^{:}_{১}$:

১৬ : ব$^{২}_{৪}$: গ$^{২}_{১}$:

১৭ : ক/খ$^{২}_{৬}$; ব$^{২}_{৭}$: ল$^{২}_{৫}$:

১৮ : য়$^{৩}_{১,২}$:

১৯ : দ/ধ$^{২}_{১}$; র$^{২}_{০}$; ফ$^{২}_{১}$; ল$^{২}_{১}$ (ফুল ফল; ছেক)

২০ : :$^{২}_{৫}$; গ$^{২}_{৫}$; প/ফ$^{২}_{২}$ (ঙ্গঁ : ছেক)

২১ : র$^{২}_{০}$; ণ$^{২}_{৪}$; হ$^{২}_{০}$; স$^{২}_{২}$:

২২ : দ$^{২}_{১}$; ন$^{৪}_{১,১,৪}$; ব/ভ$^{২}_{১}$; ল$^{২}_{০}$:

ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার

পঙক্তি	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
ঘোষ	৪	৮	৫	৪	১০	৪	৫	৪	৪	৩	৬	৪	৬	১০
অঘোষ	৩	০	২	৩	২	৩	২	০	২	০	২	২	২	০

ঘোষ ধ্বনি ৭৭ বার এবং অঘোষ ধ্বনি ২৩ বার আবৃত্ত হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় বন্ধুর জীবনের মত, ধ্বনিপ্রবাহেও উত্থান- পতনের জটিল বঙ্কিম গতি ক্রিয়াশীল। ১০, ১৬, ১৮, ২২ পঙক্তিতে অঘোষধ্বনি আবৃত্ত হয়নি। ঘোষতা প্রবলতর। ঘোষ ধ্বনির ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১০ ইত্যাদি অসম আবৃত্তি রেখা ধ্বনি প্রবাহেও অসরলতা সঞ্চার করে। আবার ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির ভিত্তিতে ৯, ১২, ১৪ পঙক্তি সদৃশ, ১১ ও ১৫ সদৃশ, ১৭ ও ২০ সদৃশ। ঘোষ/অঘোষের পারিস্পরিক ক্রিয়া উঁচু নীচু প্রেক্ষিতেই এখানে সম্পন্ন হয়েছে। এক কথায় শিব-জীবনের ভাষা শিব-জীবনেরই প্রতিকল্প। দেহগত এই মানবকল্প অস্তিত্ব নিয়ে শিব বিব্রত ; সেকারণে মৃত্যুই প্রার্থিত বিষয়ে পরিণত হয়। বিষয়টির কাব্যিক রূপ, ৬৭/৩-৪ চরণের অনুপ্রাসনে ধ্বনি প্রবাহ ভয়ংকর রকম কম্পনশীল, যেন

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্বের ভিতরটা ছিঁড়ে ফুঁড়ে স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে বেড়িয়ে আসছে। ৬৭-৩ চরণে ঘোষ ১৭, অঘোষ ২, ৬৭/৪ চরণে ঘোষ ১১, অঘোষ ১০ বার আবৃত্ত। (৬৭/৩ চরণ) 'ঘরে অন্ন নাহি যার/ মরণ মঙ্গল তার/ তার কেন বিলাসের সাদ'। চরণটি যে ভাবকে দ্যোতিত করে তা নিশ্চয়ই শীতল স্বভাবী নয়, অন্তর্বাস্তবের প্রবল ঝড় এই ধ্বনিগুচ্ছের জনয়িতা। শুধু শিব ঠাকুরই অন্নহীন নন, সমগ্র প্রতিবেশই উপবাসী, যেখানে যান অনাহারী শিব সেখানেই শুনতে পান ক্ষুধায় বিধ্বস্ত প্রাণের আর্তনাদ-

'কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।

অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল

কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।

কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া'। (৬৬/১-৪ পঙক্তি)

১৭৩৭ সালের ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, ১৭৫২ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বিবেচনায় রাখলে, বাস্তব অর্থেই উদ্ধৃত পঙক্তি চতুষ্টয়ের ভাববস্তু সত্য বলে গ্রাহ্য হবে। বেদনাদগ্ধ এই পরিস্থিতির কাব্যরূপের (৬৬/১-৪ পঙক্তি) অনুপ্রাসন ক্রিয়া এরকম-

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা

পঙক্তি ১ ২ ৩ ৪

ঘোষ ৪ ৫ ৫ ৪

অঘোষ ৩ ০ ৪ ২ (৬৬/১-৪ পঙক্তি)

আবৃত্ত ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির হার ৬৬.৬৬%/৩৩.৩৪%

ক্ষুধার্ত প্রতিবেশে কম্পিত অস্তিত্বকে চিহ্নিত করেছে অনপ্রাসিত কম্পনশীল ঘোষ ধ্বনি। অঘোষ ধ্বনি পশ্চাৎপটে থেকে কম্পনের আনুভৌতিক তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পিতৃগৃহে গমনোদ্যত চণ্ডীকে যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে পদ্মাবতী সখী উপদেশ দেয়, তার মধ্যে প্রতিবেশের মর্মসার ফুটে উঠে। পণ্যবাজারে অপাঙক্তেয় সংস্কৃত -বিদ্যা অর্জন করে ভারতচন্দ্র তিরস্কৃত হয়েছিলেন, ভ্রাতাদের বিরস মুখ দেখেছিলেন, তাঁর কিশোরী বধূ হয়ত একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল- অলক্ষ্মী আত্মজায় জনক জননী বিমুখ, প্রতিবেশী বিমুখ- এই বাস্তবতাকে মূর্ত করে তোলে ৬১/৮-১০ চরন ত্রয়ীর (দেখিয়া বাঙ্গালী.....লক্ষ্মী ছাড়া) যে অনুপ্রাসিত ধ্বনি তার বিন্যাস এরকম। :-

পৃ: চরণ : অনুপ্রাসনক্রিয়া

৬১ : ৮ : দ$^{৩}_{৮.৭}$; গ$^{২}_{৫}$; ল$^{২}_{৫}$; ব$^{৩}_{১.৭}$; ন$^{২}_{২}$:

" : ৯ : জ/য$^{৩}_{৪.৬}$; ন$^{২}_{০}$; শ/স$^{৩}_{৫.৪}$; ব/ভ$^{৪}_{২.১.২}$:

Dhaka University Institutional Repository

" : ১০ : ব$^{২}_{১১}$; ন$^{২}_{৬}$; জ/য$^{২}_{১০}$; ম$^{২}_{৩}$; স/ষ$^{৩}_{৩.২}$; দ$^{২}_{০}$; ক/খ$^{৩}_{১.০}$:

৮ম চরণে দ, গ, ল, ব, ন অনুপ্রাসিত সবগুলো ধ্বনি ঘোষ : দ দীর্ঘ, গ স্বল্প ন সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবৃত্ত : ক এর পদক্ষেপ হ্রস্বও দীর্ঘ। প্রথম ও দ্বিতীয় পদের অন্তে ল সাদৃশ্য সূচক ধ্বনি প্রবাহ সৃষ্টি করেছে। ক ধ্বনি স দ ন এর পরিমণ্ডলে স্বতন্ত্র আচরণে অনুভবগম্য প্রবাহের জন্ম দেয়। ৯ম চরণে আবৃত্ত শ/স অঘোষ, আবৃত্ত অন্যগুলো ঘোষ। তিনটি চরণেই অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় ঘোষ ধ্বনি অধিকহারে অংশ গ্রহণ করেছে। পুনরাবৃত্ত ঘোষ/অঘোষের হার ৮ম ৯ম, ১০ ম চরনে যথাক্রমে ১২/০, ৯/৩, ১০/৬। ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির শতকরা হার: ৮ম চরণে ঘোষ ১০০% ৯ম চরনে ঘোষ ৭৫%, দশম চরণে ৬২.৫%। ৮৫/১৭-১৯ পঙক্তিতে (চিরদিন তপস্যায়..... যাহা চাও) তপস্যাজর্জর দেব সমাজকে অন্নপূর্ণা যে স্নেহার্দ্র উক্তি করেছেন, তা স্ব-সমাজের প্রতি কবিরই স্বগতোক্তি: বর দিবেন, কিন্তু তার পূর্বে ক্ষুধার্ত দেহমনের ক্ষুধা দেবীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে- এ ভাবনাটি দেব লোকের কিনা জানিনা, কিন্তু নরলোকে বিবেকী মানুষ এভাবে চিন্তা করে, একথা সুনিশ্চিত। 'এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও'- চিরকালের স্নেহ পীড়িত, কোমল করুণ মাতৃকণ্ঠ এখানে শোনা যাচ্ছে। সর্বকালে, সর্বদেশে জননীর বাৎসল্য পিপাসিত বুক সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে: আদুরে গলায়, স্নেহ -স্নিগ্ধতায়, উষ্ণতপ্ত দেহকে ভরে দিয়েছে। ভাবগত এই আবহমণ্ডল অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহ মৃদু স্বভাবে ধারণ করেছে। পঙক্তি চতুষ্টয়ের অনুপ্রাসন ক্রিয়া :-

ভা.গ. পৃ : ৮৫ : পঙক্তি ১৭ ১৮ ১৯ ২০

ঘোষ	৪	২	৪	৪
অঘোষ	২	৬	৬	২

অনুপ্রাসিত ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির ভিত্তিতে ১৭ ও ২ পঙক্তি সদৃশ, অনুপ্রাসিত অঘোষ ধ্বনির বিচারে ১৮ ও ১৯ পঙক্তি সদৃশ।

অন্নদার জরতী বেশেও (১২৯/১-৮, ১১-১৩, ২৬-২৯, ১৩০/১-৬ পঙক্তি) জীবনের দেউলে রূপ প্রমূর্ত - পরিধানে 'শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা' মাথায় ঝুপড়ি, হাতে লড়ি, পিঠে কুঁজ ' 'ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু কান ঢেকে যায়'- উকুন ভর্তি চুল পাগলের মত চুলকাচ্ছে - এক মানবিক সমাজের এক পরিচিত বৃদ্ধ। গভীর মনোযোগ সহকারে এই বৃদ্ধ রমনীর প্রতিটি দেহ-রেখা, শ্বাস প্রশ্বাসের উঠা-নামা, অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া, বাগভঙ্গি ভারতচন্দ্র অনুসরণ করেছেন, সমস্ত কার্যক্রম যেন পাঠকের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে: দৃশ্য পটটি যে অতীতের কালো অক্ষরে রচিত, পাঠক তা একবারও মনে করতে পারেনা। তার মুখে যে গভীর বাসনাতরঙ্গায়িত শব্দ শুনা যায়, সেটিও চিরকাল এই বয়সের এই মেজাজের মানুষ উচ্চারণ করে এসেছে- ''বাঁচিতে বাসনা নাই

Dhaka University Institutional Repository

মরিবারে চাই।/ কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই।" 'মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া।/ তোর মনে আমি বুঝি এখনি মরিব।/ সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥" ইত্যাদি পঙক্তি জরতী অন্নদাকে অক্ষরের ফ্রেম থেকে জীবন্ত ভাবে মানবিক পটভূমিতে স্থাপন করে। তার চারিত্র্য, মেজাজ-মর্জি, জরা-ব্যাধি, পক্ককেশ, পঙ্গু দেহ, ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে একেবারে পাঠকের চোখের কোলে এসে কথা বলতে শুরু করে, প্রতিটি ক্রিয়ায় ও প্রাণধর্মিতায় স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। আলোচ্য অংশের অনুপ্রাসিত ধ্বনির প্রবাহ লক্ষ করা যাক।

প: ১২৯ পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া

১ : ট$^{২}_{২}$; র/ড়$^{৩}_{৩.১}$; ন$^{২}_{৫}$:

২ : স/ষ$^{২}_{৮}$; ন$^{২}_{৯}$; ক$^{২}_{৩}$; ট/ঠ$^{২}_{৬}$:

৩ : প/ ফ$^{২}_{৩}$; ল$^{২}_{৪}$; র/ড়$^{৩}_{১.৩}$ হ$^{১}_{০}$:

৪ : র$^{২}_{৪}$; ব$^{২}_{২}$; স$^{২}_{৩}$:

৫ : ট/ঠ$^{২}_{৪}$; ক$^{৩}_{৪.২}$; থ$^{২}_{০}$:

৬ : ভ$^{২}_{৫}$; র/ড়$^{২}_{৩}$; ট/ঠ$^{২}_{৭}$:

৭ : ক$^{৩}_{২.৫}$; র/ড়$^{২}_{২}$:

৮ : চ$^{৩}_{৭.৩}$; ক/খ$^{৩}_{০.৭}$; দ$^{২}_{০}$; ল$^{২}_{৩}$:

১১ : ক$^{৩}_{৫.০}$; ল$^{২}_{৬}$:

১২ : প$^{৩}_{১.৩}$; ত$^{২}_{১}$; ব/ভ$^{২}_{০}$; ক$^{২}_{২}$; হ$^{২}_{১}$:

১৩ : ব$^{৩}_{২.৫}$; চ$^{২}_{৯}$: ন$^{২}_{০}$: র$^{২}_{১}$:

১২৯ ১৪ : ক/খ$^{৩}_{৪.০}$; ম$^{২}_{১}$; ব/ভ$^{৩}_{০.০}$

২৬ : ণ/ন$^{২}_{৫}$: ট$^{২}_{৩}$; ক/খ$^{২}_{৬}$:

২৭ : র$^{২}_{৮}$; ম$^{৩}_{১.৪}$; ন$^{২}_{৪}$; ব$^{২}_{৫}$:

২৮ : স$^{২}_{৭}$; ক/খ$^{২}_{৯}$: ম$^{২}_{২}$; ব$^{৩}_{১.৪}$

২৯ : দ/ধ$^{৩}_{০.১০}$; র/ড়$^{৩}_{১.১}$:

ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ১২৯ পঙক্তি ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ : ৬ : ৭ : ৮ : ১১ : ১২ : ১৩ : ১৪

ঘোষ ৫ : ২ : ৭ : ৪ : ০ : ৪ : ২ : ৪ : ২ : ৪ : ৭ : ৫

অঘোষ ২ : ৬ : ২ : ২ : ৭ : ২ : ৩ : ৬ : ৩ : ৭ : ২ : ৩

পৃ : ১২৯ পঙক্তি : ২৬ : ২৭ : ২৮ : ২৯

ঘোষ : ২ : ৯ : ৫ : ৬

অঘোষ : ৪ : ০ : ৪ : ০

পৃ : ১৩০ পঙক্তি : অনুপ্রাসনক্রিয়া : ঘোষ : অঘোষ [আবৃত্তির সংখ্যা]

১ : য$^{২}_{৩}$; ল$^{৩}_{১,২}$: ৫ : ০

২ : ক/খ$^{২}_{৩}$; র/ড়$^{৪}_{৩,৩,১}$; গ$^{২}_{১}$: ৬ : ২ [গুড়ি গুঁড়ি ছেক]

৩ : শ$^{২}_{২}$; ল$^{৩}_{৪,৩}$; ক/খ$^{৫}_{০,২,১,১}$; জ$^{২}_{৩}$: ৫ : ৭ [কুঁজা কুঁজে : ছেক]

আবৃত্তির সংখ্যা

পৃ : পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া	ঘোষ	অঘোষ
১৩০ : ৪ : ক$^{২}_{৯}$: ব$^{২}_{৮}$; য/জ$^{২}_{৪}$;	৪	২
: ৫ : ক$^{৫}_{১,৫,,১,১}$; ন$^{২}_{৭}$;		
র$^{২}_{২}$; ল$^{২}_{১}$ [কৈল কালা : ছেক] :	৬	৫
: ৬ : র/ড়$^{৩}_{১,৪}$; ব$^{৩}_{১,২}$; ল$^{২}_{৪}$:	৮	০

ধ্বনি প্রবাহের গতি জটিল, বঙ্কিম, বন্ধুর। ঘোষ থেকে অঘোষে, অঘোষ থেকে ঘোষে দ্রুত উত্তীর্ণ হয় প্রবাহ বৈচিত্র্যবহুলতা অর্জন করেছে। পঙক্তিগুচ্ছে (১২৯/১-৮, ১১-১৪, ২৬-২৯) ঘোষ ধ্বনির প্রবাহের গাণিতিক ক্রম ৫,২,৭,৪,০,৪,২,৪ ; ২,৪, ৭,৫ : অঘোষ ধ্বনি প্রবাহের গাণিতিক ক্রম- ২,৬,২,২,৭,২,৩,৬। ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির ভিত্তিতে ৪ ও ৬ পঙক্তি সদৃশ, ১ ও ২ বিপরীত, ১২ ও ১৩ বিপরীত, ৩ ও ৫ বিপরীত। শুধুমাত্র ঘোষধ্বনির আবৃত্তির ভিত্তিতে ২,৭ ও ১১ সদৃশ, ৪,৬,৮,১২ সদৃশ। শুধুমাত্র অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির ভিত্তিতে ১,৩,৪,৬ ও ১৩ সদৃশ, ১১ ও ১৪ সদৃশ। ২৭ ও২৯ সদৃশ। বিচিত্র সম্পর্কের বুনন ক্রিয়ায় বাঁধা পড়ে অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহ বিচিত্র দিক দেশ সঞ্চারী হয়ে লৌকিক জরতীকে কাব্য লোকে আসন পেতে দিয়েছে। সে আসনের গায়ে লিপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে কবি কণ্ঠের কম্পিত সুর, ধ্বনি ঘোষময় নিনাদিত। (১৩০/১-৬) ঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ৬৮% অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ৩২%।

(১৩৯/১২-২২, ১৪০/৫-৮ পঙক্তি) অন্নদামঙ্গলে অনাহারী, অস্থিচর্মসার মানবী 'লতাবান্ধা পদ্মপাতে' 'মাথা আর স্তন' ঢেকে পাঠক ও সমাজের সামনে উপস্থিত হয়। 'গেঁয়ো লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার' 'মুখগন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি'। সমাজ শাসকের শোষণ, লুণ্ঠন, বঞ্চনা ঔদাসীন্য, অপমান ঢেউ এর বেগে এসে একটার পর একটা ভেঙ্গে পড়েছে এই ক্ষুদ্র মানবী অস্তিত্বের উপরে। রায়গুণাকর কবি এই মানবীকে কাব্যের বিষয় করে থেমে যাননি- সমাজের প্রথাচারিত দৃষ্টি, বোধবুদ্ধি ও রুচির উপরে শপাং শপাং শব্দে কষে চাবুক মেরেছেন। তার শব্দ অষ্টাদশ শতক থেকে বিশশতকের শ্রুতিপথেও উচ্চ নিনাদী। সংস্কৃত সাহিত্য ও কালিক সমাজ রুচিতে নারী জাতির মধ্যে 'পদ্মিনী' শ্রেষ্ঠ প্রজাতি বলে সংজ্ঞায়িত। মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যেও দেখা যায় পদ্মিনীর দেহ-সৌরভে ভ্রমর গুনগুন করে ছুটে আসে, ঠোঁটে বসে; নায়িকার সর্বায়ব ভ্রমর-স্পর্শে নায়ক-স্পর্শ অনুভব করে রোমাঞ্চিত হয়। বিষ্ণুহোড় পত্নী পদ্মিনীর কিন্তু গায়ে খড়ি, চুলে জটা, 'মুখগন্ধে মাছি উড়ে', অভিমানে, ক্ষোভে, দু:খে এই নারী মানুষের ছায়া মাড়ায়না, 'মনুষ্য দেখিলে পথে বনে যায়।' জীবনের এই অনাবৃত, কাঙ্গালী রূপ দেখে মনে হয় গঙ্গারামের উক্তি ও অসত্য নয়। পদ্মিনী যেন ১৭৫২ এর দুর্ভিক্ষ দগ্ধ বাঙালা সমাজের মানবী মূর্তি। অন্নদার আহবানে এই রমনী-অস্তিত্বের অন্ধকার থেকে জিজ্ঞাসা উঠে আসে - 'এমন দুখিনী আমি আমারে কে ডাকে।/ সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে।' কিভাবে এই জীবন অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহে ধরা পড়েছে তা অনুসরণ করা যাক—

পৃ : পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া	ঘোষ/ অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা	
১৩৯ : ১২ : ল$^{২}_{৩}$; ড়$^{২}_{০}$:	৪ :	০
: ১৩ : ত$^{২}_{৭}$; ন$^{২}_{১১}$; দ/ধ$^{৪}_{১.০.৬}$; প$^{২}_{২}$; চ/ছ$^{২}_{০}$:	৬ :	৬
: ১৪ : প$^{২}_{২}$; দ$^{২}_{০}$; ত/থ$^{৩}_{১.২}$:	২ :	৫
: ১৫ : ন$^{৩}_{০.১}$ ব$^{২}_{৩}$; র$^{২}_{৬}$; স$^{২}_{৪}$; ম$^{২}_{০}$:	৯ :	২
: ১৬ : য়$^{২}_{৩}$; দ$^{৩}_{৩.০}$; ন$^{২}_{০}$:	৭ :	০
: ১৭ : ত$^{২}_{৪}$; হ$^{৩}_{০.২}$; চ/ছ$^{২}_{৮}$:	৩ :	৫
: ১৮ : ম$^{২}_{১২}$; ন$^{২}_{৪}$; দ/ধ$^{৬}_{১.০.৩}$; র/ড়$^{২}_{২}$:	১০ :	০

Dhaka University Institutional Repository

: ১৯ : $দ^{২}_{৮}$: $ন^{২}_{০}$: $র^{২}_{৫}$:	৬	:	০
: ২০ : $র^{২}_{৪}$: $ল^{২}_{৫}$:	৪	:	০
: ২১ : $ম^{২}_{৩}$: $ন^{২}_{৬}$: $র^{২}_{২}$:	৬	:	০
: ২২ : $ন^{৩}_{৮,১}$: $য^{২}_{০}$: $ব^{২}_{১}$:	৫	:	২

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা

১৪০ পৃ : পঙক্তি ৫ ৬ ৭ ৮

ঘোষ ৬ ৪ ৫ ০

অঘোষ ৩ ৬ ৩ ৫

(১৩৯/১২-২২ পঙক্তি) ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা থেকে দেখা যায় ধ্বনিপ্রবাহ কম্পনশীল বক্রগতিতে চলেছে। ১২, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ পঙক্তিতে ঘোষ এবং ১৪, ১৭ পঙক্তি অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ প্রবণতর। ১৩ তে ঘোষ/অঘোষ প্রবাহ সমশক্তি সম্পন্ন, ১২, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ পঙক্তিতে অঘোষ ধ্বনি অনুপ্রাসিত হয়নি।

সহানুভূতিহীন সমাজ পটভূমিতে মানবিক অস্তিত্ব রূপায়নে ভারতচন্দ্রের অন্তর্বাস্তব সহানুভূতিহীন নিবাত নিষ্কম্প ছিলনা। বুকে ঢেউ জেগে ছিল- অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় দেখা যায় ঘোষ ধ্বনি ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১২, ১৮, ২১ পঙক্তির কথাবস্তু অগ্নিময় বেদনা, ধ্বনিও এখানে ঘোষময়।

১৪০/৮ পঙক্তিতে ধ্বনি প্রবাহ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাবী, অঘোষ। দু:খের ভারে অস্তিত্ব নিথর নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা চিহ্নায়নে মৃদু স্বভাবী ধ্বনি অনুপ্রাসিত হয়েছে। বিমুখ বাস্তবে যাপিত জীবনে কবি ভারতচন্দ্র দেখেছিলেন অর্থের দূর্মর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। সেকারণেই ভারতচন্দ্রের কাব্য চরিত্র বিষ্ণুহোড় যেদিন সম্পদে, বৈভবে সমাজের মাথার উপর দু'পা চড়িয়ে দিল সেদিন 'ঘটক পাইয়া ধন গাইল।/ বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর" আর "কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।/ নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥" ঘরে পুত্রবধূ হয়ে এল 'ঘোষবসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কণ্যা' সেই সাথে অমানবিক সমাজের সমস্ত অবয়বে ব্যঙ্গ কৌতুকের জ্বালা ধরা ঢেউ আছড়ে পড়ল।

অসংগঠিত সমাজের শিরা-উপশিরা কেটে কেটে, খণ্ড খণ্ড করে নির্মমভাবে এই কবি অচক্ষু রাষ্ট্র-সমাজ-বিধায়কের চোখে সেঁটে দিয়েছেন ঃ 'পতিনিন্দা' প্রসঙ্গে এসে। মঙ্গলকাব্যসমূহে 'পতিনিন্দা' কর্দমাক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

অস্বাস্থ্যকর, অশ্লীল যৌনাচারে আবর্তিত। বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম তার সাক্ষী। কিন্তু ভারতচন্দ্রে কেন্দ্রের পরিবর্তন হয়েছে জীবন ও কবির জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনের ফলে। সমাজের অব্যবস্থিতচিত্ততা কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তার জীর্ণ, শীর্ণ, দুষ্ট-নষ্ট চেহারা ধ্বনির অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় দগ দগে ঘা হয়ে ফুটে উঠেছে, গুণাকর কবির হাতে জ্বলে উঠেছে। অন্ধ-বধির-বৃদ্ধ বামন- বৈদ্য-পণ্ডিত-গনক-মুনশী-বখশী-উকিল-খাজাঞ্চি-পোদ্দার-দপ্তরী-ঘড়িয়াল-ক্ষীণকায়- স্ফীতোদর ইত্যাদি পতি শ্রেণীর এক একজন জীবন বিন্যাসে চূড়ান্ত অসঙ্গতির মানবিক চিহ্ন। কাব্যরসের রসিক যে যুবতী, তার পতি কালা। ফলে জীবনের ও কাব্যরসের চূড়ান্ত অসম্মান ঘটে। যে রস আবৃত্তির স্বরে ও সুরে, ধ্বনি মাধুর্যে উপভোগ্য, তাকে বোঝায় 'চুপ করি ঠারে।' এই কথা বস্তু বিধৃত পংক্তিমালার অনুপ্রাসন চিত্র এরকম-

ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা :

পৃ: ২৫৯ : পঙক্তি ১৫, ১৬, ১৭, ১৮

ঘোষ ৪ : ৭ : ৪: ৪

অঘোষ ৬ : ৪ : ২ : ২

মৃদুস্বরেই এই যুবতী দুভার্গ্যের কথা বলতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে মৃদুতার সাথে সংযুক্ত হয়েছে কম্পনশীলতা, ধ্বনিপ্রবাহে ঘোষময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫ নং পঙক্তিতে মৃদু স্বভাবী অঘোষ ধ্বনির প্রবাহ প্রবল। ১৬,১৭,১৮ পঙক্তিতে ঘোষ প্রবাহ প্রবলতর। অঘোষ ধ্বনি প্রবাহের শীর্ষ-চূড়া ১৫ নং পঙক্তি — অঘোষ ধ্বনি আবৃত্ত হয়েছে ছয়বার, ঘোষধ্বনি আবৃত্ত হয়েছে ৭ বার। ১৭, ১৮ পঙক্তিতে ঘোষ ও অঘোষ প্রবাহ সমতল পথে চলেছে। পঙক্তি ১৬ তে নিষ্ফলতার বেদনা, যুবতীর অস্তিত্ব ও কণ্ঠস্বরকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। 'ভরাপুরা যৌবন' যার, তার পতিও অন্ধ- সৌন্দর্যের প্রতি, নারী অস্তিত্বের প্রতি এ এক ভয়ঙ্কর রকম ক্রূড় কটাক্ষ- কবির নয়, সমাজের।

ভরাপূরা যৌবন উদাসে বাসি শুন্য

আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পূণ্য। (২৫৯/২৫-২৬ পঙক্তি)

বোধ করি ক্রূড় আঘাতে রমনী কণ্ঠ কম্পিত। অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় ধ্বনিও ঘোষময়, কম্পনশীল-অস্তিত্বের অন্তর্লোক থেকে বেরিয়ে আসার পথে স্বরতন্ত্রীকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে। পঙক্তি ২৫-এ ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা ৮/৩, ২৬ পঙক্তি ৭/৩। যুবতী জীবনে বৈদ্যপতি এক ভয়ঙ্কর কৌতুক। বৈদ্যমহাশয় 'নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ'। আর এই কবিরাজ স্ত্রীর যৌবন বেদনায়

Dhaka University Institutional Repository

'চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে-'। এই ব্যবস্থাপত্র অব্যবস্থিত সমাজ সংগঠনের। ফলে 'চতুর্ম্মুখের মাথায়' নয় শুধু, সমাজ-পতিদের মাথায়ও কবি অপমানিত যৌবনের হাত দিয়ে বজ্রাঘাত করেন।- 'বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়'। এই কথাবস্তুটির কাব্যগত বাণী রূপ—

'নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।/ আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বন॥/ চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দু:খ পায়।/ বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥'' উদ্ধৃত পঙক্তিগুচ্ছের অনুপ্রাসনক্রিয়া : (২৬১/৩-৬)

পৃ: ভা. গ.

২৬১ : পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া

৩ : ন[৪] ৫,২,৫; র/ড়[৩] ১,৭; স[২]; থ[২] (স্থানে স্থানে : ছেক)

৪ : ম[২]; ক[২]; ল[৩]:

৫ : ৩[২]; ম[২]; খ[৩]

৬ : জ[২]; র/ড়[৩] ১,৬; ক/খ[২]; ম[২];

ঘোষ /অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা

পৃ: ভা.গ. ২৬১ : পঙক্তি : ৩ : ৪ : ৫ : ৬

ঘোষ : ৭ : ৫ : ২ : ৬

অঘোষ : ৪ : ২: ৫ : ২

পঞ্চম পঙক্তিতে আবৃত্ত ঘোষধ্বনি প্রবাহ ক্ষীণ, ধ্বনি প্রবাহ মৃদু, অঘোষ ধ্বনির প্রবাহ প্রবল। কিন্তু ষষ্ঠ পঙক্তিতে অবরুদ্ধ আবেগ দেহের চৌহদ্দী ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে: সমগ্র অস্তিত্বে, ভিতর বাইরে ভয়ঙ্কর ভূকম্পন- 'বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়।' এবং এর ধ্বনিগত স্বভাবদান করেছে ঘোষ ধ্বনির প্রবলতম প্রবাহ।- ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির হার ৬/২। বৈদ্যপত্নীর জীবনগত বৈপরীত্যের সমান্তরাল চতুর্থ ও পঞ্চম পঙক্তির আনুপ্রাসিক বৈপরীত্য। ৪র্থ পঙক্তিতে ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির হার ৫/২, পঞ্চম পঙক্তিতে ২/৫।

Dhaka University Institutional Repository

রমণীদের হতাশা, তিক্ততার কারণ শুধু পতি দেবতার বয়স বা পেশা নয়, চরিত্র-ব্যক্তিত্বের গঠনগত বিচ্যুতিও। উকিলপতি মানব অস্তিত্বের ক্যারিকেচার; সে 'কিল খেতে দড়' 'স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে' একমাত্র গুণ, যে গুণটি সব সৎবিবেকী, সুস্থ মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করতে সক্ষম- 'সবেগুণ যত দোষ মিথ্যা দিয়া সারে'। ভারতচন্দ্র কবি ঘৃনার দোয়াতটি উকিলের মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন- একালে জন্মালে দুহাতে দোয়াত নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তেন, একালের আমলা ফয়লা, উকিল, মুৎসুদ্দি, দালাল, পুঁজিপতি, কমিশন ভোগীদের মুখে নিক্ষেপ করতেন। যে ঘৃণা অষ্টাদশ শতকের তা কালের সীমা ছাড়িয়ে একবিংশ শতকেও তীব্রতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। কবিও স্ব-কালের উঠোন পেড়িয়ে একালে এসে দাঁড়িয়েছেন।

পোদ্দারপতি- ''কহে আর রসবতী গাল ভরা পান/ পোদ্দার আমার পতি কৃপন প্রধান॥/ কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।/ চিনির বলদ সবে একখানি গুণ॥'' (২৬২/২৫-২৮)

'আমারে ভুলায় লোকে রাঙ্গ তামা দিয়া।/ সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া॥' (২৬৩/১-২)। মুহুরী পতি 'মফস্বল সরবরা কেমন না জানে।/ অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে॥/ জমা বাকী দেখে খরচেতে ভয়।/ পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়॥/'' (২৬৩/১১-৪)। দপ্তরীপতি- ''সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।/ পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যের পড়ায়॥ / হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়/ পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়॥'' (২৬৩/২৩-২৬)। কুলীনপতি- ''জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি॥/ দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।/ শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥/ সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।/ তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥'' (২৬৪/১০-১৪)। কবিপতি- '' মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।/ কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥/ পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।/ চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥/ কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।/ কত মতে করে রতি বলিহরি তার॥/ শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।/ কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥'' (২৬৪/১৭-২৪)।

কবিপতি পতিদেবতা সমাজের আবহে ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরের জন্ম দেয়। 'মহাকবি মোর পতি' শব্দগুচ্ছ যে অন্তর্বাস্তরের দ্যোতক, তা অহংবোধের গুরু গৌরবে দীপ্র। বুঝতে কষ্ট হয়না, ভারতচন্দ্র যখন 'গুণাকর' কবি হয়ে উঠেছিলেন, তখন কবি পত্নীর উচ্ছলিত বাগধ্বনি, মুখ- চোখ-দেহভঙ্গির প্রতিটি রেখা, প্রতিটি অভিব্যক্তি মেঘাবৃত অষ্টাদশ শতকীয় ধূসর, মলিন রমণী সমাজের উপর ভিন্নতর জীবনের ভিন্নতর আলোক সম্পাত করে। 'পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র' 'চালে খড় বাড়ে মাটি'। 'শাঁখা সোনা

রাঙ্গা শাড়ী' লৌকিক জীবনের এসব লোকিক উপযোগ-উপাদান কামশাস্ত্র ও কাব্যরসের অতল প্রবাহে তলিয়ে যায়। বিভিন্ন পতিদেবতা যেভাবে অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় কাব্যবস্তু হয়ে উঠেছে তা নিম্নে দেখানো হল।-

পোদ্দার পতি :

পৃ: ভা. গ. ২৬২ : পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া :

২৫ : র$^{৩}_{[illegible]}$; ব/ভ$^{২}_{৩}$;

২৬ : প$^{৪}_{১,২,১}$; দ/ধ$^{৩}_{১,১}$; র$^{২}_{১}$; ন$^{২}_{২}$

২৭ : ক/খ$^{৪}_{১,২,১}$; ন$^{২}_{১০}$; র$^{২}_{২}$

২৮ : ন$^{৩}_{১,১}$; ব$^{২}_{৩}$

ভা. গ. পৃ: ২৬৩ : ১ : ম$^{২}_{১০}$; র$^{২}_{৫}$; ল$^{২}_{১}$;

২ : শ/স$^{২}_{৪}$; দ/ধ$^{৩}_{৪,৩}$ ত$^{১}_{৫}$;হ$^{১}_{১}$

ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা

ভা. গ. পৃ : ২৬২ : পঙক্তি ২৫ : ২৬ : ২৭ : ২৮

ঘোষ ৫ : ৭ : ৪ : ৫

অঘোষ ০ : ৪ : ৪ : ০

ভা. গ. পৃ : ২৬৩ : পঙক্তি : ১ : ২

ঘোষ : ৬ : ৫

অঘোষ : ০ : ৪

ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির ভিত্তিতে ২৬২/২৫ ও ২৮ পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহ সদৃশ। অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির বিচারে ২৬২/২৬,২৭ ও ২৬৩/২ পঙক্তি সদৃশ। ২৬২/২৭ পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহে ঘোষ অঘোষে সমতা লক্ষ করা যায়।

নিকাশের মুহরী : ভা. গ. পৃ: ২৬৩/১০-১৪ পঙক্তি

পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া

১০ : র$^{৪}_{৫,২,৩}$

১১ : ম$^{২}_{৯}$: স$^{২}_{১}$: র$^{২}_{১}$: ন[illegible] :

১২ : দ/ ধ$^{৪}_{৩,৪,০}$; ক/ খ$^{২}_{২}$:

১৩ : ক/খ[illegible] : ব/ ভ$^{২}_{৭}$

১৪ : র[illegible] : ক/ খ$^{৪}_{১,৫,১}$

ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা

পঙক্তি : ১০ : ১১ : ১২ ১৩ : ১৪

ঘোষ ৪ : ৭ : ৪ : ২ : ৩

অঘোষ ০ : ২ : ২ : ৪ : ৪

আবৃত্ত ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ ১২ ও ১৩ পঙক্তিতে বিপরীত ধর্মী। অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির বিচারে ১১ ও ১২, ১৩ ও ১৪ সদৃশ। শুধুমাত্র। শুধুমাত্র ঘোষ ধ্বনি প্রবাহের বিচারে ১০, ১২ সদৃশ।

কুলীন পতি : ভা. গ. পৃ: ২৬৪/ ৩-১৪ পঙক্তি

পঙক্তি অনুপ্রাসন ক্রিয়া

৩ : র[illegible] : ম$^{৩}_{২,৪}$; ল$^{২}_{২}$

৪ : ব$^{৩}_{১,৪}$: চ$^{২}_{১}$: য়$^{২}_{১}$ (চেয়ে চেয়ে : ছেক)

৫ : দ$^{২}_{৭}$; ব$^{৩}_{২,৫}$:

৬ : ব[illegible] ; দ$^{২}_{০}$:

৭ : ব$^{২}_{১১}$; ল$^{২}_{১০}$: প$^{২}_{৩}$: ণ$^{২}_{৩}$; ড$^{২}_{৩}$ (পণ্ডিতে পণ্ডিতে : ছেক)

৮ : ব$^{৬}_{০,২,১,০,২}$: য়$^{২}_{৫}$:

৯ : ব$^{২}_{০}$: ক$^{২}_{৪}$; ছ$^{২}_{৩}$; স/ ষ$^{২}_{৫}$: ট$^{২}_{১,১}$:

১০ : জ/ য$^{২}_{১}$: ক$^{২}_{০}$:

১১ : দ$^{২}_{৭}$; র$^{৩}_{৩,৫}$; ব$^{২}_{৭}$: স$^{২}_{৩}$:

১২ : য়$^{২}_{৩}$; ক$^{২}_{৪}$: র$^{২}_{৮}$:ব/ভ$^{২}_{২,২}$:

১৩ : ত$^{২}_{১,১}$: র/ড$^{২}_{৫}$: দ$^{২}_{০}$:

১৪ : ম$^{২}_{২}$: ষ$^{২}_{৬}$: ট$^{২}_{৬}$; হ$^{২}_{৩}$; য়$^{২}_{১}$: (ষ্ট :- ছেক)

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা

পঙক্তি : ৩ : ৪ : ৫ : ৬ : ৭ : ৮ : ৯ : ১০ : ১১ : ১২ : ১৩ : ১৪

ঘোষ : ৮ : ৫ : ৫ : ৫ : ৮ : ৮ : ২ : ২ : ৭ : ৮ : ৪ : ৬

অঘোষ : ০ : ২ : ০ : ০ : ২ : ০ : ৯ : ২ : ২ : ২ : ৩ : ৪

উপর্যুক্ত তথ্য চিত্র স্পষ্ট সংকেত দেয় অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহ আভ্যন্তরীন বুনন ক্রিয়ায় ও একাধিক সম্পর্কে বাধা পড়ে সৌন্দর্যময় ধ্বনির জগৎ গড়ে তুলেছে এবং ভাববস্তুকে কাব্যবস্তুতে উত্তরণে ভাষিক জগতে অধিবাসিত করতে পেরেছে।

ঘোষ/অঘোষ উভয় ধ্বনিপ্রবাহের ভিত্তিতে পরস্পর সাদৃশ্য সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে : ৩ ও ৮ পঙক্তি

: ৫ ও ৬ পঙক্তি

: ৭ ও ১২ পঙক্তি

শুধুমাত্র ঘোষ ধ্বনি প্রবাহ পরস্পর সাদৃশ্য রচনা করে :

: ৩, ৭, ৮ ও ১২ পঙক্তি

: ৪, ৫, ৬ পঙক্তি

: ৯ ও ১০ পঙক্তি

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ পরস্পর সাদৃশ্য রচনা করে :

: ৩, ৫, ৬ ও ৮ পঙক্তিতে

: ৪, ৭, ১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে

৩, ৭, ৮, ১২ পঙক্তিতে ঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ৮

৪, ৫, ৬ পঙক্তি ঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ৫

৯, ১০ পঙক্তি ঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ২

৩, ৫, ৬, ৮ পঙক্তিতে অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার = ০

৪, ৭, ১০, ১১, ১২ পঙক্তিতে অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার ২

ঘোষ ধ্বনি প্রবাহের ভিত্তিতে ১১, ১৩, ১৪, পঙক্তি কারো সাথে সাদৃশ্য রচনা করেনি, অঘোষ ধ্বনির ভিত্তিতে ৯, ১৩, ১৪ কারো সাথে সাদৃশ্য মিল বন্ধন সৃষ্টি করেনি, পঙক্তিগুচ্ছের সামগ্রিক ধ্বনি প্রবাহে ১৩ ও ১৪ সঙ্গীহীন, অবশ্য পঙক্তিদ্বয়ের এক ধরনের বিপরীত/ বিসাদৃশ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৩ পঙক্তিতে ঘোষ ধ্বনি ও ১৪ পঙক্তিতে অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির হার সমান।

ধ্বনি প্রবাহের পারস্পরিক আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক যেমন যৌবন বতী কুলীন কন্যার বেদনা ব্যঙ্গ তিরস্কারকে কবিতায়নে সাহায্য করেছে তেমনি ধ্বনি প্রবাহের ধর্ম ও কথাবস্তুর প্রকৃতির পারস্পারিক সাযুজ্যে শিল্পায়ন ক্রিয়ায় এ ক্ষেত্রে বিবেচনার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আবৃত্ত ঘোষ/অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ বক্রগতিতে এক পঙক্তি থেকে আরেক পঙক্তিতে অগ্রসর হয়েছে এবং পঙক্তিগুচ্ছে সম্মিলিত ভাবে ঘোষ ধ্বনি প্রবাহ প্রবলতর। ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সামগ্রিক অনুপাত : ৬৮/২৬। ৩, ৫, ৬, ৮ পঙক্তিতে অঘোষধ্বনি আবৃত্ত হয়নি। যৌবন বহিয়া গেল (পঙক্তি ৪) বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই'' (পঙক্তি ৬;) যুবতী জীবনের নৈরাশ্যময় অস্তিত্ব ও নিষ্ফলতার দ্যোতক। নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতার ভাবনা কবি চিত্তে বা যুবতী মানসে ঢেউ তুলতেই উভয়ের সর্বাবয়ব কেঁপে উঠেছে এবং ভাবনাটির ধ্বনিরূপও স্বরতন্ত্রীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এখানে ভাবধর্ম ও ধ্বনিধর্ম সমান্তরাল ও সদৃশ। পঙক্তি নবমে অনুপ্রাসিত অঘোষ ধ্বনির প্রবাহ তুঙ্গে। অর্থাৎ এখানে ধ্বনি প্রবাহ মৃদুস্বভাবী। লক্ষনীয় ৩-৮ পঙক্তি পর্যন্ত ধ্বনি ঘোষময়, নিনাদী, নবমে এসে অনিনাদী। বস্তুজগতেও বিলাপিত মানুষ বেদনা প্রকাশ করতে যেয়ে কণ্ঠস্বরকে উচ্চ/নিম্নগ্রামের অসরল পথে চালিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যজগতে কুলীন কন্যার ধূসর জীবনের শুন্যতা ধ্বনির এই স্বভাবধর্ম অবলম্বন করেছে। অর্থাৎ শুন্যতার উপলব্ধি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে, ধ্বনি প্রবাহেও ঘোষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এই যন্ত্রণাকাতর উপলব্দি যখন নিস্তব্ধ পথানুসারী তখন ধ্বনি প্রবাহ মৃদু স্বভাবী অর্থাৎ অঘোষ। ১০ম পঙক্তিতে সমসংখ্যকবার আবৃত্ত ঘোষ-অঘোষ — 'জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি'তে কুল গৌরবের প্রতি ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম মৃদু হাসি নিক্ষেপ করে। ১১-১২ তে আবার অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহে ঘোষতা প্রবল হয়ে উঠেছে। ১৩-তে অঘোষ, ১৪-তে ঘোষ প্রবলতর। অতত্রব দেখা যাচ্ছে লৌকিক জগতের মতই কাব্যজগতে ভাবানুভূতি প্রকাশে ধ্বনিপ্রবাহ বন্ধুর পথ পরিক্রমণ করে। নিবিড়ভাবে জীবনসংলগ্ন থেকে কবিগুণাকর ধ্বনিপ্রবাহে জীবনের স্বভাব সংক্রামিত করেছেন।

কবিপতি : ২৬৪/১৭-২৬ পঙক্তি

পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া

১৭ : $ম^{২}_{৩}$; $ক^{২}_{৫}$; $র^{২}_{৪}$; $ত^{২}_{১}$:

১৮ : ক/ $খ^{৩}_{৫.৫}$: $ব^{২}_{৭}$; $র^{২}_{৪}$

১৯ : $ট^{২}_{৩}$; $ন^{৩}_{০.৮}$;

২০ : $ল^{২}_{৭}$; র/$ড়^{৪}_{১.৬.১}$; শ/ $স^{২}_{৪}$; ক/$খ^{২}_{৭}$;

২১ : $ক^{৪}_{৬.১.৩}$; শ/ $স^{২}_{০}$; $ত^{২}_{৩}$;

২২ : $ক^{২}_{৩}$; $ত^{৪}_{১.৩.৪}$; $র^{৪}_{০.৪.১}$;

২৩ : শ/$স^{৩}_{১.৪.}$; $ন^{৩}_{৫.২}$; র/$ড়^{৩}_{৩.২}$; ক/$খ^{২}_{১১}$;

২৪: $ক^{২}_{১}$; ব/$ভ^{৫}_{২.০.৩.৪}$; $র^{৩}_{৪.০}$:

২৫ : ব/$ভ^{৪}_{০.০.৪}$; $র^{২}_{৫}$;

২৬ : $র^{৩}_{১.৬}$; ব/$ভ^{২}_{২}$; $দ^{২}_{০}$

ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা

পঙক্তি ১৭ : ১৮ : ১৯ : ২০ : ২১ : ২২ : ২৩ : ২৪ : ২৫ : ২৬

ঘোষ: ৪ : ৪ : ৩ : ৬ : ০ : ৪ : ৬ : ৮ : ৬ : ৭

অঘোষ : ৪ ৩ : ২ : ৪ : ৮ : ৬ : ৫ : ২ : ০ : ০

Dhaka University Institutional Repository

১৭ পঙক্তিতে ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা সমান, ১৮ পঙক্তিতে প্রায় সমান। কবি পত্নীর কণ্ঠস্বর একেবারে উচ্চগ্রামে চড়ে বসেনি আবার খাদেও নেমে যায়নি। আসলে পতিগরবিনী কবি-পত্নী আনন্দ গৌরবের কথা- 'মহা কবি মোর পতি কত রস জানে।/ কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে'- বলতে শুরু করেছে সংযম- সৌন্দর্য শাসন মেনে নিয়ে। কখনো ভাবসত্যের আবহমণ্ডল মৃদুস্বর দাবী করে, যেমন, রসময় কাম শাস্ত্র ও বিচিত্র মিথুন ক্রিয়ার অনুষঙ্গ বাহী ২১ ও ২২ পঙক্তির কথাবস্তু। লৌকিক জগতে মানবিক আচরণের সদৃশ কাব্যগত ভাষিক জগতে ধ্বনির আচরণ। ২১ ও ২২ পঙক্তিতে অনুপ্রাসিত অঘোষ ধ্বনির প্রবাহ প্রবল অর্থাৎ ধ্বনি প্রবাহ অধিক মাত্র মৃদু স্বভাবী। বাস্তব জীবনেও বিষয়টি মৃদুস্বরেই যুবতীজন প্রকাশ করে। ২১ পঙক্তিতে ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা ০/৮, ২২ পঙক্তিতে ৪/৬, ১৯/২০/২৩ পঙক্তিতে দারিদ্র্য অনুষঙ্গী বিষণ্নতার হালকা মেঘ, ফলত আবেগ জগতে ধূসর রঙের মৃদু ঢেউ।

'পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র' 'চালে খড় বাড়ে মাটি' 'শাঁখা সোনা রাঙ্গা-শাড়ী' কবি পতির লৌকিক ব্যর্থতা ও বেদনার ব্যঞ্জনাবাহী। এজন্য কণ্ঠস্বরে আবেগ স্পর্শ করে- অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহ ঘোষময়তার দিকে স্বল্প বাঁক নেয়;- ২৪, ২৫ ও ২৬ পঙক্তিতে কেবল আনন্দ ও আনন্দময় কৌতুক;- 'কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু' 'এই চোর কবি হইতে পারে' 'চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে'। অনুপ্রাসতি ধ্বনি প্রবাহের কম্পনশীলতা প্রবলতর থেকে প্রবলতম মাত্রায় পৌঁছে গেছে। পঙক্তি ত্রয়ে ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা ৮/২, ৬/০, ৭/০।

বলা নিষ্প্রয়োজন, পঙক্তিগুচ্ছের (২৬৪/১৭-২৬ পঙক্তি) অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহের গতি বঙ্কিম। ঘোষ ধ্বনি প্রবাহ ৪, ৪, ৩, ৬, ০, ৪, ৬, ৮, ৬, ৭ এবং অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ ৪, ৩, ২, ৪, ৮, ৬, ৫, ২, ০, ০ ইত্যাদি বিচিত্র মাত্রিক, বন্ধুর ক্রম সৃষ্টি করেছে। পঙক্তিগুলো পরস্পর বিচিত্র সম্পর্কে বাঁধা। ঘোষময়তার বিচারে

সদৃশ : ১৭, ১৮, ২২

: ২০, ২৩, ২৫

বিসদৃশ : ১৯, ২৪, ২৬

Dhaka University Institutional Repository

১.৯ অঘোষতার বিচারে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ১৭, ২০

: ১৯, ২৪

: ২৫, ২৬

বিসদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩

১৮ ও ১৯ পঙক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিসদৃশ, ১৮-তে অঘোষ ধ্বনি ৩ বার ও ১৯ পঙক্তিতে ঘোষ ধ্বনি ৩ বার আবৃত্ত হয়েছে। ২১ ও ২৪ পঙক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিসদৃশ। ২০ ও ২২ পঙক্তির সম্পর্ক বিপরীত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপ্রাসিত ধ্বনিগুলো স্বল্প পরিসরে আবৃত্ত। আবৃত্তির পরিসর ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬।

বিত্ত বৈভবের প্রবল উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দেউলে করে দিয়েছিল অষ্টাদশ শতকের জীবন। শিব-শিবানী হোড়- পত্নী, জীর্ণ শীর্ণ জরতী, এদের দেউলেপণার কারণ বিত্তের অনুপস্থিতি : বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যে দেউলে সামন্তপতি, রাজদরবার। সমাজপতি, সামন্তপতির দেউলেপণার পরিণাম সমাজের নিরক্ত অবস্থা। এই অবস্থার মানবিক চিহ্ন কয়েকজন পতি-বৈদ্য, পণ্ডিত, বৃদ্ধ, বধির, কুলীন ইত্যাদি। সমাজের এই সাধারণকে আমরা দেখেছি এবার ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে অনুসরণ করে, অনুপ্রাসন ক্রিয়াকে অবলম্বন করে রাজদরবার, সামন্তকোটাল, কর্মচারীকে বুঝব এবং দেখব।

সামন্তদরবার সান্তদ্বারীর চোখে-

"ঠকভরা দরবার/ছলে লয় ঘর দ্বার/ খরধার ছুঁতে কাটে মাছি।/ চাকুরির মুখে ছাই/ ছাড়িতে না পারি ভাই/ বিষকৃমিসম হয়ে আছি॥" [১৬৭/৪-৫ চরণ] রাজার দ্বারী যখন বলছে, ঠকভরা দরবার' ধনজন, বিষয় সম্পদ ছলেবলে কূটকৌশলে কেড়ে নেয়- তখন এর বস্তুগত সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করা চলেনা, বিশেষত কবির নিজের জীবনেই এতদসংক্রান্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। দ্বারী কণ্ঠে ' চাকুরির মুখে ছাই' 'বিষকৃমিসম হয়ে আছি' ইত্যাদি পদগুচ্ছে সম্ভবত দরবারী জীবনে কবির মনোজগতের গোপন তিক্ততা আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতচন্দ্রের মত অভিমানী, সংবেদশীল, প্রতিভাধর পুরুষের পক্ষে তোয়াজ - তোষামুদে দরবারী-জীবন বহন করা সুখের বিষয় ছিলনা - তবু দু' বার এ জীবন তাঁকে কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে। রায়গুণাকর এই বস্তুগত সত্যকে কাব্য সত্যে পরিণত করেছেন অনুপ্রাসনক্রিয়ার বলে-

পৃ : পঙক্তি : অনুপ্রাসনক্রিয়া

পৃঃ ভা.গ. ১৬৭ : ৪ : ট/ঠ$^{২}_{২২}$; ক/খ$^{৩}_{১৪,৫}$; ব/ভ$^{২}_{৩}$; র$^{৭}_{১,১,৫,১,১১}$; ছ$^{৩}_{১১,৪}$; দ/ধ$^{৩}_{৯,৩}$; ল$^{২}_{০}$

Dhaka University Institutional Repository

৫ : চ/ছ$^{৪}_{৫.০.১৪}$; ক/খ$^{৩}_{৩.১০}$; র/ড়$^{৪}_{০.৪.৩}$; ব/ভ$^{২}_{০}$; স/ষ$^{২}_{২}$; ম$^{৩}_{১২.১}$:

আবৃত্ত ঘোষ/ অঘোষ ধ্বনির সংখ্যা :

পৃ: ভা. গ. ১৬৭ : পঙক্তি : ৪:৫

ঘোষ : ১৪ : ৯

অঘোষ : ৮ : ৯

৪ নং চরণে 'র' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে ৭ বার উপস্থিত হয়েছে। ফলত ধ্বনিপ্রবাহে অবিরাম কম্পনশীলতা কার্যকর থেকে শ্রুতি সৌকুমার্য দান করতে পেরেছে। ক এর নৈকট্যে এবং খ, ঘ, দ,ধ, ব, ভ ইত্যাদি ধ্বনির পটভূমিতে 'র' দ্যোতিত ধ্বনির আচরণে কম্পনশীলতা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে। ৫ম চরণে ঘোষময়তা/অঘোষময়তা সমমাত্রিক, বিষকৃমিসম হয়ে আছি' যে অনিবার্যতার দ্যোতক, তারই ক্রিয়ায় জন্ম নেয় দাস মনোবৃত্তি, দাসের আনুগত্য; এজীবনের বহিরঙ্গ মূক, নীরব যদিও অন্তর্ব্যাস্তব তরঙ্গক্ষুব্ধ: ধ্বনিতেও মৃদু (অঘোষ) নিনাদী (ঘোষ) বেগবান (মহাপ্রাণ) তরঙ্গপ্রবাহ লক্ষ করা যায়। এখানে খ, ড়, য় এর পটে 'ছ' এর বেগ, প্রাণময়তা প্রবল হয়ে উঠেছে। অবশ্য আমরা দাবি করছি না ধ্বনিপ্রবাহ ও ভাবসত্য কার্যকারণ সূত্রে বদ্ধ। আমরা আলোচ্য ক্ষেত্রে কাব্যগত জীবন ও ধ্বনিকে দেখে বলতে পারি উভয়ের মধ্যে সারূপ্য বিদ্যমান, উভয়ে উভয়ের অনুরূপ; সমধর্মী।

বর্ধমান রাজের স্বাক্ষর : পৃঃ ভা. গ. ২৪২/৭-১০ চরণ :

(৭) রাজ্য কৈলি ছারখার/ তল্লাস কে করে তার/ পাত্রমিত্র গোবরগনেশ।/

(৮) আপনি ডাকাতি করি/ প্রজার সর্ব্বস্ব হরি/ হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ॥/ (৯) লুঠিলি সকল দেশ/ মোর পুরী ছিল শেষ/ তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।/(১০) জান বাচ্চা একখাদে/ গাড়ির হারামজাদে/ তবে সে জানিবি মোর দম্ভ॥"

পঙক্তি : অনুপ্রাসনক্রিয়া :

৭ : র$^{৬}_{৫.১.৬.১.৬}$ ক/খ$^{৪}_{৩.৫.০}$; ল$^{৩}_{৫.০}$;জ$^{২}_{০}$; ত$^{৪}_{৬.২.০}$; শ/স$^{২}_{১৪}$; গ$^{২}_{২}$:

৮ : প$^{২}_{৬}$: ন$^{২}_{২২}$; ত$^{২}_{১১}$; র$^{৩}_{২.৫}$; শ/স$^{৫}_{১.০.৫.৫}$; হ$^{২}_{১}$; য়$^{২}_{৪}$:

৯ : ল$^{৫}_{১.২.৭.৮}$; শ/স/ষ$^{৪}_{৩.৬.০}$; ক$^{২}_{১৫}$; ম$^{২}_{১৫}$; র$^{৫}_{১.৭.১.১}$; চ/ছ$^{২}_{৩}$:

১০ : জ$^{৩}_{১৩.৪}$; ন$^{২}_{১৮}$; ব/ভ$^{৫}_{৭.৬.৩.৪}$; চ$^{২}_{০}$; ক/খ$^{২}_{০}$; দ$^{৩}_{৭.৮}$; র/ড়$^{৩}_{২.১০}$; ম$^{৩}_{৮.২}$:

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা :

পঙক্তি : ৭ : ৮ : ৯ : ১০

ঘোষ : ১৩ : ৯ : ১২ : ১৭

অঘোষ: ১০ : ১১ : ৮ : ৪

রাজ্য ছারখার, কেউ তল্লাস করেনা, 'পাত্রমিত্র গোবর- গনেশ'। কোটাল প্রজার সর্ব্বস্ব হরি' ডাকাতি করি' সকল দেশ' লুণ্ঠন করে দ্বিতীয় ধনেশে পরিণত হয়েছে (প্রথম ধনেশ সম্ভবত : বর্ধমান রাজ)। রাজপুরী বাকি ছিল, সেখানেও চোর ঢুকেছে। প্রত্যক্ষ জীবনেতিহাস সাম্প্রতিকতার স্বভাব মুক্ত হয়ে অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় বর্তমানতার স্বভাব অর্জন করেছে। ৭ম চরণে 'র' দ্যোতিত ধ্বনি 'ছ' 'খ' 'ত' 'ক' 'ব' 'গ' এর আবহে বারংবার উপস্থিত হয়েছে। 'র' কম্পনশীল, স্বরতন্ত্রীতে কম্পনতুলে তার জন্ম। 'ত' 'ব' 'র' 'ন' এর পরিবেশে 'গ' দুবার ফিরে এসেছে। 'গ' ধ্বনিও ঘোষ।'ক' 'ত' 'শ/স' এর আবৃত্তি ঘোষতার বিপরীতে অঘোষ ধর্মের মৃদুস্বভাবী প্রবাহ সঞ্চার করেছে এবং এতে করে চরণটির সামগ্রিক প্রবাহে ঘোষময়তার স্বাতন্ত্র্য তীব্র হয়ে উঠেছে। অষ্টম 'র' এবং 'শ/স' দ্যোতিত ধ্বনি ৮ম চরণ প্রবাহে বৈপরীত্য ধর্ম গভীর করেছে। ৯ম চরণে 'র' 'ল' ধ্বনির প্রবাহ প্রবল। ঠ, স, ক, দ, ছ, শ, র ধ্বনির সংলগ্নতায় 'ল' ধ্বনির এবং ম, প, ছ, চ, ক, ল ধ্বনির আবহে 'র' ধ্বনির ঘোষময় প্রবাহ তীব্রতা লাভ করেছে। দশমে জ, ব, দ, র/ড় 'ম' দ্যোতিত ধ্বনি প্রবাহ বিসদৃশ ধ্বনির পটভূমিতে শ্রুতিসুখকর, ব্যক্তিত্ব নির্দেশক মেলবন্ধন রচনা করেছে। ৭ম ও ৯ম চরণে ঘোষধ্বনি প্রবলতর, ১০ম চরণে প্রবলতম। রাজার দম্ভ ও ক্রোধ দশম চরণে উচ্চতম গ্রামে পৌঁছেছে-' 'জান বাচ্চা একখাদে/গাড়িব হারামজাদে/তবে জানিবি মোর দম্ভ'। অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহ বক্রগতিত চলেছে- ঘোষধ্বনি ১৩, ৯, ১২, ১৭ এবং অঘোষধ্বনি ১০, ১১, ৮, ৪ এরকম বন্ধুর উঁচু নীচু সোপান শ্রেণী অতিক্রম করেছে। অঘোষধ্বনি শেষের দিকে নিম্নগামী, ঘোষধ্বনি শেষ পর্যায়ে উর্ধ্বগামী। ভাবসত্যে যেমনটি রাজার কণ্ঠস্বর বিদ্যমান, তদনুরূপ ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে অনুপ্রাস। ২৪২/২ চরণটিও সামন্তদরবার অনুষঙ্গী - 'হুঙ্কারে হুকুম পায়/ শত শত খোজা ধায়/ খানেজাদ চেলা চোপদার।' জ, চ, র, প ধ্বনির আবহে 'দ' এবং 'দ' 'ল' 'প' এর পরিবেশে 'চ' ধ্বনির পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি ত্রস্তব্যস্ত 'শত শত খোজা' 'খানেজাদ' 'চেলা চোপদার' ও রাজার হুঙ্কার হুকুমকে লৌকিক জগতের তুচ্ছতা থেকে মুক্তি দিয়ে কবিতা লোকে প্রেরণ করেছে।

দরবারি জীবনকে নিয়ে অপ্রসন্ন এই কবি ক্রোধে, ক্ষোভে, কৌতুকে ধ্বনিগর্ভের ভয়ঙ্কর শক্তিকে কবিতায়নে প্রয়োগ করেছেন।কয়েকটি নমুনা বিশ্লেষণ করা যাক।

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ১৩ রসময়ী রাজকন্যা/ রূপগুণময়ী -ধন্যা/ চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর ।/ (১৪) দুজনে ভুঞ্জিল সুখে/ আমার কপালে দুখ/ এ বড় বিধির অবিচার ॥ [পৃঃ ভা.গ. ২৪৩/১৩-১৪ চরণ]

অনুপ্রাসন ক্রিয়া

১৩) র$^{৫}_{৩.৪.৯.৭}$; ম$^{২}_{১০}$; য়$^{২}_{১০}$; র$^{৪}_{৪.৯.৭}$; জ/য$^{৩}_{১৫.১}$; ক$^{২}_{১৭}$; ন$^{৫}_{০.৩.৪.০}$; প$^{২}_{১১}$; ত$^{২}_{০}$:

১৪) দ/ধ$^{৩}_{১৩.৪}$; জ$^{২}_{৩}$; ন$^{২}_{১}$; ল$^{২}_{৬}$; ক/খ$^{৩}_{২.৩}$; র/ড়$^{৪}_{৬.২.২}$; ব$^{৩}_{১.২}$:

ঘোষ/ অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা ঃ

পঙক্তি : ১৩ : ১৪

ঘোষ : ২১ : ১৬

অঘোষ : ৬ : ৩

(খ) ১৯ কামকথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।

২০ চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥

২১ কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।

২২ হাতে ধারে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে ॥

২৩আঁখি ধারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।

২৪ সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি ॥

২৫ সূর্য্যকেতু বলে এটা যে দেখি গোঁয়ার।

২৬ কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর ॥

[পৃঃ ভা.গ.২৪৯/১৯-২৬ পঙক্তি]

পৃ : ভা.গ. পঙক্তি : অনুপ্রাসনক্রিয়া :

২৪৯ : ১৯ : ক$^{৫}_{১.১.১.১}$; ম$^{২}_{৭}$; ন$^{২}_{১}$ [কাম,কামি : ছেক]

২০ : ন$^{৩}_{৪.৬}$; ক$^{২}_{৩}$; ম$^{২}_{৪}$; ট$^{২}_{০}$:

২১ : ক$^{২}_{৪}$; ম$^{২}_{০}$; ত$^{২}_{০}$; ব$^{৩}_{০.১}$; র$^{২}_{৫}$:

Dhaka University Institutional Repository

২২ : ধ$^{২}_{৩}$; র$^{৩}_{৩.৬}$ [ধরে/ছেক] ব/ভ$^{২}_{২}$

২৩ : ক/খ$^{৩}_{৫.৩}$: ন$^{৩}_{৩.৪}$: হ$^{২}_{১}$:

২৪ : ন$^{৩}_{৯.১}$;দ/ধ$^{২}_{৩}$: র$^{৩}_{৩.১}$; ট$^{২}_{১}$: [টানাটনি : ছেক]

২৫ : ক/খ$^{২}_{৬}$; য$^{২}_{৫}$:

২৬ : ক$^{৩}_{৭.০}$; দ/ধ$^{২}_{১}$; র$^{৪}_{১.২.০}$

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা :

পৃ : ভা.গ. ২৪৯ : পঙক্তি : ১৯ : ২০ : ২১ : ২২ : ২৩ : ২৪ : ২৫ : ২৬

ঘোষ ; ৪ : ৫ : ৭ : ৭ : ৫ : ৮ : ২ : ৬

অঘোষ : ৫ : ৪ : ৪ : ০ : ৩ : ২ : ২ : ৩

গ-১

২৫) কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।

২৬) ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে॥

২৭) চোর ধরি হরি হরি শব্দ করি কয়।

২৮) কে আমারে আর পারে আর কারে ভয় ॥

[পৃঃ ভা.গ.২৫০/২৫-২৮]

গ-২

৭) করে ধুম অতি জুম নাহি ঘুম নেত্রে।

৮) হাত কড়ি পায় দড়ি মারে ছড়ি বেত্রে॥

৯) নঠশীল মারে কীল লাগে খিল দাঁতে।

১০) ভয়ে মূক কাঁপে বুক লাগে হুক আঁতে॥

১১) কোন বীর শোষে তীর দেখি ধীর কাঁপে।

Dhaka University Institutional Repository

১২) খরধার তররার যমধার দাপে॥

[পৃঃ ভা.গ. ২৫১/৭-১২ পঙক্তি]

অনুপ্রাসনক্রিয়া : গ-১ উদাহরণ:

পৃ : ভা.গ. পঙক্তি

২৫০ : ২৫ : ক/খ$^{৪}_{৫.১.৪}$; ল$^{৩}_{৩.৩}$; য/ঝ$^{২}_{৭}$:

: ২৬ : র$^{২}_{৩}$; ন/ণ$^{৪}_{৩.১.১}$; ক/খ$^{২}_{৮}$; হ$^{৩}_{১.১}$:

: ২৭ : র$^{৫}_{১.১.১.৪}$; হ$^{২}_{১}$; ক$^{২}_{১}$; দ/ধ$^{২}_{৭}$:

: ২৮ : ক$^{২}_{৬}$; র$^{৫}_{০.১.০.১}$:

অনুপ্রাসনক্রিয়া : গ-২ উদাহরণ :

পৃঃ ভা. গ. পঙক্তি :

২৫১ : ৭ : ম$^{৩}_{২.৩}$; ন$^{২}_{৩}$; ত$^{৩}_{৭.০}$

: ৮ : ত$^{৩}_{১১.০}$; ড়/র$^{৪}_{৩.১.১}$

: ৯ : ল$^{৪}_{৩.০.২}$; ক/খ$^{২}_{৩}$;

: ১০ : ব/ভ$^{২}_{৫}$; ক$^{৪}_{০.২.৩}$

: ১১ : ক/খ$^{৩}_{৮.২}$; র$^{৩}_{৩.৩}$; শ/ষ$^{২}_{০}$; দ/ধ$^{২}_{১}$:

: ১২ : র$^{৫}_{১.১.১.৩}$; দ/ধ$^{৩}_{৭.১}$:

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা : গ-১, গ-২

পৃঃ ভা.গ. ২৫০ পঙক্তি : ২৫ : ২৬ : ২৭ : ২৮

ঘোষ : ৫ : ৯ : ৯ : ৫

অঘোষ : ৪ : ২ : ২ : ২

পৃঃ ভা.গ. ২৫১ : পঙক্তি : ৭ : ৮ : ৯ : ১০ : ১১ : ১২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ : ৫ : ৪ : ৪ : ২ : ৫ : ৮

অঘোষ : ৩ : ৩ : ২ : ৪ : ৫ : ০

উদাহরণ : ক : [পৃঃ ভা. গ. ২৪৩/১৩-১৪ চরণ]

রাজকন্যার বিশেষায়নে 'রসময়ী' রূপগুণময়ী' ইত্যাদি গুণবাচক পদের বিপরীতে 'চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর' পদগুচ্ছ ভাব ও অর্থে দ্বান্দ্বিক । রাজা- সামন্ত প্রসঙ্গে কোটাল মনের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি এই অর্থগত দ্বন্দ্বকে তীব্রতা দিয়েছে। অপর দিকে যে ধ্বনিপ্রবাহ এই মনোবাস্তবকে চিহ্নিত করে তা-ও অঘোষের ক্ষীণ পটভূমিতে তীব্রভাবে ঘোষময়। অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় দেখা যায় [২৪৩/১৩ চরণে] ঘোষধ্বনি আবৃত্তির সংখ্যা ২১, অঘোষ ধ্বনি আবৃত্তির সংখ্যা ৬। ১৪ চরণে কোটালের দুঃখ নয় শুধু, সামন্ত শাসনের অসঙ্গতির ভারে পীড়িত সমাজ চিত্তের ক্ষোভ অভিব্যক্ত হয়েছে। সমাজ-সংগঠনে সুখের ফলভোগ করে এক শ্রেণী, দুঃখের ফলভাগী হয়ে জন্মায় আর এক শ্রেণী। এই ভাববস্তর জন্যই বোধ করি ১৪ চরণের ধ্বনিপ্রবাহে কম্পনশীলতা তীব্রতর হয়ে উঠেছে এখানে ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির হার ১৬/৩।

উদাহরণ খ-তে দরবারি জীবন ব্যঙ্গ দগ্ধ, দরবারি প্রেমও ভারতচন্দ্রের হাতে ক্ষত-বিক্ষত। বোধ করি, আহত চিত্ত ব্যক্তি ভারতচন্দ্র কবি ভারতচন্দ্রের কলম কেড়ে নিয়ে চাবুক হাতে শপাং শপাং শব্দে রাজা- সামন্তের পিঠে ইচ্ছেমত কয়েক - ঘা বসিয়ে দিয়েছেন। নইলে বাকপটু, বিদগ্ধ 'সুন্দর কবি যেভাবে আরজবেগী, বৈদ্যরাজ, বখ্‌শি, মুনসি মোকাবেলা করছেন, তার পক্ষে এহেন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আচরণ অসঙ্গত। কবির এই কৌতুক নির্মম, সহানুভূতিহীন, ব্যক্তি রোষাগ্নিতে দীপ্র।- রিরংসাবৃত্তি প্ররোচিত 'সুন্দরের' কাছে স্ত্রী -পুরুষের ভেদলুপ্ত, পুরুষ চন্দ্রকেতুর স্ত্রীবেশ ধারণ, 'আঁখি ঠারে' উস্কানি প্রদান, ঘোমটা টেনে দেয়া ও 'সুন্দর' কবির আঁচল টানাটানি মধ্য দিয়ে সামন্ত সমাজের পৌরুষ ও সংযম-শালীনতার পোষাক খুলে নিয়েছেন রায়গুণাকর; উন্মুক্ত বসনে তার সর্ব শরীরে সিফলিস, দগদগে ঘা দেখা যায়।

২৬ পঙক্তিতে- 'কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর'- বিদ্যমান সংশয়, উদ্বেগের অন্তরালবর্তী পট কদর্যময়, জীবনবাস্তব রুচিহীন। তবু পঙক্তিটি ক্রুদ্ধ ক্ষতাক্ত চিত্তের প্রতিষেধক। অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় দেখা যায় ১৯ পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহে মৃদুস্বভাবের আধিক্য। ২১, ২২, ২৪, ২৬ পঙক্তিতে অনুপ্রাসিত ধ্বনি অধিকতর ঘোষময়। প্রথম পঙক্তির মৃদু অথচ কটু হাস্য কৌতুক পরবর্তী পঙক্তিগুলোতে চড়াগ্রামে উঠতে উঠতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। উল্লেখ্য এ হাসি কবির নয়, ব্যক্তি ভারতচন্দ্রের - তবে সাধারণের জন্য মৃদু উষ্ণ আরমাবোধকতাও এখানে বর্তমান।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ গ-১, গ-২ তে দেখা যায়, বিদ্যাচোর, কবি সুন্দরকে কোতোয়াল বন্দী করতে পেরে উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেছে। 'খরশান বাণ' 'খাঁড়া ঢাল' 'হানহান' 'হরি হরি' ধ্বনি, সব মিলিয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। 'কে আমারে আর পারে আর কারে ভয়'- দেশ জয়ের আনন্দ নয়, চোর, তা-ও আবার যৌবনচোর ধরার উল্লাসের এই আধিক্য যথার্থই হাসির উদ্রেক করে। বিষয়টিতে মত্ততা ও কাণ্ডজ্ঞানের অনুপস্থিতি নিয়ে গুণাকর কবিও কৌতুকরঙ্গে দেহমন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। কবি ভারতচন্দ্র ও কোতোয়াল ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অন্তর্বাস্তবে প্রবল কম্পন অনুভব করেছেন। চোর সুন্দরকে ধরার ব্যাপারটি কোতোয়ালের কাছে আত্মশ্লাঘার বিষয়, ভারতচন্দ্রের কাছে, দরবারি জীবন প্রবল কৌতুকের বস্তু। ২৬, ২৭, ২৮ পঙক্তির অনুপ্রাসনে ঘোষ ধ্বনি একাধিপত্য বিস্তার করেছে, বিশেষত ২৮ পঙক্তিতে র-ধ্বনির পুনঃ পুঃ উপস্থিতি ধ্বনিপ্রবাহে বিরামহীন কম্পনশীলতার ধর্ম সংক্রমিত করেছে। ভাবসত্যেও দেখা যায়, কোতোয়ালের মানস পরিস্থিতি ফেটে পড়ার উপক্রম, অর্থাৎ ধ্বনি ধর্ম ও মানসধর্ম পরস্পর সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করছে। ম, ড়, ল, ক, র, র যথাক্রমে ৭, ৮, ৯, ১০ ১১, ১২ [গ-২ উদাহরণ] পঙক্তিতে পুনরাবৃত্ত হয়ে কোতোয়ালের জুলুম; অত্যাচার, নির্মম আচরণকে কাব্যত্বদান করেছে। অবশ্য বিষয়টির ছন্দোবন্ধনের অন্তরালে যে কৌতুক বোধ সক্রিয় থেকেছে তা অস্বীকার করা যায় না। 'দাঁতে খিল' ও আঁতে হুক' লাগা, ভয়ে মূক হওয়া ও বুক কাঁপার মত ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে ধরনের ছন্দোবন্ধন ও শব্দ নির্বাচন দাবি করে, এখানে তা অনুসৃত হয়নি- কারণ দরবারকে নিয়ে কৌতুকের ঠাট্টা মস্করার সুযোগ কবি হাতছাড়া করতে চাননি। আগাগোড়াই কবির কৌতুককাবেগ প্রবল ছিল । ধ্বনি প্রবাহেও দেখা যায়, ঘোষ ধ্বনি প্রবল। ক,খ, গ তিনটি উদাহরণ পর্যালোচনা করলে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, যেটি এর পূর্বেও কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে,- একটি পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহের সাথে অন্য পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহ / বিপরীত, বিসদৃশ [আংশিক বৈপরীত্য, আংশিক বৈসাদৃশ্য, /আংশিক সাদৃশ্য] সদৃশ, সম্পূর্ণ বিসদৃশ সম্পর্কে বাঁধা। বৈপরীত্য ঘটে যখন দুই পঙক্তির আবৃত্ত ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনির পারস্পারিক সংখ্যা সাম্য ঘটে। অর্থাৎ ঘোষ ও অঘোষের সংখ্যা উল্টে যায়, স্থান বদল করে। বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি হয় এভাবে- (১) দুটি বা ততোধিক পঙক্তির মধ্যে শুধু মাত্র ঘোষ, বা অঘোষের যে কোন একটিতে সংখ্যা সাম্য ঘটলে, এবং অপরটিতে সংখ্যাগত অসাম্য ঘটলে, (২) একটির ঘোষধ্বনি, অপরটির অঘোষধ্বনির সমান হলে (১টি মাত্র ক্ষেত্রে) অর্থাৎ আংশিক বৈপরীত্য সৃষ্টি হলে : (৩) সাদৃশ্য সম্পর্ক রচিত হয়, যেখানে দুই বা ততোধিক পঙক্তির আবৃত্ত ঘোষধ্বনি প্রবাহ = আবৃত্ত ঘোষ ধ্বনি প্রবাহ, আবৃত্ত অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ = আবৃত্ত অঘোষধ্বনি প্রবাহ। সম্পূর্ণ বিসদৃশ্য ভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন, যখন দুই বা ততোধিক পঙক্তির আবৃত্ত ঘোষ বা অঘোষ সরল রৈখিকভাবে, বা আড়াআড়ি ভাবে কোথাও সাদৃশ্য রচনা করেনা। এক কথায় দুই বা ততোধিক পঙক্তির ঘোষ/ অঘোষ প্রবাহে কোথাও সংখ্যা সাম্য সৃষ্টি হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

আবৃত্ত ধ্বনি প্রবাহে বিপরীত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে:

১৯ ও ২০ পঙক্তি (উদা : খ)

৯ ও ১০ পঙক্তি (উদা : গ-২)

"----------"----------" বিসদৃশ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে :

২০ ও ২১ পঙক্তি (উদা : খ)

২১ ও ২২ পঙক্তি (উদা : খ)

২৪ ও ২৫ পঙক্তি (উদা : খ)

২৩ ও ২৬ পঙক্তি (উদা : খ)

আবৃত্ত ধ্বনি প্রবাহে বিসদৃশ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে :

২৭ ও ২৮ পঙক্তি (উদা : গ-১)

২৫ ও ২৮ পঙক্তি (উদা : গ-১)

৭ ও ৮ পঙক্তি (উদা : গ-২)

১১ ও ১২ পঙক্তি (উদা : গ-২)

আবৃত্ত ধ্বনি প্রবাহে সম্পূর্ণ রূপে বিসদৃশ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে :

১৩ ও ১৪ চরণ (ক উদা :)

এরূপে একাধিক সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে এখানে অনুপ্রাসিত ধ্বনি প্রবাহে সৌন্দর্য -সংক্রমণ ঘটানো হয়েছে।

বসুন্ধরা'য় চিরকালের যুবতীজনবাসনা [১৪৮/৫-১৬], দাসু- বাসু'তে সাধারণ বাঙালির মানসক্রিয়া ও জীবনাকাঙ্ক্ষা [৩০৯/৭-১৪,৩১০/১-৪ চরণ], হীরা মালিনীতে স্ত্রীজন সুলভ চাতুর্য [১৭৯/১-৪], ও কৌতুক মিশ্রিত, প্রীতি স্নিগ্ধ ক্ষতাক্ত হৃদয় [২২৬/৯-২০,২৩-২৪ পঙক্তি] কাব্য বস্তু হয়ে উঠেছে একটি করে ব্যঞ্জন ধ্বনির পুনঃ পুনঃ উপস্থিতিতে। হৃদয়ের সম্পদকে নারী চায় একান্ত করে: এই একান্ত করে চাওয়ার মধ্যে ব্যক্তি বোধ, অহং উপলব্ধি ক্রিয়াশীল থাকে। সামন্ত সমাজ শাসনে মানবিক অস্তিত্বের এই ক্রিয়াশীলতা স্বীকৃত নয়। কিন্তু তা বলে অহংবোধ অনুপস্থিত এটা স্বাভাবিক নয়। ভারতচন্দ্র কবি বসুন্ধরা'য় অষ্টাদশ শতকের সীমায়নকে মেনে নিয়েও, ব্যক্তি -বোধের ক্ষতাক্ত রূপটি ধরতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে, আমাদের মনে রাখতেই হয়- যুগটি মধ্যযুগ: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিসচেতনতা তখনো সমাজের বুকে জেগে উঠেনি। তবু কবি এবং এই কবি প্রজ্ঞাবান বলেই সহানুভূতিসূত্রে বসুন্ধরার নারী-বাসনা সরাসরি কাব্যলোকে উপস্থিত করেছেন। বসুন্ধর মর্ত্যভূমিতে হরি হোড়ের মানবিক অবয়বে তিন পত্নীকে নিয়ে ঘর করছে- বিরহ বোধের চেয়ে স্বামীসত্ত্বের কারণটি প্রবল হয়ে উঠায় দেবীর কাছে বসুন্ধরা তীব্র ও তিক্তভাবে মুখর [১৪৮/৫-৮ পঙক্তি]-

''আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।

সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।

সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥

তার ব্যাখ্যামূলক উদাহরণও তীব্র এবং প্রত্যক্ষ- ''শিব যদি যান কভু কুটনীর বাড়ী। ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি'' [১৪৮/৯-১০] এবং দেবীকে, বোধ করি সমাজকেও তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা ও তীব্র আক্রমণ - "পরদুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে/অন্তর যামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে॥/ ঠাকুরানী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি।/ তবে কেন স্ত্রীপুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি॥/ ব্রহ্ম রূপা তুমি তেঁই নাহি পার পুণ্য।/ হৌক মেনে জানা গেল বিবেচনা শুন্য॥" (পৃঃ ভা.গ. ১৪৮/১১-১৬) বহ্মরূপা দেবীও বিবেচনাশূন্য।- এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ভাববার বিষয়, একি চরিত্রমুখে ঘটনা বা পরিস্থিতি সঞ্জাত একটি উক্তি? আমাদের সংশয়, দেব-দেবীর প্রচলিত বিধানকেই প্রশ্নের মুখোমুখি করতে চাইছেন কবি, নইলে ঐ চরিত্রটির প্রথাগত বিকাশের জন্য এমন ভাবনা স্বাভাবিক ছিলনা। ব্যক্তি অস্তিত্ব বা নারী- ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ বা সচেতন ভাবে না হলেও, পরোক্ষ অসচেতনভাবে কবি মধ্যযুগের সমাজ-ভাবনা-প্রথার বিরুদ্ধে চলে গেছেন। বহুপত্নীক সংসারের প্যাথেটিক বাস্তব নাটক বা প্রহসন হয়ত তিনি দেখে থাকবেন- সেকালের পটে যেটি অসম্ভব, বা অস্বাভাবিক নয়। আর সেই বাস্তবচেতনা কবির কলম ও কবিচেতনা নিয়ন্ত্রিত করেছে। নিম্নে আমরা অনুপ্রাসন ক্রিয়া ও ভাববস্ত যৌথভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গ বসুন্ধরা :

পৃঃ ভা. গ.

১৪৮/৫-১৬

পঙক্তি : অনুপ্রাসন ক্রিয়া

৫ : ন^{২}; ত^{২}; র^{২}; ব^{২} :

৬ : ত^{২}; ল^{২}; প^{২}; র/ড়^{২}

৭ : ন(ঞ)^{২}; শ/স^{২}; য়^{২}; হ^{২}:

Dhaka University Institutional Repository

৮ : স$^{৩}_{৪.১}$: ন$^{২}_{৬}$: হ$^{২}_{১}$: ল$^{২}_{০}$:

৯ : ব/ভ$^{৩}_{৫.৪}$: য$^{২}_{১}$: ক$^{২}_{১}$: ন$^{২}_{৪}$: র/ড়$^{৩}_{১.১}$:

১০ : ব/ভ$^{২}_{০}$: ক$^{২}_{১}$: ত$^{৩}_{২.১}$: র/ড়$^{২}_{১}$:

১১ : প$^{২}_{৭}$: ক/খ$^{২}_{০}$: ব$^{২}_{৪}$: য/ঝ$^{৩}_{২.১}$:

১২ : ন$^{৩}_{৪.৪}$: ম$^{২}_{২}$: ত$^{৩}_{৪.১}$: য/ঝ$^{২}_{৯}$:

১৩ : ট/ঠ$^{২}_{১৩}$: র$^{২}_{৩}$: ন$^{২}_{৩}$: দ$^{৪}_{৩.২.০}$: স/ষ$^{২}_{৭}$:

১৪ : ত$^{৩}_{৪.৬}$; ক$^{২}_{৬}$; স/ষ$^{৪}_{৩.৪.০}$: র$^{২}_{৩}$:

১৫ : ম$^{৩}_{০.৩}$; প$^{৪}_{৫.০.০}$: ন$^{৩}_{৪.০}$

১৬ : ন$^{৫}_{১.৫.১.০}$: ব$^{২}_{০}$:

ঘোষ/অঘোষ আবৃত্তির সংখ্যা :

পঙক্তি: ৫ : ৬ : ৭ : ৮ : ৯ : ১০ : ১১ : ১২ : ১৩ : ১৪ : ১৫ : ১৬

ঘোষ ৬ : ৪ : ৬ : ৬ : ৯ : ৫ : ৫ : ৭ : ৮ : ২ : ৬ : ৭

অঘোষ ২ : ৪ : ২ : ৩ : ২ : ৫ : ৪ : ৩ : ৪ : ৯ : ৪ : ০

৫, ৬, ৭ পঙক্তিতে অনুপ্রাসিত ধ্বনিগুলো দু'বার করে আবৃত্ত হয়েছে। ৮, ৯, ১১ পঙক্তিতে যথাক্রমে 'স' 'ব/ভ' 'য/ঝ' তিন বার করে, অপর অনুপ্রাসিত ধ্বনি দুবার করে আবৃত্ত হয়েছে। ১০ ও ১২ পঙক্তিতে দুটি করে ধ্বনি দুবার অপর গুলি তিন বার করে পুনরাবৃত্ত।

পঙক্তি ১৩-তে একটি বাদে অপর গুলো ২-বার করে পুনরাবৃত্ত ১৫-তে, ১টি ধ্বনি ৪ বার, অপর দুটি ৩-বার করে পুনরাবৃত্ত, ১৬-তে ১টি ধ্বনি ৫-বার, অপর একটি ২ বার আবৃত্ত। দেখা যাচ্ছে ৫, ৬, ৭ পঙক্তিতে কোন নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রবাহ প্রবল হয়ে উঠেতে পারেনি।

পঙক্তি ৮-এ 'স' ৯-এ 'ব/ভ' ১০-এ 'ত' ও 'র/ড়' ১১-তে তে য/ঝ' ১২-তে 'ন' ও 'ত' ১৩-তে 'দ' ১৪-তে 'স/ষ' ১৫-তে 'প' ১৬-তে 'ন' ধ্বনির প্রবাহ কিছুটা প্রবলতর। ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যাগত দিকটা বিবেচনা করলে সদৃশ পঙক্তি গুচ্ছ এভাবে গঠিত হয়- : ৫, ৬, ৭

: ৮, ৯, ১১

: ১০, ১২

[এখানে ঘোষ/অঘোষ, মহাপ্রাণ/স্বল্পপ্রাণ বিবেচনা করা হয়নি।]

Dhaka University Institutional Repository

১৩, ১৪, ১৫, ১৬ পঙক্তি, অন্য পঙক্তি গুলোর সাথে বিসদৃশ। ১৩, ১৪, ১৫- এর মধ্যে একটা সাদৃশ্য ধর্ম লক্ষ করা যায়- পঙক্তি ত্রয়ের প্রতিটিতেই ১টি করে ধ্বনি ৪ বার আবৃত্ত। ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তিকে ভিত্তি করে সদৃশ/বিসদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ এরকম গঠন করা যায়-

ঘোষ ধ্বনি প্রবাহের ভিত্তিতে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ৫, ৭, ৮, ১৫

: ১০,১১

: ১২,১৬

ঘোষ ধ্বনি প্রবাহের ভিত্তিতে বিসদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ৬,৯, ১৩

অঘোষ ধ্বনি প্রবাহের ভিত্তিতে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ৫ , ৭, ৯

: ৬, ১১, ১৩, ১৫

: ৮, ১২

অঘোষ ধ্বনি প্রবাহের ভিত্তিতে বিসদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ১০, ১৪, ১৬

৫-৮ পঙক্তি পর্যন্ত নারী মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যানে বসন্ধরার ব্যক্তিচেতনা জড়িত। ফলত : কণ্ঠস্বরে ব্যক্তি হৃদয়ের কম্পন স্বাভাবিক। অনুপ্রাসিত ধ্বনিও অধিকমাত্রায় কম্পনশীল (পঙক্তি ৬ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে) নিনাদী। ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ পঙক্তিতে যুক্তি প্রয়োগ, উদাহরণ উত্থাপন, ব্যাখ্যা-প্রদান ও ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা। ৯ম পঙক্তিতে শিব- কুচনী প্রসঙ্গ হৃদয়-ঘটিত, স্পর্শকাতর বলে হৃৎকম্পন কাম্য ; ধ্বনি প্রবাহেও ঘোষতা প্রবল। ১০ম পঙক্তিতে অঘোষ/ঘোষে সাম্য। ১১, ১২, ১৩ পঙক্তিতে আবেগের প্রবল ঢেউ ভেঙ্গে পড়তে পড়তে ১৪ পঙক্তির জিজ্ঞাসা চিহ্নে অবরুদ্ধ ক্রোধে রূপান্তরিত হয়েছে। ১১, ১২, ১৩ পঙক্তির ধ্বনি প্রবাহ বসুন্ধরার হৃদয় থেকে উঠে এসে স্বরতন্ত্রীতে প্রবল কম্পন তুলে জন্ম নিয়েছে- ধ্বনি প্রবাহ ঘোষময়। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ক্রোধের বেগ প্রথমে থমকে গেছে- ১৪ পঙক্তিতে ধ্বনি প্রবাহেও দেখা যায় মৃদু স্বভাব (অঘোষ ধর্ম) প্রবল ; ১৫ পঙক্তিতে আপাত: শান্ত অবস্থা, ১৬ পঙক্তিতে ক্রোধের ঢেউ উপচে পড়েছে অস্তিত্বের কূল ছাপিয়ে- বসুন্ধরার কাছে দেবীও বিবেচনাশূন্য- অনুপ্রাসিত ধ্বনি নাদময়, নিনাদী। এখানে অঘোষ ধ্বনি আবৃত্ত হয়নি- বঞ্চিত নারী আত্মা অনুপ্রাসণক্রিয়ায় কাব্যবস্তু হয়ে উঠেছে।

মহত্তর জিজ্ঞাসা ও উচ্চতর বাসনা বিহীন মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালী দাসু-বাসু কিছুটা হলেও আত্মসচেতন এবং কিছুক্ষণের জন্যে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় আবর্তিত, ক্ষুব্ধ, হতাশাগ্রস্ত। মনিব ভবানন্দ মজুমদার 'রাজাই' পেল কি পেলনা এ প্রশ্ন তাদের কাছে আবশ্যক নয়, তাদের আবশ্যিক প্রশ্ন স্বীয় অস্তিত্বের নিরাপত্তা ও নারী সাহচর্য কেন্দ্র করে উদ্যত।

Dhaka University Institutional Repository

১) যুবতী রমনী আছে/ না রয়ে তাহার কাছে/ কেন আনু বামনের সাথে।/ (২) নারী রৈল মুখ চেয়ে/ তবু আনু মাটি খেয়ে/তারি ফল পানু হাতে হাতে / (৩) দিবসে মজুরি করে/ রজনীতে গিয়া ঘরে/ নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।/ নারী ছাড়ি ধন আশে/ যেই থাকে পরবাসে/ তারে বড় কেবা আছে দুখী''॥ [পৃ : ৩০৯]

সেকালের আবেগপ্রবণ, পেশীশূন্য বাঙালীর নিরাপদ আশ্রয় স্থল ঘরণীর আঁচল ও কোমল বক্ষ। ঐ ক্ষেত্রটুকুর মধ্যেই তার পৃথিবীর আকার- আয়তন- ইতিহাস সীমাবদ্ধ। রাতের ঘুম আর রাতের রমণী- এইটুকু তার সাধ। এজন্যেই নারী ছেড়ে, ধনের লোভে বিদেশে যে থাকে কালিক বাঙালির চোখে সে দুঃখী। বাসুর দুঃখ- "কুড়ি টাকা পণ দিয়া/ নূতন করিনু বিয়া/ একদিনো শুতে না পাইনু।" (ভা. গ.পৃ : ৩০৯) লক্ষনীয় বাসনাটুকু ক্ষুদ্র হলেও এটা তার নিজের জন্য একেবারে নিজস্ব বাসনা, সামন্ত সমাজে ব্যক্তিবাসনার স্থান নেই। প্রভুর জয়- পরাজয়-মান-অপমান-আনন্দ-বেদনা-অপমানই সাধারণ প্রজাপুঞ্জের জয়-পরাজয়-মান-অপমান-আনন্দ বেদনা ইত্যাদি। এখানে দাসু বাসু নিজেদের গৃহী জীবনে, ঘরণীতে, আদিম আকাঙ্ক্ষায় উচ্চকিত, উদ্বিগ্ন, অন্তত ৯ প্রভু ভবানন্দ মজুমদারের কথা তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেনি এবং নিজেদের মন-মত-দর্শন অনুযায়ী পরিস্থিতির উপর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছে। তাদের আত্মপ্রকাশ- (১) "হেদে বামনের ছেলে/ আগুপাছু নাহি চেলে/ দিল্লী আইলো রাজাই করিতে। (২) দুধে ভাতে ভাল ছিল/ হেন বুদ্ধি কেটা দিল/ পাতশার দেয়ানে আসিতে॥/ মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে/ রাজা হৈতে এল ধেয়ে/ (৪) এখন সে মানসিংহ কই।/ গাঁজাখোর রাজপুত/ আফিঙ্গেতে মজবুত/ ব্রক্ষহত্যা করিলেক অই॥" ভাবখানা এইরকম - ব্রাহ্মণের ছেলে দুধেভাবে ভালই ছিল। গাঁজাখ্যের রাজপুতের কথামত দিল্লীতে এল 'রাজাই' করিতে। এখন বোঝ মজাটা। চরণ চতুষ্টয়ের অনুপ্রাসণ ক্রিয়া এরকম-

১) হ$^{২}_{১১}$: দ$^{২}_{১৩}$: ন/ণ$^{২}_{৬}$: র$^{৩}_{১৩.২}$; ল$^{৫}_{৬.১.০০}$; চ/ছ$^{৩}_{৩.২}$

২) দ/ধ$^{৬}_{৩.৯.৩.২.৫}$; ব/ভ$^{৩}_{১.৫}$; ত$^{৩}_{১৪.৬}$; ল$^{৩}_{১.৮}$; ন$^{২}_{১৩}$; শ/স$^{২}_{৪}$

৩) ম$^{২}_{১৯}$; স$^{৪}_{২.১৩.২}$; ং/ঞ$^{৩}_{২.১৬}$; হ$^{৩}_{৭.১১}$; য়$^{২}_{৬}$; ক/খ$^{২}_{৩}$; ন$^{৩}_{১৬.২}$: [মানসিংহ : ছেক]

৪) গ$^{২}_{৯}$; জ$^{৩}_{৩.৭}$; ক/খ$^{৩}_{২০.১}$; র$^{৩}_{৩.১৮}$;ত$^{৫}_{৩.৩.৪.৩}$; প/ফ$^{২}_{১}$; ম$^{৩}_{৪.৩}$; ব$^{২}_{১}$: [৩১০/১-৪]

হীরা মালিনীর আচরণেও (১৭৯/১-৪) ব্যক্তিমানস ও সমাজ পরিবেশ আলোকিত করে। কান্না-কাটিতে, বাকচাতুর্যে, কোটালকে হাত করে মালিনী রাঙ্গা-তামা- মেকীতে দামে ঠকায়, এক মূলে দর কষে 'জুখা লয় দুনা তুলে' এবং তখন 'সাধু হয়ে বেনে হয় চোর'। সেকালের জমাদার, দফাদার, হাটবাজার, বিপনন ব্যবস্থা কোটালের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সাধারণ পসারী প্রবঞ্চনা, বঞ্চনা ও শোষণের শিকারে পরিণত হত অহরহ। কবি গুণাকর জীবনের এই বাস্তব প্রেক্ষিত কাব্যে ব্যবহার করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

কালিক জীবনের নেতিবাচকতা আলোকনের উদ্দেশ্যে। এই আলোকন ব্যাপারটির অনুপ্রাসন ক্রিয়া এরকম-

১৭৯/১-৪ : (১) দ/ধ$^{৪}_{০.৫.৬}$; ক/খ' : ট$^{৩}_{০.৮}$; য়$^{৪}_{২.৫.৩}$; ত$^{২}_{০}$: হ$^{২}_{৩}$ [হয়ে, হয় : ছেক]

২) র$^{২}_{৮}$: ত$^{২}_{৭}$; ম$^{৪}_{০.১.৪}$; ল$^{৫}_{৭.১.৩.২}$; শ$^{২}_{১}$: য়$^{২}_{১১}$; ব$^{৩}_{১.৩}$:

৩) ক$^{৪}_{২.১.১১}$; ন/ণ$^{৩}_{৮.১৪}$; দ$^{২}_{১৮}$: হ$^{২}_{১৭}$; ল$^{৩}_{৬.৪}$; র/ড়$^{৪}_{৩.৩.১}$; য়$^{৩}_{৮.৫}$; ফ$^{২}_{১}$:

৪) দ$^{২}_{১০}$: র/ড়$^{৬}_{১.১৩.২.০.১}$; ক/খ$^{৫}_{১.৩.৭.৫}$; ল$^{৩}_{২.৪}$; জ/ঝ$^{৩}_{৭.৩}$; য়$^{২}_{৭}$:

প্রথম চরণে ৪-বার করে আবৃত্ত দুটি, ৩-বার করে আবৃত্ত একটি, ২-বার করে আবৃত্ত দুটি ধ্বনি অনুপ্রাস নির্মাণ সৃষ্টি করেছে। এখানে 'দ/ধ' 'য়' এর প্রবাহ প্রবল। দ্বিতীয় চরণে 'র' ও 'ত' দুইবার করে দীর্ঘ পরিসরে পুনরাবৃত্ত। সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে 'ম'-চারবার এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ পদক্ষেপে 'ল' পাঁচবার ধ্বনি প্রবাহে পাঁচবার ফিরে এসেছে। ফলত : ধ্বনি প্রবাহে 'ম' ও 'ল' এর প্রভাব প্রবলতর। 'ব' ক্ষুদ্রায়তনে তিনবার উপস্থিত হয়েছে । ব- দ্যোতিত ধ্বনি প্রবাহ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে। দ্বিতীয় চরণ অনুপ্রাসিত ঘোষধ্বনির দ্যোতনা শ্রুতি ও অনুভবগম্য। তৃতীয় চরণে 'র' ধ্বনির প্রবাহ উজ্জ্বলতর। র/ড়- সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে ৪ বার পুনরাবৃত্ত। চতুর্থ চরণে র/ড় সৃষ্টি প্রবাহ প্রবলতম,র/ড় ছয়বার পুনরাবৃত্ত, ক/খ এর প্রবাহ প্রবলতর;- ক/খ পাঁচবার পুনরাবৃত্ত। ফলত: এখানে ঘোষ প্রবাহ ও অঘোষ প্রবাহ পরস্পরের পটভূমিতে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। চরণ চতুষ্টয়ে ধ্বনি প্রবাহের সামগ্রিক প্রভাবে মধ্যযুগীয় হাট, হাটের পসারী ও মালিনী রূপের সমগ্রতায় ধরা পড়েছে। 'বলে বেটা নিলি বদলিয়া' 'কড়ি লয় দুহাতে গনিয়া' 'ঝকড়ায় ঝড়ের আকার' পদগুচ্ছে যথাক্রমে মালিনীর বাচনিক, ক্রিয়াশীল ও চরিত্ররূপ ধরা পড়েছে। হাটের কল কোলাহল মুখর মধ্যযুগীয় ক্রেতা সাধারণ, মালিনীর তীব্র কণ্ঠস্বর শুনেছে, পসারীর অসহায় অবস্থা দেখে হয়তো কৌতুকবোধ করেছে, নয়তো ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কিন্তু রাজদরবারে সন্ন্যাসী সুন্দরের আগমন প্রসঙ্গে মালিনীর মমতাময় হৃদয়ের রক্তক্ষরণ গোপন থাকেনা- ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের হাট থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে স্নেহ সুধারসের সরোবর তীরে বসিয়ে দিলেন- বাকচাতুর্য ও হাস্য কৌতুক মরেনি, তবে তা বেদনা মথিত ও হৃদয়গলিত:- ২২৬/৯-২, ২৩-২৪ পঙক্তিতে গুণাকর তাকে সহানুভূতির সাথে অঙ্কন করেছেন। শেষপর্যন্ত হীরা মালিনী চোর কবি সুন্দরকে ধরতে না পারলেও, রায় গুণাকরের মনটি নিজের আঁচলে বাঁধতে পেরেছিলেন-

(৯) কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হাসি ।/ (১০) বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥/ (১১) দাড়ি তার তোমার বেণীর না কি বড় ।/ (১২) সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥/ (১৩) আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায় ।/ (১৪) তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥/ (১৫) ছাই মাখে শরীরে

Dhaka University Institutional Repository

চন্দনে বলে ছার।/ (১৬) দাঁড়াইলে পায় না কি পড়ে জটাভার॥/ (১৭) কিবা ঢুলু ঢুল আঁখি খাইয়া ধুতুরা।/ (১৮) দেখাইবে বারানসী প্রয়াগ মথুরা॥/ (১৯) এতদিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।/ (২০) দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর/....... (২৩) হর গৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।/(২৪) হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥'

৯ম ১০ম পঙক্তিতে হাসির মধ্যে কান্নার উতরোল স্তব্ধ হয়ে আছে। সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর দাড়ি, জটা, আফিঙ্গ, ভাঙ্গ, গাঁজা, ধুতুরা, নেশায় ঢুলু ঢুলু রক্তিম চোখ প্রভৃতি প্রসঙ্গ কৌতুক ক্রিয়ায় উচ্ছল ও উজ্জ্বল, কান্নার রঙে বিষণ্ন। কিন্তু ২০ ও২৩ পঙক্তিতে হাস্য কৌতুক বেদনাদগ্ধ আবেগের তলে তলিয়ে গেছে। এবার বিষয়টির কাব্যগত পঙক্তি গুচ্ছের অনুপ্রাসনক্রিয়া তুলে ধরছি :-

৯) $ক/খ^{৩}_{৩,৫}$: $হ^{'}_{,}$; $স^{২}_{১}$:

১০) $ন^{৩}_{৭,০}$: $ক^{২}_{৩}$; $স^{৩}_{৪,২}$:

১১) $র/ড়^{৫}_{১,২,২,৩}$; $ত^{২}_{১}$: $ব^{২}_{৪}$; $ন^{২}_{১}$:

১২) $ঘ^{৩}_{১,১}$; $র/ড়^{৪}_{১,৩,১}$: [ঘরে ঘরে: ছেক]

১৩) $দ^{২}_{০}$:

১৪) $ত^{২}_{১১}$; $ক/খ^{৩}_{৮,১}$: $ঞ্জ^{২}_{৪}$: $গ^{৩}_{০,৩}$ [আফিঙ্গ ভাঙ্গ : ছেক]

১৫) $চ/ছ^{৩}_{৫,৫}$; $র^{৩}_{০,৭}$; $ন^{২}_{১}$:

১৬) $র/ড়^{৩}_{৬,৩}$; $প^{২}_{৩}$:

১৭) $ক/খ^{৩}_{৫,০}$; $ঢ^{২}_{১}$; $ল^{২}_{১}$:

১৮) $ব^{২}_{০}$: $র^{২}_{৭}$:

১৯) $ব/ভ^{৩}_{৫,১}$: $ল^{৩}_{০,১}$:

২০) $দ^{৩}_{৭,০}$; $খ^{২}_{৪}$; $র/ড়^{২}_{৮}$: $ব^{২}_{৬}$:

২৩) $হ^{৩}_{৫,১}$: $র^{৩}_{১,৩}$; $ব^{২}_{০}$; $ক^{২}_{১}$:

২৪) $হ^{২}_{৪}$: $ব^{২}_{৯}$: $ক^{২}_{৮}$; $ত^{২}_{২}$:

৯.১১, ১৩, ১৭, ১৮, ২০, ২৪ পঙক্তিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ অথবা সবগুলো অনুপ্রাসিত ধ্বনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে, দুবার করে আবৃত্ত। পঞ্চদশ ও ১০ম পঙক্তিতে দুটো ধ্বনি ৩-বার করে, ১টি দুবার করে ১৯ পঙক্তিতে দুটো ধ্বনি ৩-বার করে, পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ১৪ ও ২৩ পঙক্তিতে দুটো

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনি ৩- বার করে, অপর দুটো ধ্বনি ২- বার করে আবৃত্ত হয়েছে। শুধু মাত্র আবৃত্তি সংখ্যার বিচারে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ক: ১০ ও ১৫ পঙক্তি : খ : ১৪ ও ২৩ পঙক্তি। ১১ পঙক্তির র/ড় দ্যোতিত ধ্বনি প্রবাহ ছাড়া অন্য কোন পঙক্তিতে কোন বিশেষ ধ্বনি প্রবাহ এককভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ঘোষ/অঘোষ ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা :

পৃঃ ভা. গ. ২২৬ : পঙক্তি : ৯ : ১০ : ১১ : ১২ : ১৩ : ১৪ : ১৫ : ১৬ : ১৭ : ১৮ : ১৯ : ২০ : ২৩ : ২৪

ঘোষ : ২ : ৩ : ৯ : ৭ : ২ : ৫ : ৫: ৩ : ৪ : ৪ : ৬ : ৭ : ৮ : ৪

অঘোষ : ৫ : ৫ : ২ : ০ : ০ : ৫ : ৩ : ২ : ৩ : ০ : ০: ২ : ২ : ৪

অনুপ্রাসিত ঘোষ ধ্বনির সংখ্যার বিচারে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : (ক) ৯, ১৩ : (খ) ১০, ১৬ : (গ) ১২, ২০ : (ঘ) ১৪, ১৫ : (ঞ) ১৭, ১৮, ২৪ : বিসদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ (ক) ১১, ১৯, ২৩ :

অনুপ্রাসিত অঘোষ ধ্বনির সংখ্যার বিচারে সদৃশ পঙক্তি গুচ্ছ : (ক) ৯, ১০, ১৪ : (খ) ১১, ১৬, ২০, ২৩ : (গ) ১২, ১৩, ১৮, ১৯ : (ঘ) ১৫, ১৭ : ঘোষময়তার প্রাবল্যের বিচারে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ (ক) ১১, ১২, ১৯, ২০, ২৩ (খ) আঘোষময়তার প্রাবল্যের বিচারে সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : (ক) ৯, ১০ এভাবে সাদৃশ্য- বৈসাদৃশ্যের সম্পর্কে এসে আবৃত্ত ধ্বনি প্রবাহ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। এবারে ভাববস্তুর আলোকে অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহকে এখানে অনুসরণ করা যাক- বিবাহ নামক ব্যাপারটি (হরগৌরী, বিদ্যা- সন্ন্যাসীর বিবাহ প্রসঙ্গে) মালিনীর চোখে জীবনের মস্তবড় কৌতুক হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে ব্যঙ্গের মধ্যে আবেগের সুতীব্র সংকেত অনুভূত হয়। হর গৌরীর অসমবয়সী বিবাহ সম্পর্কে তত্ত্বকথা, ভক্তিকথা যাই হোক, বাস্তব কথায় এটা যে এক ধরনের নির্মম প্রহসন, বা কৌতুক তা বুঝা যায়। আমরা দেখতে পাই এখানে ধ্বনি প্রবাহ ও ভাববস্তুর ধর্ম সদৃশ : ধ্বনিপ্রবাহ অধিকাংশ পঙক্তিতে ঘোষময়, কম্পনশীল; কথাবস্তুতে বুদ্ধিজাত ব্যঙ্গের সাথে হৃদয়জাত আবেগের মিশ্রণ ঘটেছে। ক, ঘ, র/ড়, র, ল, ক, ন, দ, স, হ দ্যোতিত ধ্বনিপ্রবাহ উদ্ধৃত পঙক্তিগুচ্ছে সৌন্দর্যাবেগ সঞ্চার করেছে এবং বর্তমান কথাবস্তু ক াব্য লোকের বস্তু হয়ে উঠেছে।

মালিনী ও সুন্দরকে ঘিরে বিদ্যার কাব্য ও কৌতুক ক্রীড়া কম রসমধুর নয়- ২২৭/৯-১৬ : (৯) নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।/ (১০) দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে।/ (১১) সেই সে আমার পতি যতদিনে পাই।/ সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই।/ (১৩) অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরি হাস।/ (১৪) মর লো নির্লজ্জ আই তুইত মাসাস।/ (১৫) আধ বুড়া হৈলি তুব ঠাট ঘাটে নাই।/ পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই॥।

Dhaka University Institutional Repository

নাতিনী, নাতিন- জামাই ও দিদিমা শ্রেণীয়াদের পারস্পারিক সম্পর্ক বাঙালী জীবন ও সংসারে যে হাস্য রসোজ্জ্বল নদী প্রবাহের জন্ম দেয় তার কাব্যগত চিত্র মেলে ১০, ১২, ১৫, ১৬ পঙক্তিতে। বিদ্যাসুন্দরের গোপন-প্রণয়, ভোগ- উপভোগের নাটক মালিনীর অজ্ঞাতে প্রতিরাতে অভিনীত হয়। সন্ন্যাসী রূপী চোর কবি সুন্দর রাজদরবারে এলে মালিনী শঙ্কিত হয়ে বিদ্যাকে তিরস্কার করে:- 'থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে'। উত্তরে বিদ্যা যে কথাগুলো রসিয়ে রসিয়ে বর্তমানে বলেছে তাতে বেদনাবোধ ও উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই, বরং নির্মল মৃদু হাস্যচ্ছটায় আলোকিত গৃহাঙ্গন চোখে পড়ে। বর্তমান অনুপ্রাসিত ধ্বনির সৌন্দর্য: ছ-র-ড়, স-ত-প, স-ন-র-ম, ন-র, ম-ল-ত-স, ব-ট, ভ-ন ধ্বনি যথাক্রমে ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ পঙক্তিতে পুনরাবৃত্ত হয়ে লৌকিক ধ্বনির জগতে সৌন্দর্য প্রবাহের জন্ম দিয়েছে :-

ড়-ভ ও র-ড় এর পট ভূমিতে ছ

প-ছ ও ছ-ব এর পট ভূমিতে ড়

ন-ছ ও ব এর পটভূমিতে র [২২৭/১০]

র-ন, ও ন-জ এর পটভূমিতে ট [২২৭/১৪]

ঠ-ঘ এর পটভূমিতে ট [২২৭/১৫]

ব-ল এর পটভূমিতে ভ,

ল-ত ও ত- জ এর পট ভূমিতে 'ন' [২২৭/১৬] দ্যোতিত ধ্বনি প্রবাহ লৌকিক কৌতুক স্নিগ্ধ পরিবেশকে বাস্তবের স্থূলতা মুক্ত করে কাব্যগত আনন্দময় বস্তুতে পরিণত করেছে।

সংস্কারপীড়িত লোকমানসও ভারতচন্দ্র কবির স্মিত হাস্যের তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ। ঝাড়- ফুঁক-যাদু - টোনা- মারণ-উচাটন- হাঁচি - কাশি টিকটিকি - মন্ত্র-ওঝা ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগে অসহায়, নির্বিত্ত, শিক্ষা বিবর্জিত মানুষের নৈসর্গিক বিপদতাড়নের একমাত্র অবলম্বন, নারদের কোন্দলের মন্ত্র রচনার পশ্চাতে লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কারই ক্রিয়াশীল। এসবে গুণাকর, কবি ভারতচন্দ্রের বিশ্বাসবোধ কিরূপ ছিল জানিনা, তবে ব্যঙ্গ কৌতুকময় ভঙ্গি থেকে অনুমিত হয়, বুকের গভীরে এসবের কোন স্পর্শ ছিলনা, অন্তত: পণ্ডিত কবির পক্ষে এসব সত্য বলে মনে করার মত বাস্তব কারণ অনুপস্থিত। বরঞ্চ আমাদের মনে হয়, মন্ত্র-তন্ত্র বিশ্বাসী লোকমানসের উপর ব্যঙ্গের আলো ফেলে, কাল-কালান্তরের বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে বিষয়টি স্বরূপে তুলে ধরাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য কোন্দলের মন্ত্র ভাববস্তু বা কথাবস্ত হিসেবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমাদের বিবেচ্য নয়, আমাদের বিবেচ্য, বিষয়টি কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা। বাঙলার বিবাহ উৎসবে কৌতুকরস, হাস্যরস পরিবেশনের প্রথা অনুসরণ করে ভারতচন্দ্র কবি নারদকে দিয়ে কৌতুক নাটক মঞ্চস্থ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এই কার্যক্রমে ঋষিলোক, দেবলোক অংশ গ্রহণ করায় ভিন্নতর মাত্রা প্রসঙ্গটিতে যুক্ত হয়েছে , দেবতা অষ্টাদশ শতকীয় বাঙালিতে পরিণত হয়েছে,] আমরা সংশ্লিষ্ট পঙক্তিগুচ্ছের অনুপ্রাসন ক্রিয়ার সাহায্যে এই অংশের কাব্যত্ব বুঝে নেয়ার চেষ্টা করব : ৪৩/৭-১৬ : (৭) "সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীনা যন্ত্র ।/ (৮) দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥/ (৯) আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব ।/ (১০) মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥/ (১১) বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া ।/ (১২) এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥/ (১৩) ঘুরূলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরলে ।/ (১৪) সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট এস চলে॥/ (১৫) এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায় ।/ (১৬) দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥"

'দাড়ি লড়ে ঘন পড়ে', 'আয়রে কন্দল তোরে ডাকে সদাশিব' 'ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া' 'দেখরে আসিয়া' 'সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাঁট এস চলে' 'দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়' ইত্যাদি কবিতাংশ মধ্যযুগীয় একজন বাস্তব ওঝার মানসলোক ও অবয়বের ধ্বনিগত রূপ। এই নিমির্তিতে কবির অনুপ্রাসন ক্রিয়া এরকম-

পৃঃ ভা.গ. পঙক্তি :

৪৩

৭ : ক$^{২}_{৪}$; ন/ণ$^{৩}_{১.২.১}$:

" " ৮ : দ$^{২}_{৯}$; ড়$^{৪}_{১.৩.৪}$; ল$^{২}_{৮}$; ন$^{২}_{৪}$:

" " ৯ : র$^{২}_{৫}$; ক$^{২}_{৬}$; দ$^{২}_{৬}$; শ/স$^{২}_{১}$:

" " ১০ : ম$^{২}_{৩}$; ক$^{২}_{৪}$; ত/থ$^{৩}_{২.৩}$; র/ড়$^{৩}_{১.০}$:

" " ১১ : ব$^{৩}_{৫.৪}$; ন$^{২}_{৫}$; ঝ$^{২}_{১}$; ক$^{২}_{০}$:

" " ১২ : য়$^{৩}_{১.৬}$; স$^{২}_{৬}$; ক/খ$^{২}_{২}$

" " ১৩ : ঘ $^{২}_{১০}$; র$^{৩}_{৮.১}$; ল$^{৪}_{৩.২.৩}$ [ঘুরূলে, ঘুরলে, ছেক]

" " ১৪ স$^{২}_{৯}$; ক$^{২}_{১}$: ল$^{২}_{৮}$; ট$^{২}_{৩}$: হ$^{২}_{৪}$:

" " ১৫ : ক/খ$^{২}_{৫}$; য়$^{২}_{৫}$:

" " ১৬ : র$^{২}_{১}$; য়$^{৩}_{০.০}$:

শুধুমাত্র আবৃত্তির সংখ্যার দিক থেকে সদৃশ ধ্বনি প্রবাহের পঙক্তিগুচ্ছ :

১১, ১২ পঙক্তি : [১টি করে ধ্বনি ৩-বার অপরগুলো ২-বার করে আবৃত্ত]

Dhaka University Institutional Repository

৯, ১৪, ১৫ পঙক্তি : [প্রত্যেকটি অনুপ্রাসিত ধ্বনি ২ বার করে আবৃত্ত]

৭, ১৬ পঙক্তি : [১ টি করে ধ্বনি ২ বার, ১ টি করে ধ্বনি ৩- বার আবৃত্ত]

পঙক্তি ১০, কিছুটা ৭, ১৬ এর সদৃশ। কারণ এখানে ২-বার, ৩-বার করে আবৃত্ত ধ্বনি সম সংখ্যক।

আবৃত্ত ধ্বনিগুলোর ধ্বনিগত পটভূমি :

৮ম পঙক্তি : দ-ল, ল-ঘ, প-ক এর পটভূমিতে 'ড়'

: ড়-ড়, দ-র - এর পটভূমিতে 'ল'

৯ম পঙক্তি : য়-ক, ত-ড এর পটভূমিতে 'র'

: র-ন, ভ-স এর পটভূমিতে 'ক'

: ক-দ, দ-ব এর পটভূমিতে শ/স

১০ম পঙক্তি : য়, ল-থ এর পটভূমিতে ম

: ড়-র, ক-দ এর পটভূমিতে ত

: ত-ক - এর পটভূমিতে র

১১ পঙক্তি : ন, ট-ন, র-স এর পটভূমিতে ব

: ন-ড়, ড়-ট- এর পটভূমিতে ঝ

: - ধ-র, এর পটভূমিতে ক

১৪ পঙক্তি : স-ক, ট-ত এর পটভূমিতে 'হ'

: হ-ল, ল-ট এর পটভূমিতে ক

: ক-ক, চ এর পটভূমিতে ল

: ক-হ, ঝ এর পটভূমিতে ট দ্যোতিত ধ্বনি

প্রবাহে নারদের কোন্দলের মন্ত্র লৌকিক স্থূলতা মুক্ত হয়ে কাব্যগত সৌন্দর্য অর্জন করেছে। কোন্দলের মন্ত্রে হয়ত কবি নির্মল হাস্যরসই পরিবেশন করতে চেয়েছেন, কিন্তু যেভাবে দেব-সমাজের বসন ও দেবত্ব কেড়ে নিয়েছেন তাতে করে কবিকে একেবারে নিরীহ মানুষ বলে ভাবা যায়না-

"আর জন বলে সই এই বটে সেটা।।

যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।

আই মা লো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা।।

সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঢেঁটা।

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা।।

[৪৩/২০-২৪]

.....

.....

এইরূপে কন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।

ভাকাভাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি।।''

[৪৪/৫-৬]

দিল্লীতে উৎপাত অনুষঙ্গে ভূতের উপদ্রব এবং ও ঝার মন্ত্রপাঠে কবি মানসের তীব্র জ্বালা যুক্ত হয়েছে, একথা বলা যায়। বিবিকে নিয়ে ভূতের কৌতুক ক্রিয়া সংস্কার পীড়িত মুসলিম ও হিন্দুমানসের প্রতিফলন। কবি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে শ্রদ্ধা করে নয়, ব্যঙ্গ করে তীব্র খোঁচায় জাগিয়ে তোলার জন্যই কাব্যগত ধ্বনি প্রবাহে বিষয়টিকে কাব্যগত ধ্বনি প্রবাহে সমর্পিত করেছেন। জাঁহাঙ্গীর- অন্নদা দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলিম মনের জড়বদ্ধতা, ক্ষয়,বন্ধ্যাত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। অবিকশিত সমাজচিত্ত ও চিত্তের পঙ্গুত্বকে নিয়ে হৃদয়হীনভাবে কবি কৌতুক করেছেন- (১) বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল/ (২) পেশ- বাজ ইজার ধমকে ছিড়া দিল॥/ (৩) চিতপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।/ (৪) কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥/ (৫) শুনি মিয়া তসবী কোরান ফেলাইয়া।/ দড়বড়বড় দিলা ওঝারে লইয়া [পৃ: ভা.গ. ৩১৪]

'বিবী' 'পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল' 'চিতপাত হয়ে হাত পা আছাড়ে' শুনি মিয়া তসবী কোরান ফেলাইয়া' 'দড়বড়রড় দিল' কবিতাংশ পরাভব- চিত্ততার প্রতিষেধক, সংস্কার কবলিত চিত্তের স্মারক। বিষয়টির কাব্যিক পঙক্তিগুচ্ছের অনুপ্রাসন ক্রিয়া-

পৃ: ৩১৪ ১ : ব/ভ$^{৩}_{০.৩}$; প$^{৩}_{৩.২}$; ল$^{৩}_{৩.৩}$:

২ : জ$^{২}_{০}$: র/ড়$^{২}_{৪}$: দ/ধ$^{২}_{৪}$:

৩ : চ/ছ$^{২}_{১০}$; ত$^{৩}_{১.৫}$; ব$^{২}_{০}$: হ$^{২}_{৩}$; প$^{২}_{৭}$:

৪ : ত$^{২}_{৬}$: দ$^{৩}_{১.১}$; ব$^{২}_{৩}$: ন$^{২}_{২}$:

৫ : শ/স$^{২}_{৪}$: ন$^{২}_{৭}$: য$^{২}_{৮}$:

৬ : র/ড়$^{৫}_{১.০.০.৩}$; ল$^{২}_{২}$:

শুধুমাত্র আবৃত্তির সংখ্যার দিক থেকে ধ্বনি প্রবাহের সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ :

ক : ২, ৫ [আবৃত্ত ধ্বনিগুলো ২-বার করে আবৃত্ত]

Dhaka University Institutional Repository

খ : ৩, ৪ [১টি করে ধ্বনি ৩-বার, অপরগুলো ২-বার করে আবৃত্ত]

তৃতীয় পঙক্তির 'প' চতুর্থ পঙক্তির 'ত' পঞ্চম পঙক্তির 'ন' ব্যতীত অনুপ্রাসিত প্রত্যেকটি ধ্বনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ফিরে ফিরে ধ্বনিপ্রবাহে উপস্থিত হয়েছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়, ৬ষ্ঠ পঙক্তিতে র/ড় দ্যোতিত ধ্বনি প্রবাহ। এখানে র/ড় পাঁচবার আবৃত্ত। পলায়নপর, ধাবমান ব্যক্তির গতিময়তার ধ্বনি প্রতীক র/ড় যেন বার বার ফিরে এসে ছুটে চলা রেখার ধ্বনি চিহ্ন অঙ্কন করছে। পুনরাবৃত্ত ধ্বনি চিহ্ন ভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে এভাবে জীবনান্দ দাশের হাতে- 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা'; 'র' ধ্বনির পুনরাবৃত্তি অতীতকালের প্রবহমান গতিকে বর্তমানের কোঠায় এনে দাঁড় করায়- 'র' ধ্বনি ইতিহাস গতির প্রতীক হয়ে উঠে। আমরা এই দুই কবির তুলনা করছিনে, আমরা দেখাতে চাইছি অনুপ্রাসিত ধ্বনিপ্রবাহ কিভাবে অবয়বহীন ভাবের প্রতীক হয়ে ওঠে- যা শ্রুতির কাছে ইন্দ্রিয় ঘনত্ব রূপের সত্যতা দাবি করে, মনের কাছে রসমধুর চিহ্ন এঁকে দেয়।

কাব্যের এই অংশে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব-দ্বেষ, জয়- পরাজয়ের ছায়া সম্পাত ঘটেছে বলে মনে করা হয়। আমাদের ধারণা হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-দ্বেষ দ্বন্দ্ব কবি চৈতন্যে কোন সমস্যা রূপে দেখা দিলে প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ যুদ্ধে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, ঐ যুদ্ধ মূলত মোঘল রাজ শক্তি হিন্দু সামন্ত প্রতাপাদিত্যের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল- সংঘটিত হয়েছিল জাগতিক প্রয়োজনে, মনুষ্যত্বের পোষণে [প্রবাদ আছে যে, বসন্তরায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিবসে পুরী প্রবেশ করিয়া প্রতাপ নিরস্ত্র পাইয়া তাঁহাকে তরবারীর আঘাতে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের দুই পুত্রও নিহত হন; কনিষ্ঠ নাবালক কচুরায় বাঁচিয়া গিয়া বাদশাহের দরবারে অভিযোগ করেন।..... রাজ্য বৃদ্ধির আকাঙ্খায় এই সময়ে পাষাণ হৃদয় প্রতাপ স্বীয় নাবালক জামাতা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্রকে হত্যা করিবার কল্পনা করেন ড. অরবিন্দ পোদ্দার : মানব ধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ : পৃ: ৩৭ : চতুর্থ মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৯৪ কলিকাতা] আসলে জাঁহাগীর -অন্নদা-দ্বন্দ্বে কবি পঙ্গু দেশ-জাতি সমাজ মানসকে উন্মেচিত করতে চান।°.. খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ভাবে ধর্মদ্বেষ -দ্বন্দ্ব সমাজে কখনো কখনো দেখা যেত, সেই ধরণের কোনচিত্র হয়ত কবি মানসে সুপ্ত ছিল। এটি সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের পরিচায়ক নয়- যুগ পরিবেশ এটি সমর্থন করেনা।

বিত্তের কারাগারে বন্দী ব্যক্তি- আত্মার ক্রন্দন মধ্যযুগে বসে শুনতে পেয়েছিলেন রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র; ব্যাপারটি বিস্ময়কর বা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। রাজনন্দিনী বিদ্যা রাজপুরীতে নিঃসঙ্গ, একাকী, বিস্তৃত মানব-সমাজমনের সাথে আত্মার যোগ, মনের যোগ বিচ্ছিন্ন। এমনকি নিকটজন, পিতা-মাতার সাথেও

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধনসূত্র নিবিড় নয়- 'বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে'। যৌবনোদ্গমে আত্মরতি চেতনা প্রবল।- সেকারণেই অন্তর্বাস্তবে হাহাকার, ব্যক্তিসচেতনতা ক্রিয়াশীল, 'চিরবিরহিনী/ মোর সমা কেবা আছে [২৩৯/১০] - আত্মারই জিজ্ঞাসা, যা বিচ্ছিন্নতা ও বিষণ্নতায় ধূসর। বিষয়টি রাজ নন্দিনীর চিত্তগত ও জীবনগত বেদনানুভবের সাথে জড়িত- শুধুমাত্র বয়:সুলভ আবেগ নয়। ২৩৯/১০-১১ চরণের ভাবসত্য অনুসরণ করে বোঝা যায়, বিচ্ছিন্নতা বোধটি তার অস্তিত্ব কাঁপিয়ে দিয়েছে। যদিও মায়ের কাছে গোপন প্রণয় ও প্রণয়ের ফসল আড়াল করার জন্য বাক বিভূতির আশ্রয় নিয়েছে, তবু বিষয়টি বাকসর্বস্ব নয়- বাকের সাথে মন অস্তিত্ব জড়িয়ে পড়েছে। ২৩৯/১০ চরণে শুধু ঘোষধ্বনি অনুপ্রাসিত হয়েছে। তার অর্থ ধ্বনিপ্রবাহ প্রবলভাবে কম্পনশীল, নিনাদী। চরণটি স্বগতো ভাবে উচ্চারণের সময়ে কবির স্বরতন্ত্রীও বোধ করি কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। অস্বীকার করিনে, কৌতুক করার প্রবৃত্তিও কবির মধ্যে সক্রিয় ছিল। কারণ ২৩৯/১২ চরণে এবংবিধ উচ্চারণ শুনি- 'কি করি বাঁচিয়া/ ভাবিয়া ভাবিয়া/ গুল্মা হইল বুঝি পেটে।' অবশ্য ২৩৯/১০-১১ চরণ যে বেদনাবোধের সংকেত দেয়, তাকে কোনক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া চলেনা।

আমরা এতক্ষণ, একটি মাত্র ব্যঞ্জন ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাস ভারতচন্দ্রের হাত দিয়ে যেভাবে জীবনের অঙ্গ-উপাদান স্পর্শ করেছে, কাব্যবস্তুতে লৌকিক বস্তুর উত্তরণ ঘটিয়েছে, তা অনুসরণের চেষ্টা করেছি।

১. ক.২

যে সব ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে, ক্রমানুসারে, বহুবার ধ্বনিপ্রবাহে উপস্থিত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে এবং লৌকিক বস্তুকে কাব্যবস্তুতে পরিণত করেছে এখন আমরা তাদের বুঝে নেব এবং এতদুপলক্ষে এই প্রজাতির বৃত্ত্যনুপ্রাসের প্রদর্শনী তুলে ধরছি।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
৪১ :	১ :	কুলু কুলু কুলু :	ক-ল: ত :	শিব চারিত্র্য. শিব বিবাহের গাত :
৮৪ :	২ :	কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে :	ক-ল : ৪ :	অন্নদার আবির্ভাবে প্রতিবেশের প্রতি ক্রিয়া :
২৩৪:	৩ :	কুল কলঙ্কিনী আকুল অকূল :	ক-ল : ৪ :	গর্ভ সঞ্চারে বিদ্যার উদ্বেগ ও কুলচেতনা :
২৪১:	৪ :	কালান্তকালের কাল :	ক-ল : ৩ :	বিদ্যার গর্ভ সঞ্চারে ক্রুদ্ধ রাজা :
২৫৮:	৫ :	কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান :	ক-ব : ৩ :	চোর কবি 'সুন্দর' -সৌন্দর্যে পুর সুন্দরীদের প্রতিক্রিয়া :
৮৪ :	৬ :	কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে :	ক-হ : ৪ :	অন্নদার আবির্ভাবে প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া :
১২৮:	৭ :	কুট কুটি কানকোটারি :	ক-ট : ৩ :	অন্নদার জরতী বেশ :
৯০ :	৮ :	কোশাকুশি কুশাসন :	ক-শ : ৩ :	বিষ্ণুভক্ত ব্যাস :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
১৭৮:	৯ :	কড়ি ফটকা চিড়া দই/ বন্ধু নাই কড়ি বই/ কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে :	ক-ড় : ৩ :	মালিনীর জীবন-দৃষ্টি ও যুগপ্রবৃত্তি:
১৭৮:	১০ :	কড়িতে বুড়ার বিয়া/ কড়ি লোভে মরে গিয়া/ কুল বধূ ভুলে কড়ি দিলে :	ক-ড় : ৩ :	মালিনীর জীবন দৃষ্টি ও যুগপ্রবৃত্তি :
৬৮ :	১১:	গর গর গর গরজে ফণী:	গ-র : ৪ :	ক্ষুধার্ত শিবের ভোজন ক্রিয়া ও অস্তিত্বের আলোড়ন :
১৬৭:	১৩ :	গুণসাগর নাগর রায় নগর দেখিয়া যায় :	গ-র : ৩ :	নগর পরিভ্রমণশীল চোর কবি সুন্দর:
১৬৭:	১৩ :	রূপের নাগর/গুণের সাগর/ অগুরু চন্দন গায় :	গ-র : ৩ :	নগর পরিভ্রমণশীল চোর কবি সুন্দর:
৮৪ :	১৪ :	গুণ গুণ গুণ গুণ ভ্রমর ঝঙ্কারে :	গ-ন : ৪ :	অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া :
৪৮ :	১৫ :	ঘর্ঘর ঘুরান ঘোর :	ঘ-র : ৩ :	সিদ্ধি ঘোটন [শিব-অনুষঙ্গী] :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
২১২:	১৬ :	ঘন ঘন ঘন সঘন :	ঘ-ন : ৪ :	বিদ্যা-সুন্দরের বিহার :
২৯২:	১৭ :	ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে :	ঘ-ন : ৪ :	মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, রুদ্র প্রকৃতি :
২২০:	১৮ :	ঘুনু ঘুনু ঘন ঘজ্ঘুর বোলে :	ঘ-ন : ৩ :	বিদ্যা সুন্দরের বিপরীত বিহার :
৩৪০:	১৯ :	ঘন বাজে ঘুনু ঘুনু :	ঘ-ন : ৩ :	অন্নদার পূজায় পুরসুন্দরীদের আনন্দময় অভিব্যক্তি :
৩০ :	২০ :	চরাচরে চর গো :	চ-র : ৩ :	শিব বিবাহের মন্ত্রণা,অন্নদা স্তর :
৬৮ :	২১ :	চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া :	চ-ক : ৩ :	ক্ষুধার্ত মানুষের ভোজন ক্রিয়া :
১৯৫:	২২ :	কে জানে যে জানা জানি সুজনে সুজনে : [সুজনে সুজনে : ছেক জানা জানি : ছেক]	জ-ন : ৫ :	বিদ্যা-সুন্দর সাক্ষ্যাতে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া :
৩১৩:	২৩ :	ঝন ঝন ঝননন :	ঝ-ন : ৩ :	রণরঙ্গিনী অন্নপূর্ণার রণোন্মত্ত সৈন্য :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
২২০:	২৪ :	ঝন ঝন ঝন কঙ্কন বাজে :	ঝ-ন : ৩ :	বিদ্যা সুন্দরের বিপরীত বিহার :
২১৩:	২৫ :	অঝড় ঝড়াঝড় :	ঝ-ড় : ৩ :	বিদ্যা-সুন্দরের বিহার :
২৯২:	২৬ :	ঝড় বহে ঝড় ঝড় :	ঝ-ড় : ৩ :	মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি, রুদ্র প্রকৃতি :
২৯২:	২৭ :	ঝড়ঝড়ি ঝড়ের :	ঝ-ড় : ৩ :	মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি, রুদ্র প্রকৃতি:
২২১:	২৮ :	ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম :	ঝ- র : ৩ :	বিদ্যা-সুন্দরের বিপরীত বিহার
৬৮ :	২৯ :	ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী :	ঝ-র : ৩ :	ভোজন তৃপ্ত শিবের অস্তিত্বের আলোড়ন :
৩৯ :	৩০ :	ঝুপ ঝুপ ঝাপ :	ঝ-প : ৩ :	ভূত প্রেতগণের নৃত্য :
৩১৩:	৩১ :	ঠণ ঠণ ঠণণণ :	ঠ-ণ : ৩ :	অন্নপূর্ণার সৈন্য:
৪১ :	৩২ :	ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল :	ঢ-ল : ৩ :	শিব বিবাহ, শিবগীত, শিব সৌন্দর্য :
৪১ :	৩৩ :	তক-তক তক রজনী রাজ :	ত-ক : ৩ :	শিব বিবাহ, শিবগীত, শিব সৌন্দর্য :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
৬৮ :	৩৪ :	তর তর তর চাঁদমণ্ডল :	ত-র : ৩ :	ভোজন তৃপ্ত শিব অস্তিত্বের আলোড়ন :
৪১ :	৩৫ :	রুদ্র তালে তাল দেই বেতাল :	ত-ল : ৩ :	শিব সৌন্দর্য :
২৮৪:	৩৬ :	তিল নাহি সহে তালে বেতাল :	ত-ল : ৩ :	সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনায় বিদ্যার মানস ক্রিয়া :
২৭৮:	৩৭ :	থির কর থরথর কাঁপি :	থ-র : ৩ :	কালিকাস্তুতি, আবেগকম্পিত সুন্দর মানস :
২৬০:	৩৮ :	বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত :	দ-ন : ৩ :	বৃদ্ধপতি, তরুণী ভার্যার দৃষ্টিতে :
৬৮ :	৩৯ :	দপ দপ দপ দীপয়ে মণি :	দ-প : ৪ :	ক্ষুধার্ত শিবের ভোজন, অস্তিত্বের আলোড়ন :
৩৯ :	৪০ :	দুপ দুপ দাপ :	দ-প : ৩ :	শিব বিবাহ যাত্রায় ভূত প্রেতের তাণ্ডব :
৩১ :	৪১ :	ত্রিদিবে প্রধান দেব দেব দেব শিব :	দ-ব : ৪ :	শিব বিবাহের মন্ত্রণা, শিবগুণ

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
৪১ :	৪২ :	ধক ধক ধক দহন সাজ :	ধ-ক : ৩ :	শিব সৌন্দর্য :
৬৮ :	৪৩ :	ধক ধক ধক ভালে অণল :	ধ-ক : ৩ :	ক্ষুধার্ত শিবের ভোজন ও অস্তিত্বের আলোড়ন :
৩৪ :	৪৪ :	ধক ধক ধক জ্বলে :	ধ- ক : ৩ :	রুদ্র শিবের রুদ্রমূর্তি, [কাম ভস্ম]
২৩ :	৪৫ :	ধক ধক ধক ধ্বক জ্বলে বহ্নি :	ধ-ক : ৪ :	সতীর দেহত্যাগে রুদ্র শিবের রুদ্র মূর্তি :
২১২:	৪৬ :	নিতম্ব ধরাধর অধর ধরাধরি:	ধ-র : ৫ :	বিদ্যা সুন্দরের বিহার :
১২০:	৪৭ :	ধিরি ধিরি ধিরি :	ধ-র : ৩ :	ব্যাসের উদ্দেশ্যে কবির স্বগতোক্তি:
২৪৭:	৪৮ :	ধুমকেতু আপনি হইল ধাম ধূমি :	ধ-ম : ৩ :	কোটালগণের স্ত্রীবেশ,কৌতুক-প্রিয় কবি মানস
২৪৯:	৪৯ :	ধুমকেত ধামধুমী ধূম ধাম চায় :	ধ-ম : ৫ :	চোর কবি সুন্দর সন্ধানী ক্রুদ্ধ কোটাল :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
১০৭:	৫০ :	নগনন্দিনি/ সুরবন্দিনি/ রিপু নিন্দিনি : [নন্দিনি, নিন্দিনি : ছেক]	ন্দন : ৩ :	অন্নদাগুণ, অন্নদাস্তব :
১২৫:	৫১ :	গজানন/ষড়ানন/ সঙ্গে করি পঞ্চানন :	ন-ন : ৩ :	অন্নদার পরিবারিক পরিবেশ :
২৮৫:	৫২ :	লপট লটপট/ ঝপট ঝটপট রচিত কচজট :	প-ট : ৪ :	বিদ্যা- সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশ :
৩১৩:	৫৩ :	লপটে ঝপটে/ দপটে রপটে/ ঝড় বহে খরতর :	প-ট : ৪ :	দিল্লীতে ভূতপ্রেতের তাণ্ডব, রুদ্র প্রকৃতি :
২১৯:	৫৪ :	ভাল পড়া পেয়েছিল/ ভাল পড়া পড়াইল :	প-ড় : ৩ :	বিপরীত বিহার প্রসঙ্গে বিদ্যার কৌতুকোচ্ছল মনোবাস্তব :
২৩ :	৫৫ :	ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ : [ববম্বম ববম্বম : ছেক ববম বম ববম বম : ছেক, ব বম বম ব বম বম : বৃত্ত্যনুপ্রাস ম্ব ম্ব, ছেক]	ব-ম : ৪ :	রুদ্রমূর্তিতে শিবের দক্ষালয় যাত্রা :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
১২৯:	৫৬ :	তুমি বিশ্বকর্ম্মা/ জান বিশ্বমর্ম্মা/ তোমাতে বিশ্বপ্রকাশ :	ব-শ্ব : ৩ :	ব্যাসকৃত বিশ্বকর্মাস্তব :
১২১:	৫৭ :	তুমি বিশ্ব গড়/ তুমি বিশ্বে বড়/ তেঁই বিশ্বকর্ম্মা নাম :	ব-শ্ব : ৩ :	ব্যাস কর্তৃক বিশ্বকর্মার গুণ বর্ণনা :
২৩ :	৫৮ :	ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে : [ভভ ম্ভম ভভম্ভম : ছেক ভভম ভম ভভম ভম : ছেক, ভ ভম ভম ভ ভম ভম : বৃত্ত্যনুপ্রাস]	ভ-ম : ৪ :	রুদ্র মূর্তিতে শিবের দক্ষালয় যাত্রা :
৪১ :	৫৯ :	ভবানীর ভাবে ভব :	ভ-ব : ৩ :	ভবানী প্রণয়াসক্ত শিব :
১৪৪:	৬০ :	ভবানী যে বলে/ এ ভবমণ্ডলে/ ভবনে ভবানী তার [ভ-ব : ৪]	ভ-ব-ন: ৩ :	অন্নদাগুণ :
১০৭:	৬১ :	জয়কারিণি/ ভয়হরিণি/ ভবতারিণি :	র-ণ : ৩ :	অন্নদা গুণ :
২২০:	৬২ :	রন রণ রণ নূপুর :	র-ণ : ৩ :	বিদ্যা-সুন্দরের বিপরীত বিহার :
২৩৮:	৬৩ :	রাজার ঘরণী/ রাজার জননী/ রাজার শাশুড়া হব:	র-জ-র : ৩ :	বিদ্যার অবৈধ গর্ভসঞ্চারে রাণীর খেদ :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
২৭০:	৬৪ :	রাধা সে ধেয়ান/রাধা সে গেয়ান/ রাধা সে মনের সাধা :	র-ধ : ৩ :	রাধাগীত, বিদ্যা প্রণয় প্রসঙ্গ :
৪০ :	৬৫ :	লক লক লক জিহি :	ল-ক : ৩ :	শিব বিবাহে প্রেতগণের তাণ্ডব:
১০৮:	৬৬ :	জট জালিনি/ শিরমালিনি/ শশিভালিনি/ সুখশালিনি/ করবালিনি গো :	ল-ন : ৫ :	অন্নদাগীতি, অন্নদা গুণ :
১২৮:	৬৭ :	হেরি হরি হর হারে :	হ-র : ৪ :	কবির অন্নদাস্তব:
৪১ :	৬৮ :	হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল:	হ-ল : ৩ :	শিববিবাহ গীত, শিব চারিত্র্য
৪৬ :	৬৯ :	কুতূহলে হুলাহুলি দেয় :	হ-ল : ৩ :	এয়োস্ত্রীগণের উল্লাস : শিবের মোহন বেশ :
১০৮:	৭০ :	শিবগেহিনী শিবদেহিনি শিবরোহিনি শিবমোহিনি শিব সোহিনি গো :	হ-ন : ৫ :	অন্নদাগীতি, অন্নদাগুণ :
১০৮:	৭১ :	শিবগেহিনী শিবদেহিনি শিবরোহিনি শিবমোহিনি শিব সোহিনি গো :	শ-ব : ৫ :	অন্নদাগীতি, অন্নদাগুন :
৫০ :	৭২ :	সশীলা হইয়া/ শিলায় জন্মিয়া শিলাময় হিয়া :	শ-ল : ৩ :	অন্নদাগীতি, অন্নদাগুণ :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
৬৮ :	৭৩ :	সর সর সরে বাঘের ছাল :	স-র : ৩ :	ক্ষুধার্ত শিবের ভোজন অস্তিত্বের আলোড়ন :
৩০ :	৭৪ :	অসার সংসার সারা :	স-ব : ৩ :	অন্নদাগুণ, অন্নদাস্তব
১০৮:	৭৫ :	গনতোষিণি ঘনঘোষিণী হঠদোষিণি শধরোষিণি গৃহ পোষিণি গো :	ষ-ন : ৫ :	অন্নদাগীতি, অন্নদগুণ :
১০৮:	৭৬ :	মৃদুহাসিনি মধুভাষিণী খলনাশিনি গিরিবাসিনি ভারতাশিনি :	স-ন/ষ-ণ/ শ-ন/স-ন/ শ-ন : ৫ :	অন্নদাগীতি, অন্নদগুন :
২৫০:	৭৭ :	সাবাসি সাবাসিরে হর সাবাসি ফুলবাণ :	স-ব-স : ৩ :	কামোন্মত্ত চোর কবি সুন্দরের প্রতি কবি ভারতচন্দ্রের স্বগতোক্তি :
৪৮ :	৭৮ :	সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল :	দ্ধ : ৩ :	নেশাসক্ত শিব :
৪৮ :	৭৯ :	নয়নে ধরিল রঙ্গ/ অলসে অবশ অঙ্গ/ লটপট জটাজুট গঙ্গা :	ঙ্গ : ৩ :	নেশাসক্ত শিব :
৮১ :	৮০ :	উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর :	স্ত : ৩ :	ধ্যানমগ্ন শিব :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ.	উদা: ক্রম : নং	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/পদগুচ্ছ :	অনুপ্রাসিত ধ্বনি ও ধ্বনির আবৃত্তির সংখ্যা	অনুপ্রাসনের বিষয়
২৪ :	৮১ :	রাজ্যখণ্ড লন্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে :	ণ্ড : ৩ :	দক্ষযজ্ঞনাশ, রুদ্রশিব :
২৩ :	৮২ :	বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ :	ক্ষ : ৩ :	রুদ্রশিব :
৪৭ :	৮৩ :	গুনি নন্দী মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে :	ন্দ : ৩ :	সিদ্ধি প্রসঙ্গে নন্দীর উল্লাস :
২০৮:	৮৪ :	সখীগণ সঙ্গে/ গায় নানা রঙ্গে/ অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চারে :	ঙ্গ : ৪ :	বিদ্যাসুন্দরের মিথুন পরিবেশ :
২১৪:	৮৫ :	রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে :	ঙ্গ : ৩ :	বিদ্যাসুন্দরের রমণ :
২২৯:	৮৬ :	সাঙ্গ হৈল রতিরঙ্গ/সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ/ রাঙ্গা আখি :	ঙ্গ : ৪ :	বিদ্যার রসশ্রমক্লান্ত সুখাবেশ:
১৬১:	৮৭ :	বাইশী লস্কর সঙ্গে/ কচুরায় লয়ে রঙ্গে/ মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা:	ঙ্গ : ৩ :	মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন :
১০০:	৮৮ :	তরঙ্গ ভঙ্গিত/ ভুজঙ্গ রঙ্গিত/ কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাভার :	ঙ্গ : ৪ :	ব্যাসের শৈব রূপ ধারণ :
৫৬ :	৮৯ :	এ বড় বিষম ধন্দ/ যত করি ছন্দ বন্দ/ ভালভাবি হয় মন্দ/ পড়িনু প্রমাদে :	ন্দ : ৪ :	জগৎ জটি লতায় বিমূঢ় কবি চিত্ত :

প্রদত্ত তালিকায় দেখা যায় শিব- অন্নপূর্ণা, বিদ্যা- সুন্দরের রূপ- সৌন্দর্য- রমণক্রিয়া, পুরসুন্দরীদের আনন্দময় বিচরণ, বাস্তব সমাজ - সম্পর্কে বৃদ্ধ মানুষ- হীরা মালিনী, বৃদ্ধপতি, স্বার্থকামাসক্ত মানুষ, ব্যাস, রাজা- সামন্ত-

Dhaka University Institutional Repository

কোটাল অনুষঙ্গে ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বহুবার আবৃত্ত হয়ে বৃত্ত্যনুপ্রাস নির্মাণ করেছে। শিব : ১, ১১, ১৫, ২১, ২৯ ,৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪,৩৫, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৫, ৫৮, ৫৯, উদাহরণের ধ্বনিপ্রবাহ শিবের অন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তবকে অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় কাব্যবস্তু করে তুলেছে। ভভম্ভম, ভভম্ভম (উদা: ৫৮) ধক ধ্বক ধক ধ্বক (উদা: ৪৫), ধক ধক ধক (উদা: ৪৪), ববম্বম, ববম্বম (উদা : ৫৫) বস্তুজগতের ধ্বনি ও ক্রিয়ার অনুকৃতি; 'ভম' 'বম' মেঘ গর্জনের এবং ধক ধক ভয়ঙ্কর অগ্নিপ্রবাহের অনুকৃতি। কবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছেন রুদ্র দেবতার রৌদ্রগম্ভীর রূপ, অবলম্বন করছেন ধ্বন্যাত্মক (ব্যাকরণিক পরিভাষা) শব্দের পুনরাবৃত্তির কৌশল। দক্ষের শিব-নিন্দায় সতী দেহত্যাগ করেছেন, অভিমানে, অপমানে, লজ্জায়। সতী-বিরহী শিব রূপান্তরিত হলেন রুদ্র দেবতায়, যেদিন ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যান পুষ্প ধনুতে ভেঙ্গে দিয়েছিল কাম, সেদিনও জেগে উঠেছিলেন রুদ্র। এই রৌদ্রময়তা এমন শব্দ বা পদের আশ্রয় নেয়, অনিবার্যভাবে যা বস্তুজগতের ধ্বনি ও ক্রিয়াকে অনুকরণ করে, অর্থকে নয়। অর্থের স্বচ্ছতা, সুনির্দিষ্টতা, সীমাবদ্ধতা এই ভয়ঙ্কর রূপের অবয়ব দানে হয়ত সক্ষম নয়, অন্তত: আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে একথা বর্তমানে বলা যায়। ধ্বনি ধর্মের দিক থেকে দেখা যায় ধ্বনিপ্রবাহ প্রানময় নিনাদী। ভভম্ভম এর 'ভ' মহাপ্রাণ ঘোষ, 'ম' অল্পপ্রাণ ঘোষ; ববম্বম এর 'ব' ও 'ম' অল্পপ্রাণ ঘোষ। ধ্বক এর 'ধ' মহাপ্রাণ ঘোষ, 'ক' অল্পপ্রাণ অঘোষ। বিপরীত বিন্যাসের কারণে ধ্বনির ঘোষময়তা উদ্বেল, গুরুগম্ভীর, গর্জন ও কম্পনশীল হয়ে উঠে ক্রুদ্ধ দেবতার অস্তিত্বের স্বরূপটিকে ধারণ করতে পেরেছে। ঝুপ ঝুপ ঝাপ (উদা : ৩০; ঝ-প), দুপ দুপ দাপ (উদা : ৩৯: দ-প), লক লক লক (উদা : ৬৫ : ল-ক) শিবানুষঙ্গী ভূত প্রেতিনীগণের তাণ্ডব নৃত্য প্রমূর্ত করে, প্রাকৃত জগতের বিচিত্র ধ্বনি দ্যোতনার মাধ্যমে। ঝুপ ঝুপ ঝাপ ও দুপ দুপ দাপ দ্রুত তাল ও ছন্দের অবিরাম পদক্ষেপ অনুরণিত করে। এই পদক্ষেপ রুদ্রনটরাজের বিবাহ যাত্রায় আনন্দপ্রবাহে বেসামাল, অস্থির ভূত প্রেতনীর। লক লক লক লোলুপ জিহবার আগ্রাসী স্বভাব ব্যঞ্জিত করে। লক এর পুনরাবৃত্তিতে 'আগ্রাসন' আনন্তসময়ের পটে স্থাপিত হয়। গর গর গর গরজে (উদা : ১১), চকু চুকু চুকু (উদা : ২১) ঝর ঝর ঝরে (উদা: ২৯), তর তর তর (উদা : ৩৪), দপ দপ দপ দীপয়ে (উদা : ৩৯), ধক ধক ধক (উদা : ৪৩), সর সর সরে (উদা : ৭৩), পদগুচ্ছ ক্ষুধার্ত শিবের তৃপ্তিময় ভোজনক্রিয়ার দ্যোতক। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বিবেচনায় রেখে বলা যায়, বাস্তবে বোধ করি কবি এই ক্ষুধা ও ক্ষুধার অন্ন অস্তিত্বের সঙ্গে সামগ্রিক সম্পর্কে উপলব্দি করেছিলেন। তাই দরিদ্র, ক্ষুধার্ত শিবের সমগ্র জৈব অস্তিত্ব — শিরে জাহ্নবী, কণ্ঠে ফণী, কপালে চন্দ্রমণ্ডল, অনল, অঙ্গে বাঘছাল প্রত্যেকেই জেগে উঠেছে। 'তর তর' চন্দ্রালোক প্রবাহের, 'ঝর ঝর ঝর' গঙ্গাধারার, 'দপ দপ দপ' প্রোজ্জ্বল মণিরশ্মির প্রকাশক। 'গর গর গর গরজে' ক্ষুব্ধ প্রাণ সর্পের । 'চুক চুক চুক' 'তর তর তর' 'দপ দপ দপ দীপ' 'ধক ধক ধক' 'সর সর সরে' ব্যঞ্জনগুচ্ছে ঘোষ/ অঘোষের পাশাপাশি অবস্থানে

Dhaka University Institutional Repository

দুটি বিপরীতধর্মী ধ্বনি প্রবাহের জন্ম দেয়। 'ঝর ঝর ঝরে' 'গর গর গর গরজে' ধ্বনিগুচ্ছ ঘোষময়, নিনাদী, প্রবলভাবে কম্পনশীল- স্বরতন্ত্রীতে কম্পনতুলে এদের জন্ম। ভোজন তৃপ্ত শিবও ভেতরে ভেতরে প্রাণময়তায় জেগে উঠেছিলেন, কেঁপে উঠেছিলেন। ক্ষুধার্ত মানুষের ভোজনতৃপ্ত আচরণ কবির বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল। শিব প্রসঙ্গে এসে সেই বাস্তব উপাদান, ভিন্ন স্বভাবের ব্যঞ্জন গুচ্ছের পুণ:পুণ: উপস্থিতির ক্রিয়ায় কাব্যলোকের বস্তু হয়ে উঠেছে। কাব্য পঙক্তিতে বার বার উপস্থিত হয়ে ৪১ উদাহারণে 'দ-ব' ভক্তিনত চিত্তকে এবং ৫৯ উদাহরণে 'ভ-ব' শিবের প্রণয়াবিষ্ট চিত্তকে ব্যঞ্জিত করে। ১৫ উদাহরণে 'ঘ-র' ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে সিদ্ধি ঘোটনের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত। ১, ৩২, ৩৩, ৪২, ৬৮ উদাহরণ সম্মিলিত ভাবে রুদ্রদেবতার রৌদ্রময় সৌন্দর্যের দীপায়ন ঘটিয়েছে : বর্তমান পঙক্তিগুচ্ছ

"তক তক তক রজনি রাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল
হুলু হুলু হুলু যোগিনী বোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল
প্রমথ প্রমথ সঙ্গিয়া।

[পৃ : ভা. গ. ৪১]

বর নটবর মহাদেব। তাঁর রূপৈশ্বর্য নবঘনশ্যাম কৃষ্ণের মত নয়, কিংবা দুর্বাদল শ্যাম রামেরও সদৃশ নয়।' দুর্বাদল, নবঘন সরস - সজল- স্নিগ্ধ। মহাদেব রুদ্রদেবতা বলে যেমন রুদ্র, ভয়ঙ্কর, তেমনি সুন্দর। এ সৌন্দর্য ভয়ঙ্করের সৌন্দর্য। পুরাণ, প্রথা, লৌকিক বিশ্বাস ও নানা দিগদেশাগত ধারণাকেই কবি অবলম্বন করেছেন কাব্যগত চরিত্রের অবয়ব নির্মাণে। কিন্তু ধ্বন্যাত্মক ব্যঞ্জনগুচ্ছ কবির মানসচেতনাকে এমনভাবে চিহ্নিত করেছে, যাতে বুঝতে কষ্ট হয়না, মধ্যযুগের সীমায়ন প্রায় বিধবস্ত, দহন সাজ- ধক ধক, নয়ন- ঢুলু ঢুলু, প্রতিবেশে যোগিনী ডাকিনীর 'হুলু হুলু' কুলু কুলু' ধ্বনি: যার সাজ দহন করে, তারই শিরে 'বিমল চপল গঙ্গিয়া। চাঁদের স্নিগ্ধ লাবণ্য, অণল প্রবাহের দাহিকাশক্তি, গঙ্গার শীতল প্রবাহ একত্রে মিশে মিশে অনাস্বদিত সৌন্দর্যময় রূপ-রসের জন্ম দেয়। স্বগতোভাবে কবি যখন রূপ-মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন, তখন আবেগে স্বরতন্ত্রী কেঁপে উঠেছিল- 'ঢুলু ঢুলু ঢুলু ' হুলু হুলু হুলু ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনিপ্রবাহ এ মন্তব্যের পক্ষে স্বাক্ষর দেয়। ধ্বনি আমাদের মানসাবস্থার চিহ্নায়ন ঘটায়- একথা যদি সত্য হয়, তাহলে এ স্বাক্ষরও সত্য। 'ঢ' ঘোষ মহাপ্রাণ, 'ল' নিনাদী, অতএব

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনি প্রবাহ যেমন কম্পনশীল, তেমনি প্রাণময় । 'তক তক তক অঘোষ ধ্বনি প্রবাহ; 'ধক ধক ধক' কুলু কুলু কুলু' ঘোষ/ অঘোষ বিপরীত স্বভাবী ধ্বনি প্রবাহের যুগ্মধারা। ধ্বনি ধর্মের বৈপরীত্য শিব-চরিত্রের বৈপরীত্যের - দহন স্নিগ্ধতা, কোমলতা- কাঠিন্যের সমান্তরাল। সৌন্দর্যায়ন ক্রিয়ায় প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে রৌদ্রময় সৌন্দর্য। এখানে কালাতিক্রান্ত সৌন্দর্য নিয়ে কবির আবির্ভাব।

অন্নদা : ২, ৬, ৭, ১৪, ১৭, ২০, , ২৩, ৩১, ৩৭, ৫০, ৫১, ৫৩, ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৬ উদাহরণের ব্যঞ্জনগুচ্ছ অন্নদার বিচিত্র রূপ ও অনুষঙ্গে ধ্বনিত। ক্ষুধা-জর্জর বিষণ্ন প্রতিবেশ অন্নদার আবির্ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু তেল-নুন- লাকড়ীবদ্ধ প্রয়োজনের জীবন নয়, অপ্রয়োজনের আনন্দমুগ্ধ জীবনভূমিও আবেগে কম্পিত। ২, ৬, ১৪ উদাহরণের ক-ল, ক-হ, গ-ন ব্যঞ্জনগুচ্ছের বহুল উপস্থিতি এই ভাবটি প্রকাশের পোষকতা করে। 'কল কোকিল' বকুল ফুলের অলিকুল, কুহু কুহু কোকিল কূজন ক্ষুধার্ত জগতের আবশ্যিক বিষয় নয়। কবি হয়ত ক্ষুধারিক্ত বাস্তব থেকে রস-সৌন্দর্যের জগতে জীবনকে পূর্ণরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। ভাববস্তু যেমন আনন্দাবেগে কম্পিত ধ্বনিপ্রবাহ তেমনি ঘোষময়, কখনো কখনো প্রবলভাবে ঘোষময় ; 'ক-ল' এর ক-অঘোষ, ল-ঘোষ; 'ক-হ' এর ক অল্পপ্রাণ অঘোষ, হ মহাপ্রাণ ঘোষ,; 'গ-ন' এর প্রবাহটি সম্পূর্ণরূপে ঘোষময়। অর্থাৎ বিষয় ধর্ম ও অনুপ্রাসিত ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনি ধর্ম সদৃশ। ২৩, ৩১, ৩৭ উদাহরণে 'ঝন ঝন' ঠন ঠন' থর থর' শব্দমালা অন্নপূর্ণার ভয়ঙ্কর রূপ উন্মোচিত করে। এসব ধ্বন্যাত্মক শব্দগুচ্ছ শ্রুতিপথে এসে ভাবসত্যকে বাস্তব সদৃশ রূপ দান করে। কালিক যুদ্ধ বিগ্রহের অভিজ্ঞতা কাব্যকলায় প্রবর্তনামূলক ভূমিকা নিয়েছে। 'থির কর থর থর কাঁপি'তে 'থ-র' বঞ্জনগুচ্ছ অসহায় ভীতসন্ত্রস্ত মানসের প্রতিক্রিয়া হলেও ভয়ঙ্করেরও দ্যোতক। র-ধ্বনি কম্পনজাত ধ্বনি; - 'থর থর ' কম্পনশীল অস্তিত্বের ধ্বনিরূপ। এখানেও ধ্বনি ও ভাব সমধর্মে দীক্ষিত। ' লপটে ঝপটে দপটে রপটে (উদা : ৫৩) যে ঝড় উঠেছে তা-ও ভয়ঙ্করী অন্নদার ভয়ঙ্কর রূপ। ধ্বনি এখানেও ধ্বন্যাত্মক।৭ উদাহরণের ক-ট ব্যঞ্জনগুচ্ছ জরতী- অন্নদার সাথে সাথে বাস্তবের জীর্ণ-শীর্ণ - ক্ষীণ মানবী শরীরকেও ধ্বনিপ্রবাহে স্থান দেয়। 'কুটকুটি কান কোটরি'র কিলিবিলি' শুধু বিন্যস্ত ধ্বনি সমষ্টি নয়, জীবন্ত বৃদ্ধার প্রতীকও বটে। ৬৬, ৭০, ৭৫, ৭৬ উদাহরণে 'ল-ন' 'হ-ন' 'ষ-ন' 'শ-ন' 'স-ন' ব্যঞ্জনগুচ্ছ সম্মিলিত ভাবে অন্নদার বিচিত্রগুন ধ্বনিপ্রবাহে অধিবাসিত করে।- মাথায় জটাজাল, কণ্ঠে মুণ্ডমালা, ভালে শশী। অন্নপূর্ণা শিবগেহিনি- দেহিনি - রেহিনি- সেহিনি- মোহিনী, এটি শিব অনুষঙ্গে অন্নদার সত্তাগত পরিচয়। আসলে বাঙালি জীবনে পত্নী, পতি-জীবনের কত অংশ জুড়ে থাকে এটি তার স্মারক। 'হ-ন' ব্যঞ্জগুচ্ছ বার বার এসে এই অঙ্গাঙ্গী ভাবটি পাঠকের কানে একটানা সুরে উচ্চারণ করতে থাকে। 'গণতোষ' 'ঘনঘোষ' 'হঠদোষ' 'শঠরোষ' 'মৃদু হাস' 'মধুভাষ' 'খলনাশ' 'গিরিবাস' ইত্যাদি গুণগুলো 'ষ-ন' 'শ-ন 'স-ন' ব্যঞ্জনগুচ্ছের বহুল উপস্থিতিতে প্রবহমান ধ্বনিস্রোতে মিশে গেছে। ধ্বনিপ্রবাহ ও

Dhaka University Institutional Repository

বাক্তিক গুণধর্ম একাঙ্গীভূত। কাব্যাংশটি উদ্ধৃত করা হল- "জট জালিনি শিরমালিনি/ শশিভালিনি সুখশালিনি/ করবালিনি গো।/ শিব-গেহিনি শিবদেহিনি/ শিবরোহিনি শিবমোহিনি/ শিব-সোহিনি গো।/ গনতোষিনি ঘণঘোষিণি/ হঠদোষিনি শঠরোষিণি/ গৃহপোষিণি গো।/ মৃদুহাসিণি মধুভাষিণি/ খলনাশিনি গিরিবাসিনি/ ভারতাশিনি গো॥"

[পৃ: ভা.গ. ১০৮]

৬০.৭২.৭৫ উদাহরণের 'শ-ল' 'ভ-ব' 'স-র' ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুন :- পুন: উপস্থিতি ভক্তি নিবেদিত চিত্তের আবেগ ও অন্নপূর্ণার গুণ-মহিমা ধ্বনিপ্রবাহে সমর্পিত করে।

বিদ্যা-সুন্দর :- ৩, ৪, ৫, ১২, ১৩, ১৮, ২২, ২৪, ২৫, ২৮, ৩৬, ৪৬, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৬৪ উদাহরণ চোর কবি 'সুন্দর ও বিদ্যানুষঙ্গী। সুন্দরের গুণ ও সৌন্দর্য (উদা : ১২, ১৩) , বিদ্যাসুন্দরের রমণসৌন্দর্য (উদা : ১৮ ২৪, ২৫, ২৮, ৪৬, ৬২,), সুন্দর -দর্শনে পুরবালার বিমুগ্ধতা (উদা : ৫), বিদ্যা-সুন্দরের সাক্ষাতে পারস্পরিক অন্তরাবেগের মন্থন (উদা : ২২), দেহের দেউলে বাসনা প্রদীপ জ্বেলে বিদ্যার কৌতুক (উদা : ৫৪), সমজবিগর্হিত প্রণয়-সঞ্চার ও পরিণামে গর্ভসঞ্চারে বিদ্যার উদ্বেগ (উদা : ৩), সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুন্দরের প্রেম ব্যাকুলতা (উদা : ৬৪), বিদ্যা-সুন্দরের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী বেশ (উদা : ৫৩) , বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় বিদ্যার হৃদয়ার্তিকে (উদা : ৩৬) গ-র, ঘ-ন, ঝ-ন, ঝ-ড়, ঝ-র, ধ-র, র-ন, ক-ব, জ-ন, প-ড়, ক-ল, র-ধ, প-ট, ত-ল ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনিপ্রবাহ কাব্যত্ব দান করেছে, সুন্দরের রূপ-গুণ,-সৌন্দর্য আবেগের বিষয়; 'গ-র' ব্যঞ্জনগুচ্ছ ঘোষময়, নিনাদী: এর প্রবাহ কম্পনশীল। নর-নারীর প্রথম দর্শনের আবিষ্টতা অন্তর্বাস্তবে প্রবল আলোড়ন তোলে, বিদ্যা-সুন্দরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেনি; 'জ-ন' ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনিপ্রবাহ নিস্তরঙ্গ নয়, স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে এর জন্ম। মানব- মানবীর, বিদ্যা-সুন্দরের রমণ ব্যাপারটি অস্তিত্বের শেকড়ের সঙ্গে জড়িত: একে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রাণ-প্রজাতির পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয়নি। বোধ করি তাই, বিষয়টির সৌন্দর্যায়নে ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবলভাবে ঘোষময়, কম্পনশীল : 'ঘ-ণ' 'ঝ-ন' 'ঝ-ড়' 'ধ-র' 'র-ন' 'ঝ-র' ব্যঞ্জনগুচ্ছের প্রবাহ নিস্প্রভ মৃদু স্বভাবী নয়। ২৪ নং উদাহরণের 'ঝন ঝন ঝান' ৬২ নং উদাহরণে 'রণ রণ রণ' পদগুচ্ছ রীতিমত যুদ্ধের আবহ স্মরণ করিয়ে দেয়, ২৫ নং উদাহরণে কবি বলেই দিয়েছেন 'সমর কড়াকড়/অঝড় ঝড়াঝড়/ তাবত যাবত আশা' ১৮ নং নম্বরের 'ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলা' নৃত্যানুষঙ্গী এবং ২৮ নম্বরের 'ঝর ঝর ঝরে' পত্র পত্রাবলীর উপর বৃষ্টিপতনধ্বনির সদৃশ। রমণ ব্যাপারটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্যোতন ক্ষমতায় কাব্যজগতে সমর্পিত হতে পেরেছে।

কাব্য পঙক্তি উদ্ধৃত করা হল-

'ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্ঘুর বোলে।

Dhaka University Institutional Repository

.....

ঝন ঝন ঝন কঙ্কন বাজে।

রণ রণ রণ নুপূর গাজে।।

.....

ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম''

[পৃ : ভা. গ. ২২০-২২১]

লপট লটপট কপট ঝটপট/ রচিত কচজট কমনিয়া'(উদা : ৫২) সন্ন্যাস জীবনকে কৌতুক ব্যঙ্গের অধিগত করে। 'রাধা সে ধেয়ান/ রাধা সে গেয়ান/ রাধা সে মনের সাধা (উদা : ৬৪) চরণটি রাধা প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রেমকে কালের পটে চিরঞ্জীব হিসেবে ঘোষণা দেয়। একাজে সহায়তা দান করে 'র-ধ' ব্যঞ্জনগুচ্ছের বারংবার উপস্থিতি। ৭৭ নং উদাহরণে ভারতচন্দ্র কবি মধ্যযুগীয় জীবনরুচির পৃষ্ঠদেশে শপাং শপাং ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন।- 'সাবাসি সাবাসিরে সাবাসি ফুলবাণ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পদ্মাবতী, সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী, বিদ্যাপতির পদাবলী ফুলবাণের কথকতায় ভরপুর। এই ফুলবান বুদ্ধিদীপ্ত মানুষকেও বিড়ম্বনার কত গভীর তলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় তার উদাহরণ, চোর কবি সুন্দর।- 'বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।/ খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল।।/ কামমদে মত্ত কবি তবু নাহি জ্ঞান।/ সাবাসি সাবাসিরে সাবাসি ফুলবান।।' (পৃ : ভা. গ. ২৫০) চর্যাপদের যুগেও বাঙালী যৌনজীবনে স্বাস্থ্যবান ছিলনা। পরবর্তী সময়েও মন্দির থেকে রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত দেহের দেউলে কামনার আগুন দপ দপ করে জ্বলত, ঘিও ঢালা হত দুহাত মেলে, লক্ষ্মণসেনের রাজদরবার প্রমোদ বিলাসিনীর নুপূর নিক্কনে, চঞ্চল পদবিক্ষেপে, দেহের বিচিত্র ভঙ্গিমায় কামদেবতার যথেচ্ছ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এ ধারা তুর্ক পাঠান আমলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি- সামন্ত প্রভুর হেরেম সব সময়ই সরব ছিল। ছোট খাট সব শাসক প্রশাসকেরা এই বাঁধা গদে পা ফেলে চলত। কবি ভারতচন্দ্র দীর্ঘ প্রবাহিত সেই জীবনধারার পৃষ্ঠদেশে নির্মম, নিষ্ঠুর, ব্যঙ্গদগ্ধ, হাস্য কৌতুকের ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেন। 'স-ব-স' ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাসন ক্রিয়া কবির মানসক্রিয়ার পরিণাম। ৪৮, ৪৯, উদাহরণেও ব্যঙ্গচ্ছটা উজ্জ্বল। ক্ষুব্ধ মানসিকতা এখানেও ক্রিয়াশীল। তবে ক্ষোভের সঙ্গে মিশে আছে কৌতুক। অসঙ্গত কোন কিছু দেখলে যে- কৌতুক মনে জেগে ওঠে, এ-ও কিছুটা তা-ই। 'সুন্দর' চোর ধরতে কোটালগণকে শেষ পর্যন্ত স্ত্রীবেশ ধারণ করতে হয়েছে। তাদের নামকরণ, আচরণ ক্রিয়াও কম কৌতুকপ্রদ নয়। কৌতুককর ব্যাপারটি সম্পন্ন করছেন কবি ধ-ম ব্যঞ্জনগুচ্ছ বারংবার ব্যবহার করে। 'ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী (উদা : ৪৮), 'ধুমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায়' (উদা : ৪৯) । কোটাল ধূমকেতু হয়ে গেল 'ধামধূমী' এবং তার চাহনিও 'ধূমধাম'।এ যেন মানবিক

Dhaka University Institutional Repository

নামকরণ নয়, সেকালের সমাজ সংগঠনের দূষণক্রিয়ার কতকগুলো মানবিক চিহ্ন। 'ধ-ম' ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনিপ্রবাহ প্রাণময়, নিনাদী- 'ধ' ঘোষ মহাপ্রাণ, 'ম' অল্পপ্রাণ ঘোষ। লেখনিমুখে কবির স্বরতন্ত্রী স্থির থাকেনি, কেঁপে উঠেছে এবং আপন মনেই অনেকটা জোরে-সোরে হেসে ফেলেছেন। 'ধূমধাম' 'ধামধূমী 'ধুমকেতু' ইত্যাদি পদগুচ্ছ সেই বেগবান হাস্য ধ্বনির খবর পৌঁছে দেয়।

(বিবিধ) ৪.৬ উদাহরণের বিষয় ব্যঙ্গ কৌতুকের নয়; বাস্তব মানুষের কম্পিত আহত অস্তিত্ব এখানে অনুপ্রাসন ক্রিয়ায় মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মজার অবৈধ গর্ভধারণের কথা শুনে রাজার মনোলোক ও তাঁর বর্হিবাস্তব যে রূপ নেয়, 'ক-ল' ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে তা শারীর অস্তিত্ব অর্জন করে। ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, ক্ষোভে, ক্রোধে হতচৈতন্য সামন্ত প্রভূর ধ্বনিগত রূপ- 'কালান্ত কালের কাল'। সামন্ত পত্নীর লাঞ্ছিত বাসনার লাঞ্ছিত মূর্তি- 'রাজার ঘরণী/ রাজার জননী/ রাজার শাশুড়া হব'। 'রাজার' পদটির পুন:পুন: উপস্থিতি রাণীর শ্রেণীগত অবস্থানের সূচক। সমাজের উচ্চতম চূড়াটি অবৈধ প্রণয়ের কলঙ্কে যেন ধ্বসে পড়ছে। বিধ্বস্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ শিলারশ্মির মধ্যে বসে রাণী বারংবার 'রাজার' পদটি আবৃত্তি করে চলেছেন। 'র-জ-র' ব্যঞ্জনগুচ্ছ অদৃশ্য মানসপরিস্থিতিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে। লক্ষণীয় র-জ-র, তিনটি ধ্বনির প্রত্যেকেই ঘোষ। তিনটি এক সঙ্গে জড়ো হয়ে স্বরতন্ত্রীতে প্রবল কম্পন তোলে, এই কম্পন প্রবাহ রাণীর চেতনাপ্রবাহ বা আবেগদগ্ধ ভাবানুভূতির সমধর্মী। ৩৮ নং উদাহরণের 'দ-ন' ব্যঞ্জনগুচ্ছ বারংবার আবৃত্ত হয়ে বৃদ্ধ পতি-গৃহে যৌবনের অপমান, লাঞ্ছনা, বেদনা ও দীঘশ্বাসকে দ্যোতিত করে। ৯, ১০ নং উদাহরণে 'ক-ড়' ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাসন ক্রিয়া সামাজিক চিন্তনক্রিয়াকে কাব্যরূপ দেয়- 'কড়ি ফটকা চিড়া দই/ বন্ধু নাই কড়ি বই/ কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে।/ কড়িতে বুড়ার বিয়া/ কড়ি লোভে মরে গিয়া/ কুল বধূ ভুলে কড়ি দিলে" (পৃ : ভা. গ. ১৭৮) মালিনীর এই অভিজ্ঞতা বাস্তব জীবন থেকে উদ্ভূত। কড়ি বড় বন্ধু কড়িতে কুল বধূ ভুলে, কড়িতে বুড়ার বিয়া হয়; কড়ি সর্বস্ব, কড়ি-ই জীবন। সেকালের দুর্ভিক্ষদগ্ধ শত্রুলুণ্ঠিত ও ধর্ষিত বাঙলার কথা স্মরণ রাখলে, অনাহারী, বিপন্ন অসহায় জীবনে কড়ি-বন্দনার তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। আজকের পণ্যস্বভাবী সভ্যতায় মানুষ কম বেশী পণ্য বস্তুতে রূপান্তরিত। সেকালের কবি সেকালের জীবন ভূমিতে দাঁড়িয়ে একালের কথাও বলে গেলেন- ' বন্ধু নাই কড়ি বই' কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে'। ছয়বার শব্দের উপস্থিতিতে 'কড়ির অবিরাম আগ্রাসনক্রিয়া কবিতা লোকে ঠাঁই করে নিয়েছে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কড়ির এই আচরণ ক্ষান্তিহীন, বিরতিহীনভাবে চলছে। 'ক-ড়' ব্যঞ্জনগুচ্ছ এই অবিরামতার ধ্বনি প্রতীক। ৮৯ নং উদাহারণে অস্বস্তিকর জীবনভূমি কাব্যরূপ লাভ করেছে। হয়ে-ওঠা, ফলে-ওঠা জীবন বাস্তবের সাথে বৈরী, অসঙ্গত সম্পর্কে বদ্ধ। জীবন ব্যাপারটা ধাঁ-ধা, জটিল, দ্বন্দ্বময়- এখানে অবস্থার বৈগুন্যে ভাল কাজেও মন্দ ফল ফলে : সবরকম বাঁধা- ছাঁদা ব্যর্থ। হর- গৌরীর জীবন নয়, বাস্তব লৌকিক মানব জীবনটাই মধ্যযুগে এমন কি আধুনিক যুগেও এরকম। কবির নিজের অভিজ্ঞতা, হর- গৌরীর জীবন- ভূমিকায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন কবি 'ন্দ' ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাসনক্রিয়ার বলে - এ বড় বিষম ধন্দ/ যত করি ছন্দ বন্দ/ ভালভাবি হয় মন্দ'।

প্রদত্ত তালিকা অনুসরণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো ব্যঞ্জনগুচ্ছ কবি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অনুপ্রাসিত করেছেন- শিব বিবাহ গীতে ডাকিনীর রোল, অন্নদার আবির্ভাব হেতু আনন্দ চঞ্চল পরিবেশে কোকিল কূজন ও বকুলে ভ্রমর গুঞ্জন, গর্ভসঞ্চারে বিদ্যার কুলকলঙ্কভীতি, ক্রুদ্ধ রাজার কালান্তকালের মূর্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গ সৌন্দর্যায়নে 'ক-ল' ব্যঞ্জনগুচ্ছ বারংবার কাব্য পঙক্তিতে/ চরণে উপস্থিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ - ঝড় বৃষ্টি (উদা : ১৭), বিদ্যা-সুন্দরের রমন ক্রিয়া (উদা : ১৬, ১৮), পুর- সুন্দরীদের আনন্দ চঞ্চল পদবিক্ষেপ (উদা : ১৯) সৌন্দর্যায়নে 'ঘ-ন' ব্যঞ্জনগুচ্ছ, বিদ্যা-সুন্দরের বিহার (উদা : ২৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (উদা : ২৬) অন্নপূর্ণার ভয়ঙ্কর সৈন্য বাহিনী কবিতায়নে 'ঝ-ড়' ব্যঞ্জনগুচ্ছ অনুপ্রাসিত। এসব ধ্বনির প্রতি কবি মানসের এই বিশেষ কেন্দ্রিকতার কারণ ধ্বনি- স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ব্যাকরণিক পরিভাষায় যাকে বলে ধ্বন্যাত্মিক শব্দ, এসব ব্যঞ্জনগুচ্ছ আসলে তাই। ধ্বনির এই দ্যোতন বা অনুকৃতির ক্ষমতা ভারতচন্দ্র কবির শ্রুতি সচেতন মনকে তৃপ্তি দিয়েছিল। আমরা অন্যত্র, ছেকানুপ্রাসেও এরকম দেখতে পাব।

১. ক. ৩

স্বরূপানুসারে ব্যঞ্জনগুচ্ছ দু'বার মাত্র আবৃত্তির ফলে নির্মিত বৃত্ত্যনুপ্রাসের পরিচয় এবার দেয়া গেল। ক্রমভঙ্গ করে স্বররূপানুসারে ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুবার মাত্র উপস্থিতি শ্রুতিসুখ জন্যায়। ম-ক, ক-ম; ২-র, র-২, ম-.২, হ-স; নিম্নোক্ত পঙক্তিগুচ্ছে দুবার মাত্র আবৃত্ত হয়ে ধ্বনি প্রবাহে সৌন্দর্য সঞ্চার করেছে।

১) দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার। (ম-ক, ক-ম) পৃ : ভা. গ. ২৫০

২) বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া। (২-র, র-২) পৃ : ভা.গ. ৮১

৩) তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ। (হ-ব, ব-হ) পৃ : ভা. গ. ৩১

৪) মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা। (ম-২, হ-ম) পৃ : ভা. গ. ৩১

উপর্যুক্ত উদাহরণমালার কথাবস্তু যথাক্রমে কামে হতচৈতন্য চোর কবি সুন্দরের বিস্ময় বোধ- বিপন্ন অবস্থা, কাশিতে অবস্থানের জন্য অন্নদার নিকট শিবের ব্যাকুল প্রার্থনা, শিব-অন্নপূর্ণার বন্ধন সূত্র, মহামায়ায়র মর্ত্য ভূমিতে আবির্ভাব। কাঠের কুচে শুধু সুন্দর কবি চমকিত নন, চমকিত পাঠকও। কারণ সমগ্র মধ্যযুগের এই অশীলিত, কামার্ত বাসনার উপর কাঠের কুচ নয়, কাঠের মুগুড় নিক্ষেপ করেছেন কবি ভারতচন্দ্র । 'চমকে কুমার' 'ম-ক' 'ক-ম' ব্যঞ্জনগুচ্ছ স্বরূপানুসারে দুইবার মাত্র আবৃত্ত হয়ে এই বিপন্ন বিস্ময়কে ধ্বনি প্রবাহে ঠাঁই দিয়েছে।

১.খ : ছেকানুপ্রাস :

যে সব ব্যঞ্জনগুচ্ছ ক্রমানুসারে দুবার মাত্র আবৃত্ত হয়ে কাব্যগত ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য- বিধায়ক হয়ে উঠেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল :-

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৩৩৩:	১ :	কাড়াকাড়ি	: ক-ড় :	ভবানন্দ মজুমদারের দু' পক্ষের দাসীর কলহ : মাধ্বীকৃত সাধীর নিন্দা :
১২৮ :	২ :	ঝাকড় মাকড়	: ক-ড় :	জরতীবেশী অন্নদার কেশগুচ্ছ :
১৯৬ :	৩ :	ধুমকেতু তিলকেতে	: ক-ত :	বর্ধমান কোতোয়াল :
২৪৭ :	৪ :	কালকেতু কালী	: ক-ল :	কোতোয়াল ভ্রাতার রমনীবেশ :
৪৮ :	৫ :	আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া	: ক-ল :	সিদ্ধির জন্য নেশাসক্ত শিবের ব্যগ্রতা :
২৩ :	৬ :	কলকল্লা:	: ক-ল :	শিবের দক্ষালয় যাত্রা : রুদ্ররূপ :
২৪ :	৭ :	কুলকুল	: ক-ল :	দক্ষযজ্ঞনাশ ; রুদ্ররূপ :
১৬৮ :	৮ :	কোকিল বিকল	: ক-ল :	নাগরের বাঁশিতে বিকল কোকিল :
১৯২ :	৯ :	পিক কল কল	: ক-ল :	কবি সুন্দরের দর্শন বাসনায় বিদ্যার মানসক্রিয়া :
২৯১ :	১০ :	কলকল	: ক-ল :	গঙ্গাগীতি : গঙ্গাস্তব :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৬৭ :	১১ :	কঠোর কঠোর	: ক-ঠ-র :	সামন্ত চরিত্র ও সমাজ সম্পর্কে চোর কবি সুন্দরের প্রতিক্রিয়া :
১৪৯ :	১২ :	কন্দলে কন্দলে	: ক-ন-দ-ল:	হরিহোড় গৃহে অস্বস্তিকর পরিবেশ :
১২৪ :	১৩ :	কান্দিয়া কান্দিয়া	: ক-ন-দ-য়:	শিব নিষেধাজ্ঞায় ব্যাসের চাঞ্চল্য ও ব্রহ্মার সান্ত্বনা :
২০৮ :	১৪ :	কোকিলকোকিলা	: ক-ক-ল :	বিদ্যাসুন্দরের কৌতুক :
২৯৪ :	১৫ :	কাতার কাতার	: ক-ত-র :	মানসিংহের যশোর যাত্রায় সজ্জিত সৈন্য দল :
২৫১ :	১৬ :	কাট কাট	: ক-ট :	চোর কবি সুন্দরের বন্দিত্বে কোটালগণের উৎসব :
২০০ :	১৭ :	খেলা খেলে	: খ-ল :	বিদ্যা প্রসঙ্গে সুন্দরের সংশয় :
৬০ :	১৮ :	খন খন	: খ-ন :	দারিদ্র্য লাঞ্ছিত শিব-গৃহ, শিবানীর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া :
২৪ :	২০ :	খুম খাম	: খ-ন :	দক্ষযজ্ঞনাশে ভূতপ্রেতের তাণ্ডব
৬০ :	২১ :	গৃহস্থ গৃহিনী	: গ-হ :	শিব-সংসারে শিবার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৫৭ :	২২ :	গৃহীর গৃহিণী	: গ-হ :	চণ্ডী প্রসঙ্গে শিবের ক্ষোভ :
২০০ :	২৩ :	নাগর সাগর	: গ-র :	চোর কবি সুন্দরের গুণ:
২৫৫ :	২৪ :	ডেগরা চেগরা	: গ-র :	চোর কবি সুন্দর প্রসঙ্গে হীরা মালিনীর মানসক্রিয়া :
৩৬ :	২৫ :	গোঁসাই গোঁসাই	: গ-স :	কাম বিরহিনী রতির বিলাপ :
১২৬ :	২৬ :	গুটি গুটি	: গ- ট :	স্বামী সন্তানের মুখে অন্নদার অন্ন পরিবেশন:
২৯৬ :	২৭ :	গজে গজে	: গ-জ :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ :
১০৯ :	২৮ :	গরগর	: গ-র :	ক্রুদ্ধ শিব :
২০৮ :	২৯ :	গরগর	: গ-র :	বিদ্যাসুন্দরের রতিবিলাস, রসমূর্চ্ছনা :
২৯৫ :	৩০ :	গরগর	: গ-র :	কামান গর্জন, মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২০০ :	৩১ :	গুরু গুরু	: গ-র :	বিদ্যাগৃহে সুন্দরের শঙ্কিত অভিসার :
২৬০ :	৩২ :	গড়াগড়ি	: গ-ড় :	বৃদ্ধপতির দন্ত্য-যন্ত্রণা, ব্যর্থ রমণ ক্রিয়া :
৯৫ :	৩৩ :	গড়াগড়ি	: গ-ড় :	হরিভক্তের ভাবাবেগে ভূলুণ্ঠন :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
১৮৬ :	৩৪ :	গুনগুনায়	: গ-ণ :	চোর কবি সুন্দরের মাল্য গুণ, ভ্রমর গুণগুণ করে :
১৭১ :	৩৫ :	গুণগুণ	: গ-ন :	পুরীর সরোবরে ভ্রমরের গুঞ্জন, নিসর্গ :
২১০ :	৩৬ :	গুনগুন	: গ-ন :	বৈশাখী শুক্লপক্ষ, বিদ্যার বারমাসী, ভ্রমর -গুঞ্জন :
৯৫ :	৩৭ :	গদ গদ	: গ-দ :	হরিভক্তের ভাবাবেগ :
২১০ :	৩৮ :	কুহু কুহু রব	: ক-হ :	বৈশাখী শুক্লপক্ষ, বিদ্যার বারমাসী, কোকিলের ধ্বনি :
৩১৩ :	৩৯ :	গম গম	: গ-ম :	অন্নপূর্ণার সৈন্য, তোপধ্বনি :
২৯২ :	৪০ :	ঘুট ঘুট	: ঘ-ট :	অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় :
২৪ :	৪১ :	ঘের ঘার	: ঘ-র :	দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূতপ্রেতের তাণ্ডব :
৮০ :	৪২ :	বাঘের মাঘের	: ঘ-র :	মাঘের শীত, শিবের তপস্যা :
৬০ :	৪৩ :	ঘরে ঘরে	: ঘ-র :	জীর্ণ গৃহ, বাতুল গৃহী, ক্ষুব্ধ গৃহিনী : (শিবও অন্নদার সংসার)

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৫৬ :	৪৪ :	সকলে ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে	: ঘ-র :	দরিদ্র শিবের ভিক্ষাবৃত্তি:
১০৩ :	৪৫ :	ঘরে ঘরে	: ঘ-র :	দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা যাচী ব্যাস :
১০২ :	৪৬ :	ঘরে ঘরে	: ঘ-র :	ক্ষুধার্ত ব্যাস ঘরে ঘরে ক্ষুধার অন্ন চেয়ে শুন্য হাতে ফিরে আসে; কাশিতে শাপ দেয় :
২৯৬ :	৪৭ :	ঘোড়ায় ঘোড়ায়	: ঘ-ড়-য় :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২৪ :	৪৮ :	ঘট্ট ঘট্ট	: ঘ- ট্ট :	দক্ষযজ্ঞনাশ :
২৭৭ :	৪৯ :	ঘন ঘন ঘোর ঘটা	: ঘ-ন :	দেবী কালীর ভয়ঙ্কর রূপ:
৩৫ :	৫০ :	ঘন ঘন	: ঘ-ন :	রতি বিলাপ :
৩১২ :	৫১ :	ঘন ঘন	: ঘ- ন :	অন্নপূর্ণার সৈন্য : 'ঘনঘন নৌবত বাজে'
৩৩ :	৫২ :	ঘন ঘন	: ঘ-ন :	কামোদ্দীপক নৈসর্গিক প্রতিবেশ :
২৯১ :	৫৩ :	চল চল	: চ-ল :	গঙ্গস্তব :
১৬৯ :	৫৪ :	চট চট	: চ-ট :	চর্মপাদুকার শব্দ; পৌর-জীবন :
১৮৮ :	৫৫ :	উঁচুর প্রচুর	: চ-র :	রাজবাড়ী মাল্য পুষ্প সরবরাহে হীরার বিলম্ব :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
১৭০ :	৫৬ :	চাহনি চাহনি	: চ-হ-ন :	বিনোদরায়ের কাছে ভক্তের প্রশ্ন :
২৯১ :	৫৭ :	ছল ছল	: ছ-ল :	গঙ্গা স্তব :
৩৩৩ :	৫৮ :	ছাড়াছাড়ি	: ছ-ড় :	দাসী মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
৪০ :	৫৯ :	আছাড়ে পাছাড়ে	: ছ-ড় :	শিব বিবাহ যাত্রায় ভূত-প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য :
৩১৫ :	৬০ :	আছাড়ে পাছাড়ে	: ছ-ড় :	দিল্লীতে ভূত প্রেতের তান্ডব নৃত্য :
১৯২ :	৬১ :	ছল ছল	: ছ-ল :	সুন্দর দর্শনের বাসনায় বিদ্যার চাঞ্চল্য; রূপতৃষ্ণা :
২৩ :	৬২ :	ছলচ্ছল	: ছ-ল :	রুদ্র শিবের দক্ষালয় যাত্রা, শিবমস্তকে গঙ্গার উচ্ছল ক্রীড়া :
২৩ :	৬৩ :	জটাজুট	: জ-ট :	শিবের দক্ষালয় যাত্রা, রুদ্র-শিবজট :
২৭৭ :	৬৪ :	জয় দেহ জয়ন্তি	: জ-য় :	শ্মশানে চোর কবি সুন্দরের কালীস্তুতি :
২৪৭ :	৬৫ :	জয়কেতু জয়াবতী	: জ-য় :	কোটালের রমণীবেশ :
২১২ :	৬৬ :	জরজর	: জ-র :	রতিক্রীড়া কম্পিত বিদ্যা-সুন্দর :
১৭৩ :	৬৭ :	জরজর	: জ-র :	সুন্দর দর্শনে পুর রমণীদের বাসনা ক্ষুব্ধ চিত্তের আলোড়ন :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২০১ :	৬৮ :	জরজর	: জ-র :	বিরহিনীর চিত্ত-জ্বালা, বিদ্যা প্রসঙ্গে :
১৯২ :	৬৯ :	জ্বর জ্বর	: জ-র :	সুন্দর-দর্শন কামনায় অস্থির বিদ্যা :
২২০ :	৭০ :	জর জর	: জ-র :	রসশ্রমক্লান্ত মানব-মানবী:
৪০ :	৭১ :	জড়াজড়ি	: জ-ড় :	শিব বরযাত্রা, ভূত প্রেতের তাণ্ডব :
১৯৭ :	৭২ :	জানাজানি	: জ-ন :	গোপন প্রণয় প্রকাশের আশঙ্কায় মালিনীর ভীতি:
২৩৫ :	৭৩ :	জাগিয়া জাগিয়া	: জ-গ-য় :	জাগিয়া জাগিয়া বিহার, পরিণাম বিদ্যার গর্ভসঞ্চার :
৩০৫ :	৭৪ :	গজব আজব	: জ-ব :	মানসিংহের অন্নপূর্ণা প্রশস্তিতে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের মানসক্রিয়া :
২৪৭ :	৭৫ :	যমকেতু যমী	: য-ম :	কোতোয়ালের রমণী বেশ :
১৭১ :	৭৬ :	ঝাঁকে ঝাঁকে	: ঝ-ক :	বদ্ধমানের পুর, সরোবর সৌন্দর্য, ভ্রমরগুঞ্জন :
১৭০ :	৭৭ :	ঝলকে ঝলকে	: ঝ-ল-ক :	হস্তীর আসক্তি মদ বর্ষন, (বদ্ধমানের পুর বর্ণন)
২১২ :	৭৮ :	ঝন ঝন	: ঝ-ন :	বিদ্যা- সুন্দরের রমণ :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৬০ :	৭৯ :	ঝন ঝনে	: ঝ-ন :	দারিদ্র্য লুণ্ঠিত সংসার, অন্নদার ক্ষোভ :
২৪০ :	৮০ :	ঝন ঝনে	: ঝ-ন :	ক্রুদ্ধ রাণীর ক্ষুব্ধ চরণের নূপুর ধ্বনি :
২৯৬ :	৮১ :	ঝন ঝনি	: ঝ-ন :	রণোন্মত্ত মানসিংহ বাহিনীর'খাঁড়া ঝনঝনি' :
৮৪ :	৮২ :	ঝর ঝর	: ঝ-র :	অন্নদার আর্বিভাবে ফাল্গুন নিসর্গের প্রতিক্রিয়া :
২৯১ :	৮৩ :	তরল তরঙ্গে	: ত-র	কবির গঙ্গা স্তব :
১৪৪ :	৮৪ :	ঝর ঝর	: ঝ-র :	হেমঘুঁটে হাতে দরিদ্র হরির আবেগ কম্পন, (নয়নে সলিল ঝর ঝর) :
১৮৮ :	৮৫ :	ঝর ঝর	: ঝ-র :	বিলম্বে পুষ্প সরবরাহের জন্য তিরস্কৃত মালিনীর অভিব্যক্তি :
৩৩৪ :	৮৬ :	ঝাড়াঝাড়ি	: ঝ-ড় :	ভবানন্দ মজুমদার গৃহে দাসীর কলহ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা, মাধীর চরিত্র ও কণ্ঠস্বর :
২৯২ :	৮৭ :	ঝরঝরি	: ঝ-র :	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৃষ্টি পতন ধ্বনি, মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি :
৩১৩ :	৮৮ :	ঝপ ঝপ ঝম্ফে	: ঝ-প :	দিল্লীতে ভূত প্রেতের তাণ্ডব :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৯৫ :	৮৯ :	ঝম ঝম	: ঝ-ম :	মানসিংহ প্রতাপদিত্য যুদ্ধ :
৩১৩ :	৯০ :	ঝম ঝম	: ঝ-ম :	অন্নপূর্ণার সৈন্য, 'গোলী ঝম ঝম' :
২৩ :	৯১ :	ঝম্প ঝম্প	: ঝ-ম্প :	শিবের দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূতপ্রেতের তাণ্ডব :
২৯১ :	৯২ :	টল টল	: ট-ল :	কবির গঙ্গাস্তব :
১৬৯ :	৯৩ :	ফাটকে আটক	: ট-ক :	'বর্দ্ধমান' গড়-জীবন, [ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা] :
২৯৩ :	৯৪ :	টলমল অটল	: ট-ল :	মানসিংহের যশোর যাত্রা, সেনাদলের দৃঢ় পদভারে কম্পিত পৃথিবী :
২৩ :	৯৫ :	টলট্টল	: ট-ল :	ক্রুদ্ধ শিবের দক্ষালয় যাত্রা; শিবের শিরে ক্রুদ্ধা গঙ্গা:
১৯২ :	৯৬ :	টল টল	: ট-ল :	চোর কবি সুন্দরের দর্শন প্রতীক্ষায় বিদ্যার দৈহিক চাঞ্চল্য :
১৭১ :	৯৭ :	টল টল	: ট-ল :	পুরীর সরোবর সৌন্দর্য :
১৯৭ :	৯৮ :	টানাটানি	: ট-ন :	বিদ্যার গোপন প্রণয় প্রকাশে শঙ্কিতা হীরা :
১৯৭ :	৯৯ :	ঠারে-ঠোরে	: ঠ- র :	হীরা মালিনীর দৃষ্টিতে নাগরী চরিত্র :
১৬৯ :	১০০ :	ঠকঠকি	: ঠ-ক :	'হাড়ির ঠকঠকি' পুর জীবন :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৯৬ :	১০১ :	ঠণ ঠণি	: ঠ-ণ :	মানসিংহ প্রতাপদিত্য যুদ্ধ, গুলির আওয়াজ :
১৬৬ :	১০২ :	ঠণ ঠণি	: ঠ-ণ :	গড় জীবন, গজ ঘণ্টাধ্বনি
২৫১ :	১০৩ :	ডাকে ডাকে	: ড-ক :	কোটালগণের উল্লাস, সুন্দর কবি বন্দী :
২৯১ :	১০৪ :	ঢল ঢল	: ঢ-ল :	কবির গঙ্গাস্তব :
৪১ :	১০৫ :	ঢুলিয়া ঢুলিয়া	: ঢ-ল-য় :	ভবানীর ভাবে মগ্ন শিব :
১৯২ :	১০৬ :	ঢলঢল	: ঢ-ল :	সুন্দর দর্শনের সম্ভাবনায় বিদ্যার মানস চাঞ্চল্য :
৮৪ :	১০৭ :	ঢল ঢল	: ঢ-ল :	অন্নদার আবির্ভাবে প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া :
৪৮ :	১০৮ :	ঢুলু ঢুলু	: ঢ-ল :	সিদ্ধি ভক্ষণের পর আবেশাচ্ছন্ন শিব :
২৯৩ :	১০৯ :	দামিনী তকতক	: ত-ক :	মানসিংহ সৈন্যবাহিনীর যশোর যাত্রা :
৮৪ :	১১০ :	তরতর	: ত-র :	অন্নদার আবির্ভাবে প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া, বায়ুকম্পিত তরুলতা, নবদল :
২১২ :	১১১ :	তর তর	: ত-র :	রতিক্রিয়া কম্পিত দেহ, বিদ্যাসুন্দর বিহার :
২৯২ :	১১২ :	শিলা পড়ে তড় তড়	: ত-ড় :	মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি : শৈলপতন ধ্বনি :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা. গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২২৫ :	১১৩ :	পুরাতন নূতন	: ত-ন :	'পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে' বিদ্যার প্রতি সুন্দরের কৌতুক কটাক্ষ:
৮৪ :	১১৪ :	থর থর	: থ-র :	অন্নদার আবির্ভাবে বায়ুকম্পিত তরুলতা :
১৪৪ :	১১৫ :	থর থর	: থ-র :	হেমঘুঁটে হাতে দরিদ্র হরির বিস্ময় বিহ্বল অবস্থা :
১৮৮ :	১১৬ :	থর থর	: থ-র :	বিদ্যা তিরস্কৃত মালিনীর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা :
১৯২ :	১১৭ :	থর থর	: থ-র :	সুন্দর দর্শন কামনায় চঞ্চলা বিদ্যা :
২০১:	১১৮ :	থর থর	: থ-র :	কামনা ও বিরহদগ্ধ বিদ্যা :
২১২ :	১১৯ :	থর থর	: থ-র :	রতিক্রিয়া কম্পিত অঙ্গ, বিদ্যাসুন্দরের বিহার :
২২০ :	১২০ :	থর থর	: থ-র :	বিপরীত বিহারে বিদ্যার আবেগ কম্পিত অবস্থা :
৩১৩ :	১২১ :	থর থর	: থ-র :	দিল্লীতে প্রেতের তাণ্ডব
২৯২ :	১২২ :	থর থরি	: থ-র :	কম্পিত জগৎ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানসিংহের সৈন্যে ঝড় বৃষ্টি :
৯০ :	১২৩ :	থরে থরে	: থ-র :	বিষ্ণুভক্ত ব্যাসদেবের সাজ-সজ্জা :
১১০ :	১২৪ :	থরে থরে	: থ-র :	শিবের রুদ্রমূর্তি দেখে ব্যাস দেবের ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
১৪৩ :	১২৫ :	থেকে থেকে	: থ-ক :	জরতী বেশী অন্নদা 'থেকে থেকে লড়ি ধরে'
২৯৪ :	১২৬ :	জমাদার দফাদার	: দ-র :	মানসিংহের যশোর যাত্রা:
১৬৬ :	১২৭ :	দুড় দুড়ি	: দ-ড় :	'বর্দ্ধমান গড়' বন্দুকের আওয়াজ :
২৪ :	১২৮ :	দুপ দাপ	: দ-প :	দক্ষযজ্ঞনাশ : ভূত প্রেতের তান্ডব :
২০০ :	১২৯ :	দুরু দুরু	: দ-র :	বিদ্যামন্দিরে সুন্দরের অভিসার, শঙ্কিত চিত্ত :
৫৭ :	১৩০ :	ধক ধক	: ধ-ক :	রুদ্রশিবার প্রজ্জ্বলিত ললাট লোচন :
২৭৯ :	১৩১ :	ধক ধক	: ধ-ক :	ক্রুদ্ধাদেবী কালীর ললাট লোচন :
১০৯ :	১৩২ :	ধক ধক	: ধ-ক :	ক্রুদ্ধ শিবের ললাট অগ্নি:
১৬৯ :	১৩৩ :	অধরে মধুর	: ধ-র :	পুর বর্ণনায় কবির স্বগত গীত :
৩১৩ :	১৩৪ :	ধম ধম	: ধ-ম :	অন্নপূর্ণার সৈন্য, 'গোলা ধম ধম' :
৩৯ :	১৩৫ :	ধুম ধাম	: ধ-ম :	শিববিবাহ যাত্রায় ভূত প্রেতের তাণ্ডব :
৩৯ :	১৩৬ :	মণিতে ফণিতে	: ফ- ন :	বরবেশে শিব :
২০২ :	১৩৭ :	দানব মানব	: ন-ব :	সুন্দর দর্শনে বিদ্যা ও সখীবৃন্দের বিস্ময়াহত জিজ্ঞাসা :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৬২ :	১৩৮ :	মুনশী খুনশী	: ন-শ :	মুনশী পতি ও বখশীপতির মধ্যে তুলনা : (রমণীদের পতি নিন্দা)
১৭২ :	১৩৯ :	নাগরিয়া নাগরী	: ন-গ-র :	সুন্দর-দর্শনে পুরস্ত্রীগণের মানস চাঞ্চল্য :
১৭৯ :	১৪০ :	নাগর নাগরীর	: ন-গ-র :	মালিনীর বেসাতির হিসাবে কবিস্বগত : উক্তি :
২০৮ :	১৪১ :	নাগরী নাগর	: ন-গ-র :	বিদ্যাসুন্দরের মিথুন পরিবেশ :
৩৩৩ :	১৪২ :	নাড়ানাড়ি	: ন-ড় :	মাধীও সাধীর কলহ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
১৬৯ :	১৪৩ :	কোড়ার পটপটী	: প-ট :	'বদ্ধমান' গড় :
৩৩৩ :	১৪৪ :	পাড়াপাড়ি	: প-ড় :	মাধী ও সাধীর কলহ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
১১০ :	১৪৫ :	পড়িনু পড়ানু	: প-ড়-ন :	ব্যাসের খেদ :
১৭৯ :	১৪৬ :	পসারি পসরা	: প-স-র :	পুরজীবন সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের স্বগত: গীত:
১০২ :	১৪৭ :	পাড়া পাড়া	: প-ড় :	দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা যাচী ব্যাস :
১২৬ :	১৪৮ :	পাতে পাতে	: পা-ত :	স্বামী-সন্তানকে অন্নদার অন্ন পরিবেশন :
২৬০ :	১৪৯ :	ঝাঁপনি কাঁপনি	: প-ন :	বৃদ্ধ পতির ব্যর্থ রমণ :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৫১ :	১৫০ :	ঝাঁকে ঝাঁকে	: ঝ-ক :	সুন্দরের বন্দী দশা, কোটালগণের উল্লাস :
১০৩ :	১৫১ :	ফিরি ফিরি	: ফ-র :	ক্ষুধার্ত ব্যাসের দ্বারে দ্বারে মাধুকরী :
১০২ :	১৫২ :	ফিরিয়া ফিরিয়া	: ফ-র-য় :	ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাসের মাধুকরী :
২৯৫ :	১৫৩ :	ফর ফর	: ফ-র :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ 'নিশান ফর ফর :
১০৪ :	১৫৪ :	ব্যাসে বসি	: ব-স :	ব্যাসকে অন্নপূর্ণার অন্নদান :
২৪ :	১৫৫ :	ভার্গবের সৌষ্ঠবের	: ব-র :	দক্ষযজ্ঞনীশ, ভূত প্রেতের তাণ্ডব, ভার্গবের সৌষ্ঠবের দূরবস্থা :
১৪৩ :	১৫৬ :	বেঁকে বেঁকে	: ব-ক :	ঘুটে কুড়ানি বেশে বিষ্ণুহোড় গৃহে অন্নদার যাত্রা :
১৬৯ :	১৫৭ :	বাজার বাজার	: ব-জ-র :	বর্ধমান গড় :
১৬৮ :	১৫৮ :	'বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া'	: ব-ন :	সুন্দরের রূপ :
১৬৮ :	১৫৯ :	'বেণী বিননিয়া চূড়া চিকনিয়া'	: ন-য় :	সুন্দরের রূপ :
১৫৭ :	১৬০ :	বিশেষণে সবিশেষ	: ব-শ-ষ :	ঈশ্বরী পাটুনীর নিকট অন্নদার আত্মপরিচয় :
৩১২ :	১৬১ :	বড় বড় দাড়ি	: ব-ড় :	অন্নপূর্ণার সৈন্যে আক্রান্ত ব্যক্তি :

384687

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৩১৪ :	১৬২ :	ধূলা ছাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা	: গ-ড় :	ভূতের তাণ্ডবে পলায়নপর ওঝা :
২৯৫ :	১৬৩ :	ভোরঙ্গ ভম ভম	: ভ-ম :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২০৮ :	১৬৪ :	ভ্রমর ভ্রমরী	: ভ-ম-র :	বিদ্যা সুন্দরের রতি-ভাবের প্রতিবেশ :
১০৪ :	১৬৫ :	সভয় অভয়া	: ভ-য় :	ভীত সংকুচিত শিবকে দেখে অভয়ার হাসি :
১০০ :	১৬৬ :	বৈভব ভবেশ	: ভ-ব :	ব্যাসের নবসাজ ও শিব ভক্তি :
১৫৮ :	১৬৭ :	ভূতনাথ ভূতলে	ভ-ত :	অন্নদা মাহাত্ম্য
১৪৭	১৬৮:	ভীমকেতু ভীমি	: ভ-ম :	কোতোয়ালের রমণীবেশ:
২৫১ :	১৬৯ :	ভালভালি	: ভ-ল :	চোর কবি সুন্দরের বন্দিত্বে কোটালদের উল্লাস :
৩৩৩ :	১৭০ :	ভাঁড়াভঁড়ি	: ভ-ড় :	মাধী সাধীর কলহ, মাধী কৃত সাধীর নিন্দা :
২১০ :	১৭১ :	মুখে মুখে	: ম-খ :	'প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী' রমণ প্রতিবেশ বিদ্যার চোখে:
২১০ :	১৭২ :	মধুকর মধুকর বধূ	: ম-ধ-ক-র:	'প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী' রমণ প্রতিবেশ, বিদ্যার চোখে
১৫২ :	১৭৩ :	যামিনী কামিনী	: ম-ন :	নলকুবরের উচ্ছলিত বাসনালোক :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৫৮ :	১৭৪ :	কেমনে এমন	: ম-ন :	শিবানীর অভিমান তিক্ত মন্তব্য :
২০২ :	১৭৫ :	যামিনী কামিনী	: ম-ন :	চোর কবি সুন্দরের প্রতীক্ষায় অস্থির বিদ্যা ও তরুণীবৃন্দ :
২২১ :	১৭৬ :	কামিনী যামিনী	: ম-ন :	বিদ্যা ও সুন্দরের নিশী যাপন :
২২৫ :	১৭৭ :	যেমন তেমন	: ম-ন :	সুন্দরের প্রতি বিদ্যার কৌতুক কটাক্ষ :
২৫১ :	১৭৮ :	কম্পমান বর্দ্ধমান	: ম-ন :	বন্দী সুন্দরকে ঘিরে কোটালদের উল্লাস :
২৯৬ :	১৭৯ :	মুণ্ডে মুণ্ডে	: ম-ন-ড :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২৫১ :	১৮০ :	ভূমিকম্প জগঝম্প	: ম-প :	বন্দী চোর কবি সুন্দরকে ঘিরে কোটালগণের উল্লাস :
৩১৩ :	১৮১ :	লম্ফে ঝম্ফে	: ম-ফ :	দিল্লীতে ভূতের তাণ্ডব :
২০০ :	১৮২ :	চমকে থমকে	: ম-ক :	সুন্দরের শঙ্কিত অভিসার:
২৯৩ :	১৮৩ :	ঝকমক চকমক	: ক-ম-ক :	রণোন্মত্ত মানসিংহ সৈন্য :
৮৪ :	১৮৪ :	কমল পরিমল	: ম-ল :	অন্নদার আবির্ভাবে চঞ্চল পরিবেশ :
৩১৬ :	১৮৫ :	সেলামত কেরামত	: ম-ত :	ভবানন্দ মজুমদার প্রসঙ্গে উজিরের মানসক্রিয়া :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৩৩৪ :	১৮৬ :	মাড়া মাড়ি	: ম-ড় :	মাধী ও সাধীর কলহ: মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
২৪ :	১৮৭ :	মার মার	: ম-র :	দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূতের তাণ্ডব নৃত্য :
১৫৮ :	১৮৮ :	মেয়ে মেয়ে	: ম-য় :	অন্নদার আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে পাটনীর জিজ্ঞাসাবিদ্ধ মন :
৩৪ :	১৮৯ :	মুচকি মুচকি	: ম- চ-ক :	ধ্যানস্থ শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে কামের হাসি :
২৮৭ :	১৯০ :	মন্দ মন্দ	: ম-ন-দ :	বিদ্যাবিরহ :
২৮৬ :	১৯১ :	মেঘডম্বর বাঘাম্বর	: ম্ব-র :	সন্ন্যাসিনী বিদ্যার সাজ :
২৫৬ :	১৯২ :	রমণীর রমণ পরাণ	: র-ম-ন :	বিরহিনী, বাসনাহত বিদ্যা :
৫৬ :	১৯৩ :	সরম ভরম গেল	: র-ম :	ভিক্ষুক শিবের অহংচেতনা
২১০ :	১৯৪ :	কুহু কুহু রব	: ক-হ :	বিদ্যা-সুন্দরের কামনাদীপ্ত পরিবেশ :
২৯৫ :	১৯৫ :	গজের গরজন সেনার তরজন	:র-জ-ন :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
১৫৪ :	১৯৬ :	সঙ্কট তারিণী লজ্জা নিবারণী	: র-ন :	অন্নদার গুণ :
২৮৬ :	১৯৭ :	নুপূর রণরণ	: র-ন :	বিদ্যার সন্ন্যাসিনী বেশ:
৩০৭ :	১৯৮ :	পুরাণে কোরাণে	: র-ন :	মজুমদারের ধর্মচেতনা :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৫৬ :	১৯৯ :	রসকথা বিরস	: র-স :	নিরণ্ন সংসারে শিবের ক্ষুব্ধ মানসক্রিয়া :
২০০ :	২০০ :	রসিক রসের	: র-স :	সুন্দরের ভিতর অস্তিত্ব :
৩৩৪ :	২০১ :	রাড়ারাড়ি	: র-ড় :	মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
২৭৯:	২০২ :	লকলক	: ল-ক :	কালীরূপা দেবী অন্নদার ভয়ালমূর্তি :
১০৯ :	২০৩ :	জিহি লক লক	: ল-ক :	দেবাদিদেব মহাদেবের রুদ্ররূপ :
১৪৯ :	২০৪ :	কন্দলিয়া সোহাগীর দাসী লক-লকী	: ল-ক :	কুঁদুলে সোহাগীর কুঁদলে দাসী :
৩১৩ :	২০৫ :	লপ-লপ	: ল-প :	দিল্লীতে ভূত প্রেতের তাণ্ডব :
২০২ :	২০৬ :	তিলেকে প্রলয় প্রলয় পলকে	: ল-ক :	বিদ্যাবিরহ, 'বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে':
৩৩২ :	২০৭ :	এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে	: ত-র-ন :	দুপক্ষের স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ভবানন্দ মজুমদারের মানসসঙ্কট :
১৭৬ :	২০৮ :	কাছে আসি হাসি হাসি	: হ-স :	সুন্দরদর্শনে কামনা প্ররোচিত হীরার উৎফুল্ল মানসাবস্থা :
২৮৬ :	২০৯ :	হাসিয়া হাসিয়া	: হ-ম-য় :	বিদ্যার সন্ন্যাসিনী রূপের কৌতুক :
১৭০ :	২১০ :	হলকে হলকে	: হ-ল-ক :	মত্ত হস্তীর আসক্তি মদ বর্ষণ, বর্ধমানপুর :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
১৬৬ :	২১১ :	হান হান	: হ-ন :	বর্ধমানপুর :
২৪ :	২১২ :	হান হান	: হ-ন :	দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূতপ্রেতের তাণ্ডব :
৩১৬ :	২১৩ :	শহরে কহর	: হ-র :	ভূত প্রেত বিধ্বস্ত দিল্লী :
২৫০ :	২১৪ :	হরি হরি	: হ-র :	কোটালের উৎসব :
২৫০ :	২১৫ :	হান হান	: হ-ন :	কোটালের উৎসব :
২৫১ :	২১৬ :	হাঁকে হাঁকে	: হ-ক :	কোটালের উৎসব :
১৬৯ :	২১৭ :	হাজার হাজার	: হ-জ-র :	'ডাকাতি ছিনার চোর' বর্ধমান গড়' :
১০৩ :	২১৮ :	হরিহর	: হ-র :	অন্নদার গুণমাহাত্ম্য :
২৪ :	২১৯ :	হুপ হাপ	: হ-প :	দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূত প্রেতের তাণ্ডব :
২৪ :	২২০ :	হুম হাম	: হ-ম :	দক্ষযজ্ঞনাশ, ভূত প্রেতের তান্ডব :
২৪৭ :	২২১ :	হেমকেতু হিমী	: হ-ম :	কোটালের স্ত্রীবেশ ধারণ:
১৬৫ :	২২২ :	বিদ্যানাম সোঁসর দোসর নাহি সাথে	: :	বর্ধমান যাত্রী সুন্দরের বিদ্যানাম স্মরণ :
১৭৫ :	২২৩ :	কাহার বাছুনিরে নিছনি নিয়ে মরি	: ছ-ন :	চোর কবি সুন্দর দর্শনে হীরার বিমুগ্ধতা :
২৪ :	২২৪ :	পূষণের ভূষণের	: ষ-ন-র :	রুদ্র তাণ্ডব, দক্ষযজ্ঞনাশ, (পূষণের ভূষণের দন্তপাঁতি পড়িল)

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
৯০ :	২২৫ :	সারি সারি	: স-র :	ব্যাসের বৈষ্ণব বেশ: 'অঙ্গে সারি সারি হরিণাম লেখা'
৩৩৪ :	২২৬ :	সাঁড়াসাঁড়ি	: স-ড় :	মাধী ও সাধীর কলহ, মাধীকৃত সাধীর নিন্দা :
২৯৬ :	২২৭ :	সোয়ারে সোয়ারে	: স-য়- র :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২৯৬ :	২২৮ :	গুণ্ডে গুণ্ডে	: শ-ন-ড :	মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ :
২৫৪ :	২২৯ :	গস্তানী মস্তানী	: স্ত-ন :	কোটাল কর্তৃক হীরাকে তীরস্কার :
৩৩ :	২৩০ :	ত্রস্ত ব্যস্ত	: স্ত -স্ত :	কামশরবিদ্ধ শিব :
২৯২ :	২৩১ :	লস্করে দুস্কর	: স্ক-র : : ষ্ক-র :	মানসিংহের সৈন্যে ঝড়-বৃষ্টি :
১৬৬ :	২৩২ :	তীরগুলি শনশনি	: শ-ন :	বর্ধমানপুর :
৬৯ :	২৩৩ :	গায়নে বায়নে	: য়-ন :	অন্নদার নিকট অন্নের জন্য বর প্রার্থনা :
৩০৬ :	২৩৪ :	বন্দগী করিবে বন্দা	: ব-ন্দ :	জাহাঙ্গীরের ধর্মচেতনা:
২৩৮ :	২৩৫ :	সঙ্গিনী রঙ্গিনী	: ঙগ-ন :	বিদ্যার অবৈধ গর্ভসঞ্চারে বিদ্যার সখীজনকে রাণীর তিরস্কার :
২০১ :	২৩৬ :	হুঙ্কারে ঝঙ্কারে	: ঙ্ক-র :	বিদ্যার বিরহ উদ্দীপক :
৫৪ :	২৩৭ :	হুঙ্কারে ঝঙ্কারে	: ঙ্ক-র :	কৈলাস সৌন্দর্য :

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভা.গ.	উদা : ক্রমিক :	অনুপ্রাসিত ধ্বনির পদগর্ভ/ পদগুচ্ছ	অনুপ্রাসিত ধ্বনি	প্রসঙ্গ
২৯২ :	২৩৮ :	কাঙ্গাল বাঙ্গাল	: ঙ্গ-ল :	ঝড়বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত মানসিংহ সৈন্য :
১১ :	২৩৯ :	বাঙ্গাল কাঙ্গাল	: :	বর্গী লুণ্ঠিত বাঙ্গালা : [বর্ণানুক্রমিক ভাবে বিন্যস্ত করার প্রয়াস নিয়েছি]

প্রদত্ত তালিকায় দেখা যায়, শব্দাংশের বা পদাংশের সাদৃশ্য, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত, শব্দ দ্বৈত ও পদদ্বৈতের মাধ্যমে ছেকানুপ্রাস নির্মিত এবং একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাস ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে উত্থাপিত। অধিকাংশ ছেকানুপ্রাস শিব, অন্নদা ও বিদ্যা-সুন্দর অনুষঙ্গবাহী। ধ্বন্যাত্মক- শব্দদ্বৈত :- কলকল, কলকল, কুলকুল, খনখন, খলখল, গরগর, গমগম, চট চটি, ছলচ্ছল, ঝনঝন, ঝনঝনে, ঝনঝনি, ঝরঝর, ঝপঝপ, ঝমঝম, দুপদাপ, পটপটি, ফরফর, ছপছাপ, ভমভম, ঠনঠনি, ঠকঠকি, ছলছল;

শবব্দদ্বৈত : সাঁড়াসাঁড়ি, ছাড়াছাড়ি, কাড়াকাড়ি, ঝাড়াঝাড়ি, ভাঁড়াভাঁড়ি, মাড়ামাড়ি, চলচল, গুরু গুরু, দুরু দুরু, গড়া গড়ি, কড়াকড়ি, নাড়ানাড়ি, টানাটানি, পাড়াপাড়া, হাসিহাসি, জানাজানি, ঘনঘন, মুচকি মুচকি, কাতার কাতার, ঠারে ঠোরে, রাড়ারাড়ি :

পদদ্বৈত : গজে গজে, ঘরে ঘরে, ঘোড়ায় ঘোড়ায়, ঢুলিয়া ঢুলিয়া, জাগিয়া জাগিয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে, ঝলকে ঝলকে, ফিরিয়া ফিরিয়া, বেঁকে বেঁকে, মুখে মুখে, মুণ্ডে মুণ্ডে, গুণ্ডে গুণ্ডে, সোয়ারে সোয়ারে, হাসিয়া হাসিয়া, ডাকে ডাকে, থেকে থেকে :

শব্দাংশের বা পদাংশের সাদৃশ্য : ডেগরা-চেগরা, সাগর-নাগর, বাঘের-মাঘের, আছাড়ে, ফাটকে-আটক, টলমল-অটল, গজব-আজব, পুরাতন-নূতন, জমাদার-দফাদার, মনিতে-ফনিতে, বেনী-বিননিয়া, চিকনিয়া, ভূতনাথ-ভূতলে, রমণীর-রমণ, রসিক-রসের তিলেকে-পলকে গায়নে-বায়নে, হুঙ্কারে-ঝঙ্কারে, বাঙ্গাল-কাঙ্গাল, ঝাঁপনি-কাঁপনি।

ভয়ঙ্কর ভাব-রূপ-পরিস্থিতি তা দেব, নর, প্রেত যে লোকেরই হোক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বৈতের মাধ্যমে কবিতা হয়ে উঠেছে। সৈন্যবাহিনী তা দেবী অন্নদারই হোক, বা মানসিংহেরই হোক, প্রায় একই বা সমজাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কবিতালোকে উত্তরণের পথে। নিম্নের পঙক্তিগুচ্ছে এ মন্তব্যের সমর্থন মিলবে-

নরলোক : (১) দামিনী-তকতক/ জামকী ধক ধক/ ঝকমক চকমক খরতর/ ধারা।

[পৃ : ভা. গ. ২৯৩ মানসিংহের যশোর যাত্রা]

Dhaka University Institutional Repository

(২) ঘন ভোরঙ্গ ভম ভম দমামা দম দম

ঝন ন্ন ঝম ঝম ঝাঁজে।

কত নিশান ফর ফর নিনান ধর ধর

কামান গরগর গাজে॥

[পৃ : ভা. গ. ২৯৫ মানসিংহ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ]

(৩) ধূ ধূ ধম ধম ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম

দমামা দমদম বাজে।

.....

.....

তীর শনশনি গুলি ঠনঠনি

খাঁড়া ঝন ঝন ঝাঁকে। [পৃ : ভা. গ. ২৯৬]

দেবলোক :

(১) ধূ ধূ ধম ধম ঝমক ঝমক ঝম

ঘন ঘন নৌবত বাজে।

[পৃ : ভা. গ. ৩১২ অন্নপূর্ণার সৈন্য]

(২) গোলা ধম ধম গোলী ঝম ঝম

গম গম তোপ আবাজে।

ঝন ঝন ঝননন ঠন ঠন ঠননন

বরিখত বরকন্দাজে॥

[পৃ : ভা. গ. ৩১৩ : অন্নপূর্ণার সৈন্য]

(৩) শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।

ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে॥

[পৃ : ভা. গ. ৫৭ : হরগৌরী কন্দল]

(৪) গরগর গর্জে ফণী জিহি লক লক।

অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক ধক

[পৃ : ভা. গ. ১০৯ : শিব ব্যাসে কথোপকথন]

Dhaka University Institutional Repository

এরকম সাদৃশ্যের হেতু সম্পর্কে আমাদের অনুমান, যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর বাস্তব রূপ কবি চৈতন্যে শেকড় গেড়ে বসেছিল তা-ই দেবতা বা মানবের ভয়ঙ্কর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কাব্য জগতে স্থান করে নিয়েছে। ভাষিক লিপির মধ্যে সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে ভাবগত সাদৃশ্যের কারণে। অবশ্য এই ধ্বনিগত সাদৃশ্য যে ভাবগত সাদৃশ্যের দ্যোতক বা ফল, একথা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২২ উদাহরণের 'থরথর' বায়ুকম্পিত প্রাণবেগময় তরুলতার, আনন্দ-বিস্ময়ে বিহবল হরিহোড় মানসের হীরা মালিনীর ভীত শঙ্কিত অবস্থার, বিপরীত রমণে বিদ্যার আবেগদগ্ধ পরিস্থিতির, স্থাবর জঙ্গমের কম্পিত রূপের দ্যোতক। (চমক থমকে) ৯৬ ও ৯৭ উদাহরণের 'টলটল' যথাক্রমে সুন্দরের প্রতীক্ষায় বিদ্যার অস্তিত্বগত চাঞ্চল্য ও সরোবর জলের স্বচ্ছ স্বচ্ছল রূপের ব্যঞ্জনাবাহী। সুন্দরের ভাবনায় বিদ্যার মানসক্রিয়া, অন্নদার আবির্ভাবে প্রতিবেশের রূপান্তর ক্রিয়ার দ্যোতক।

১০৬ ও ১০৭ উদাহরণের 'ঢল ঢল' ব্যঞ্জনগুচ্ছ। অনুরূপভাবে ১৭/১৯, ২৮/২৯/৩০/৩১, ৮২/৮৪/৮৫, ১১০/১১১ উদাহরণের অনুপ্রাসিত সদৃশ ব্যঞ্জনগুচ্ছ ভিন্ন ভাব বা বিষয়ের কবিতায়নে ব্যবহৃত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাব বা বিষয়ের কবিতায়নে একই অনুপ্রাসিত ধ্বনিগুচ্ছ প্রয়োগের সম্ভাব্য দুটো কারণ চোখে পড়ে।- (১) পণ্ডিত কবি বৈয়াকরণিক বুদ্ধিতে একই শব্দের বা ব্যঞ্জনগুচ্ছের বিচিত্র ভাবানুষঙ্গ সহজেই অনুসরণ করতে পারতেন, (২) শব্দগুলোর ধ্বনিগত সৌন্দর্যের প্রতি ভারত-মানসের স্বতঃস্ফূর্ত দুর্বলতা ছিল।

আমরা এতক্ষণ ভারতচন্দ্রের ছেকানুপ্রাসের বিশেষ প্রবণতা ও ব্যাকরণিক গঠনরীতি বুঝে নেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতে বোঝা গেলনা, কবিতায়ন ক্রিয়ায় আলোচ্য ছেকানুপ্রাসের ভূমিকা কি? কিভাবে লৌকিক বস্তু সৌন্দর্যালঙ্কারে কাব্য বস্তু হয়ে ওঠে?- এবার সেটি অনুধাবনের প্রয়াস পাব।

৫৪, ৯৩, ১০০, ১৪৩, ১৫৭, ২১৭ নং উদাহরণে বর্ধমান গড় জীবন ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাসনক্রিয়ায় রূপে ও স্বরূপে ধরা পড়েছে। ফাটকে -আটক, ঠকঠকি, চটচটি, পটপটি, বাজার বাজার, হাজার হাজার স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবি-চৈতন্যে অধিবাসিত লৌকিক গড় জীবনকে কাব্যগত জীবনে রূপান্তরিত করে। মিলের সহজাত বিন্যাসে ধ্বনিপ্রবাহ শুধু শ্রুতি পথকেই তৃপ্ত করেনা, ধ্বনিপ্রবাহ দ্যোতিত জীবনপ্রবাহ সরাসরি চেতনালোকেও এসে ভেঙ্গে পড়ে, পাঠকের মনোযোগ প্রবলভাবে কেড়ে নেয়, সামন্ত গড় জীবনকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। চিত্রাঙ্কনের দায়িত্বভার ধ্বনি কাঁধে তুলে নেয় — উদ্ধৃত পঙক্তিগুচ্ছ একথার সত্যতা প্রমাণ করবে—

(১) চকের মাঝেতে কোতয়ালি চবুতরা। (২) ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥ (৩) ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার (৪) বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥ (৫) বসিয়াছে কোতোয়াল ধূমকেতু নাম। (৬) যমালয় সমান লেগেছে ধুমধাম॥ (৭) ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি। (৮) চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি॥ [পৃ : ভা.গ. ১৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

'ডাকাতি ছিনার চোরে'র ব্যাপ্তি নির্দেশ করে 'হাজার হাজার' শব্দদ্বয় এবং এদের অন্ধকারময় জীবনক্রিয়ায়ার ব্যাখ্যা মেলে 'বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার' পদগুচ্ছে। 'হাড়ির ঠকঠকি' 'কোড়ার পটপটি' 'চর্ম্মপাদুকার চটচটি' কর্মশীল জনপ্রবাহকে ধ্বনিরূপ দান করে এবং এই ধ্বনি থেকে চিত্রপটও জেগে উঠে। সামন্ত শাসনে জীবন বেড়ীবদ্ধ, 'বাজার বাজার মেগে' খাওয়া অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি তার নিয়তি—জীবন এখানে আনন্দোজ্জ্বল নয়। এই নিরানন্দময়তার বোধটি কবিকে প্ররোচিত করে, কবি এই জীবনকে নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুকে মেতে উঠেন, আঘাত করেন। ছেকানুপ্রাসের ধ্বনিপ্রবাহ এখানে দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম পঙ্গক্তিতে মৃদু, অঘোষ- ট-ক, ঠ-ক, প-ট, চ-ট: তৃতীয় চতুর্থ, ষষ্ঠ পঙক্তিতে ঘোষ- হ-জ-র, ব-জ-র, ধ-ম। এদিক থেকে-

সদৃশ পঙক্তিগুচ্ছ : ক : ২, ৭, ৮

খ : ৩, ৪, ৬

কবির ব্যঙ্গ কৌতুকের অসহায় শিকার নগরের কোটাল। ৪, ৬৫, ৭৫, ১৬৮, ২২১ উদাহরণের 'কালকেতু কালী' 'জয়কেতু জয়াবতী' 'যমকেতু যমী' ভীমকেতু ভীমী' 'হেমকেতু হিমী'-তে এক ধরণের তিক্ত হাসি বিকীর্ণ হয়। কাল কালী, জয় জয়া, যম যমী, ভীম ভীমি, হেম হিমীতে রূপান্তর ক্রিয়া সামন্ত সমাজ প্রসঙ্গে কবির বৈরী মানসক্রিয়াজাত। সাদৃশ্য ব্যঞ্জগুচ্ছের বিচিত্র প্রবাহ সেই কৌতুকময় ক্ষুব্ধ চেতনা প্রবাহকে চিহ্নিত করেছে।- পঙক্তিগুচ্ছ, "সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।/জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥/ কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।/ যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥" [পৃ : ভা. গ. ২৪৭]

১০৩, ১৫০, ১৬৯, ১৭৮, ১৮০, ২১৪, ২১৫, ২১৬ উদাহরণে ডাকে ডাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ভালভালি , কম্পমান বর্দ্ধমান, ভূমিকম্প জগঝম্প, হরি হরি, হান হান, হাঁকে হাঁকে, ধ্বনিগুচ্ছ কোটালদের কাণ্ডজ্ঞানহীন নর্তন উৎসবকে কবি চেতনার ব্যঙ্গ তিক্তরসে জাড়িত করে। ধ্বনি দ্যোতিত বিষয় ও কবির অন্তর্বাস্তবের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছে ছেকানুপ্রাসের ধ্বনিপ্রবাহ। বিষয়টির কাব্যরূপ- "জয়কালি ভালভালি যত ঢালী গাজে।/ দেই লম্ফ ভূমিকম্প জগঝম্প বাজে।।/ ডাকে ঠাট কাট কাট মালসাট মারে।/ কম্পমান বর্দ্ধমান বলবান ভারে।।[পৃ : ভ.গ. ২৫১] এই জীবনের অসঙ্গতিকে জিজ্ঞাসাবিদ্ধ করে ১১ নং উদাহরণ- 'দেখিয়া কঠোর প্রাণ কাঁদে মোর/ আমারে বলে কঠোর।' কঠোর শব্দটির দ্বিরাগমনে অসঙ্গতির বিস্তীর্ণ কায়া ফুটে ওঠে। গোটা সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে চোর কবি এই মন্তব্য করে। সম্ভবতঃ কবি ভারতচন্দ্রের কণ্ঠস্বরই চোর কবি সুন্দরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে।

৯৯ নং উদাহরণের ঠারে ঠোরে ব্যঞ্জনগুচ্ছ অভিজাত শ্রেণীর কাড়াকাড়ি (উদা : ১) ছাড়াছাড়ি (উদা : ৫৮) ঝাড়াঝাড়ি (উদা : ৮৬), পাড়াপাড়ি ((উদা : ১৪৪), নাড়ানাড়ি (উদা : ১৪২), মাড়ামাড়ি (উদা : ১৮৬), ভাঁড়াভাঁড়ি (উদা : ১৭০) রাড়ারাড়ি (উদা : ২০১) সাঁড়াসাঁড়ি (উদা : ২২৬) ব্যঞ্জনগুচ্ছ

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ শাসনের রজ্জুবদ্ধ সাধারণ দাসী শ্রেণীর মনোগঠন বিশ্লিষ্ট করে। এই সহচরীগণ/ এক ধিঙ্গি একজন/ উদ্দেশ্যেতে করি নমস্কার।/ মুখে এক মনে আর/কেবল ক্ষুরের ধার/ ঠারে /ঠোরে করিবে প্রচার।।' [পৃ : ভা.গ. ১৯৬] শিক্ষিত অভিজাতের প্রবঞ্চনাবৃত্তি মালিনীর উক্তিতে ধরা পড়ে। আচরণের স্ব-বিরোধিতা ও কৃত্রিমতা, অভিনয়কলা 'ঠারে ঠোরে' ব্যঞ্জনগুচ্ছে তীব্র হয়ে ওঠে। ভবানন্দ 'মজুন্দারের' ছোট পক্ষের দাসী, মাধী, সাধীর মন-রুচি চিন্তনক্রিয়া, জীবন বাস্তবকে অনুসরণ ও ব্যাখ্যা করার কাজটি কাড়াকাড়ি, ঝাড়াঝাড়ি, সাঁড়াসাঁড়ি, রাড়ারাড়ি, ইত্যাদি ব্যঞ্জনগুচ্ছে স্বচ্ছতা অর্জন করেছে। বড় পক্ষের দাসী সাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে-ভঙ্গিতে স্বরে মানসিকতায় উত্থাপিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। বিপরীত, বিসদৃশ ধ্বনির সান্নিধ্যে, সংস্পর্শে, 'ড়' অনেকবার বিভিন্ন চরণে উপস্থিত হয়ে কলহ ক্ষুব্ধ মান, কণ্ঠস্বর ও চেতনাকে ধ্বনিপ্রবাহে ও প্রবাহমান কালের পটে স্থাপন করে। এতদপ্রসঙ্গের কাব্য পঙক্তি তুলে ধরা হল।

"তোমার নাম করে/ঠাকুরে আনু লয়ে/বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥/ সে যদি আগে লৈল/ সেইত রাণী হৈল/ তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।/ সে পতি লয়ে রবে/ তুমি পাইবে কবে/ ঘুচিল শেজি পাড়া-পাড়ি।॥/ভুলিয়া তার ভাবে/ পতি না তোরে চাবে/ কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।/ রান্ধিয়া দিবে ভাত/ ফেলাবে আঁটু পাত/ ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥/ সাধী হারামজাদী/ এখনি হৈল বাদী/ করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।/ সাধী যে কথা কৈল/ মোরে সে শেল রৈল/ দিয়াছি খুব ঝাড়া ঝাড়ি॥/ করিনু যত তন্ত্র/ পড়িনু যত মন্ত্র/ কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।/ ঠাকুরে ভুলাইব/ তোমারে আনি দিব/ আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥/ দুসতীনের ঘর/ পতিরে ঘুচে ডর/ কন্দলে হয় রাড়ারাড়ি।" [পৃ: ভা.গ. ৩৩৩-৩৩৪]

৯. ৬১, ৬৯, ৯৬, ১১৭ উদাহরণের কলকল, ছলছল, জ্বরজ্বর, টলটল, থরথর ব্যঞ্জনগুচ্ছ চোর কবি সুন্দরের প্রেমাবিষ্ট বিদ্যার মানস ও দৈহিক চাঞ্চল্য রূপ দেয়। ১৭, ৩১, ১২৯, ১৮২ উদাহরণের খেলা খেলে, গুরু গুরু, দুরু দুরু, চমকে থমকে ব্যঞ্জনগুচ্ছ চোর কবি সুন্দরের মানস পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করে। এখানে ভোগবতী মানবিক প্রেমানুভব কাব্যত্বমণ্ডিত হয়েছে; যদিও পরবর্তী সময়ে মুগুড় মেরে এই প্রেমমূর্তিকে ক্ষুব্ধ ভারতচন্দ্র টুকরো টুকরো করে মধ্যযুগীয় আকাশের শেষ সীমায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, এতটুকু সহানুভূতি দেখাননি। চোর কবির হাতে কাঠের কুচই খসে পড়েনি, প্রেমিক চোর কবির মাথাটাই দেহ থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কবির সামন্ত সমাজবৈরী মানসিকতা এখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সামন্ত-সংঘাতে জীর্ণ, শীর্ণ, দীর্ণ, ধর্ষিত, লুণ্ঠিত বাংলা কবি দেখেছিলেন, নিজে নিজেই জ্বলেছিলেন, কিন্তু তখনো ইতিহাসের কালপূর্ণ হয়নি এবং সমাজ-সংগঠন পশ্চাৎ ভূমিতে আবর্তমান বলে কবির মধ্যে দ্রোহ শক্তি পূর্ণ অবয়ব লাভ করেনি; শুধু পুরাতনের প্রতি বিবমিষা ভাব অস্তিত্বে জেগে উঠেছে-। কবির আহত চেতনা উৎসারিত পঙক্তি—

Dhaka University Institutional Repository

লুঠি বাঙালার লোকে করিল কাঙ্গাল।

গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।

লুঠিয়া লইল ধন ঝিউরী বহুড়ী।।

[পৃ : ভা.গ. ১১]

পঙক্তি মালার সমগ্র ভাবচেতনা সংহত আকার নিয়েছে 'বাঙ্গাল কাঙ্গাল' (ছেকানুপ্রাস-ঙ্গাল) ও ঝিউড়ী বহুড়ী (বৃত্তানুপ্রাস-ড়) ব্যঞ্জনগুচ্ছে।

শুধু ভাবচেতনার জগতেই যে এই কবি মধ্যযুগের সীমায়নকে আঘাত করেছেন, তা-ই নয়, অলঙ্কার-সৌন্দর্য সৃজনেও প্রথাকে সহজাত শক্তিতে ভেঙ্গে ফেলেছেন- নিম্নের ছেকানুপ্রাসের উদাহরণে একথার স্বাক্ষর মিলবে-

(১) কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী/ উভে উভে দিব শূলে। [পৃ : ভা.গ. ২৫৫]

(২) গজব করিলা তুমি আজব কথায়, [পৃ : ভা.গ. ৩০৫]

(৩) করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া [পৃ : ভা.গ. ৩০৬]

(৪) কাফর করিল লোকে কোফর পড়িয়া। [পৃ : ভা.গ. ৩০৬]

(৫) শহর কহর এত আপনি করিলা। [পৃ : ভা.গ. ৩১৬]

ভারতচন্দ্রের হাতে বিদেশী শব্দ ঝলসে উঠে বাঙলা কবিতার অনুপ্রাসনক্রিয়ায় ভয়ঙ্কর শক্তি সঞ্চার করেছে। বাংলা শব্দের শোষণ ক্ষমতা রায় গুণাকর ভালভাবে বুঝতেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। প্রথম উদাহরণে 'গস্তানী মস্তানী' পদদ্বয় যেমন হীরামালিনীকে ধ্বনিতে যথাযথভাবে স্থাপন করে, তেমনি উন্মোচিত করে কোটালের মানস পরিস্থিতি, চারিত্র্য, মেজাজ। 'স্তন' ব্যঞ্জনগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি কোটালের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ও ক্ষুব্ধ বাস্তবের প্রতীক। 'গজব আজব' বাদশাহ জাহাঙ্গীর এবং সেকালের মুসলিম জনগোষ্ঠীর একাংশের মনোবাস্তবের প্রকাশক। ভারতচন্দ্রের ছেকানুপ্রাস, বিশেষত বিদেশী শব্দের ছেকানুপ্রাস কালাতিক্রমী শক্তি ধারণ করে।

১.গ. অন্ত্যানুপ্রাস

অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টিতেও গুণাকর কবি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বচ্ছল। নিম্নে এমনি রকমের সফল কয়েকটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ দেয়া গেল:—

(১) লুটি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।

গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।

Dhaka University Institutional Repository

কাটিল বিস্তরলোকে গ্রাম গ্রাম পুড়ি।

লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।। [পৃ : ভা.গ. ১১]

(২) কে কারে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে

কে মানে কাহার বোল। [পৃ : ভা.গ. ৪০]

(৩) পাখ নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।

কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়।। [পৃ : ভা.গ. ৪৩]

(৪) হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।

চন্তের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী।। [পৃ : ভা.গ. ৫৮]

(৫) বিলাতী খিলাত পড়ে জরকশী চীরা

মানিক কলগী তোরা চকমকে হীরা।। [পৃ : ভা.গ. ১৬৪]

(৬) সুন্দর দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।

ভারত কহিছে শাড়ী পরলো কষিয়া।। [পৃ : ভা.গ. ১৭২]

(৭) দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর

স্মরে জরজর যত রমণী।

কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ

কটির বসন খসে অমনি।। [পৃ : ভা.গ. ১৭৩]

(৮) আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।

বখশী আমার পতি সদাই খুনশী।। [পৃ : ভা.গ. ২৬২]

(৯) যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।

বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।। [পৃ : ভা.গ. ২৬৪]

(১০) ঘড়িয়াল দুই পাশে হাতে বালী ঘড়ি।

সারি সারি চোপদার হাতে হেম ছড়ি।। [পৃ : ভা.গ. ২৬৫]

(১১) আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।

নট নটী হরকরা উরুদ্ বাজার।। [পৃ : ভা.গ. ২৯৪]

(১২) সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরান।

Dhaka University Institutional Repository

ঝুটমুট পড়ি মরে আগম পুরাণ।। [পৃ : ভা.গ. ৩০৫]

(১৩) ধূল ছাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।

মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা।। [পৃ : ভা.গ. ৩১৪]

(১৪) ভাল হেতু করেছিনু হুজুরে আরজ।

নাইলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ।। [পৃ : ভা.গ. ৩১৬]

(১৫) কাজী ছাড়ে কলমা কোরান ছাড়ে কারী।

হুলাহুলী দেই যত যবনের নারী।। [পৃ : ভা.গ. ৩২০]

কৈশোর-যৌবনে সামন্ত শক্তির ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ গুণাকর কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিমুখ, বিমূঢ় বাস্তব কবি মানসকে কাব্যরচনা কালে জাগিয়ে তোলে। প্রথম উদাহরণের 'বাঙ্গাল' কাঙ্গাল জাঙ্গাল' গ্রাম গ্রাম পুড়ি' 'লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী' সেই বেদনাতিক্ত জীবনাভিজ্ঞতার ধ্বনিরূপ। অঙ্গাল' 'উড়ি' বর্ণগুচ্ছের অন্ত্যানুপ্রাস চেতনা প্রবাহ থেকে সহজাতভাবে ছিটকে বেড়িয়ে এসেছে। কষ্ট কল্পিত বিন্যাস এটি নয়। বাঙলা - সমাজের দারিদ্র্য লাঞ্ছিত ঘর- গেরস্থালি ৪র্থ উদাহরণে 'অণ্ডী' বর্ণগুচ্ছের অনুপ্রাসে সৌন্দর্যায়িত। এ ধরনের বিষণ্ন জীবন কবিও বহন করে ছিলেন। খসিয়া-কষিয়া (উদা : ৬), রমণী- অমনি, ভূষণ-কষণ (উদাহরণ : ৭) ইন্দ্রিয়া -পিপাসার, মুনশী-খুনশী, বই-হই (উদা : ৮, ৯) অসুস্থ দাম্পত্য জীবনের, ঘড়ি-ছড়ি, হাজার-বাজার (উদা : ১০. ১১) রাজকীয় পরিবেশের, কোরান-পুরান (উদা : ১২) অসংস্কৃত ধর্মচেতনার এবং ওঝা-বোঝা (উদা : ১৩) হাঁচি-কাশি টিকি টিকটিকি - যাদু-টোনা- ভূত-প্রেত- মন্ত্র চালিত জীবনের সংকেত দেয়। ১৫ নং উদাহরণে কবির চিন্তন ক্রিয়া ভেবে দেখার মত। আত্মসমর্পণের বিষয় হিসেবে কবি 'নারী' 'কারী' ও 'কাজী' বেছে নিয়েছেন। গৃহস্থের শস্যভান্ডারের চাবি নারীর আঁচলে, ধর্মভাণ্ডারের চাবি ক্বারীর পকেটে, বিচার-বুদ্ধির মূল- শেকড় কাজীর বচনে। 'নারী' ও 'কারী'র অন্ত্যমিল জীবনগত সামগ্রিক মণ্ডলের দ্যোতক হয়ে উঠেছে চরণান্তে। পঙক্তি-শেষে ধ্বনিগত সৌন্দর্যের জনয়িতা সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ধ্বনির স্বতঃস্ফূর্ত বিন্যাস। 'আরজ' 'গরজ' এর 'রজ' সদৃশ, 'আ' ও 'গ' বিসদৃশ; 'খসিয়া-কষিয়ার সিয়া-ষিয়া সদৃশ, 'ক'ও 'খ' বিসদৃশ। উদ্ধৃত উদাহরণ মালায় অন্ত্যানুপ্রাসের সদৃশ বিসদৃশ অংশ তুলে ধরছি।...

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ	অন্ত্যানুপ্রাস	সদৃশ	বিসদৃশ
(১)	কাঙ্গাল-জাঙ্গাল	আঙ্গাল	ক,জ
	পুড়ি-বহুড়ী	উড়ি/উড়ী	প, বহ
(২)	আছাড়ে-পাছাড়ে	আছাড়ে	প
(৩)	বেড়ায়-জড়ায়	ড়ায়	বে, জ
(৪)	ষণ্ডী-চণ্ডী	অণ্ডী	ষ,চ
(৫)	চীরা-হীরা	ঈরা	চ,হ
(৭)	ভূষণ-কষণ	ষণ	ভূ,ক
(৮)	মুনশী-খুনশী	উনশী	ম,খ
(৯)	বই-হই	অই	ব,হ
(১০)	ঘড়ি-ছড়ি	অড়ি	ঘ,ছ
(১১)	হাজার-বাজার	আজার	হ,ব
(১২)	কোরান-পুরাণ	রাণ	কো, পু
(১৩)	ওঝা-বোঝা	ওঝা	ব
(১৫)	কারী-নারী	আরী	ক,ন

১. ঘ : আদ্যানুপ্রাস :

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আদ্যানুপ্রাসের প্রাচুর্য নেই। তবু বিরল যে দু-একটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা প্রতিভার স্বর্ণস্পর্শে ঐশ্বর্যময়। নিম্নে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল :-

'আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে
আধ ফণিফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা
আধ মণিময় হার উজালা
আধ কণ্ঠে শোভে গরল কালা
আধই সুধামাধুরী রে॥

Dhaka University Institutional Repository

এক হাতে শোভে ফণিভূষণ

এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ

আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ

আধই তাম্বুল পুরি রে॥

পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তির মিলনে বৈপরীত্যের এক বিস্ময়কর, ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য ধ্বনিতে রূপময় হয়ে উঠেছে এবং যে বিপরীতের যোগ-সংযোগে সৃজনের,সম্পূর্ণতার চালিকা শক্তি নিয়তা ক্রিয়াশীল থাকে, তার দ্যোতক পদমালাও বর্তমানে স্বভাবে বিপরীত: বাঘছাল-পটাম্বর, গরল-সুধামধুরী, ফণিফণা-কিঙ্কিণী, হাড়ের মালা-মণিহার, এসব বিপরীতের ক্রিয়া পূর্ণ সৌন্দর্যের জনয়িতা, প্রতি পঙক্তির শুরুতে বারংবার 'আধা' পদটির উপস্থিতি বিপরীত স্বভাবী দুই শক্তির পারস্পারিক অপরিহার্যতাকে নির্দেশ করে। বিশ্ব-নিয়ন্তার সমগ্র স্বরূপ ও বৈপরীত্যের ক্রিয়া সম্পর্কে পাঠক প্রত্যেক পঙক্তির আদিতে সজাগ, সতর্ক হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে, পঙক্তির আদিতে যে প্রবাহ সৃষ্টি করে 'আধা' বর্ণগুচ্ছ তা গুণ-ধর্মে ঘোষময়, অর্থাৎ উচ্চারণ কালে স্বরতন্ত্রীতে কম্পন জাগে। পঙক্তিগুচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেব ও আদিপ্রকৃতির সৌন্দর্য-গীত রচনা করতে যেয়ে কবি মানস, নিঃসন্দেহে নিস্পৃহ, নিস্তরঙ্গ ছিলনা। সৌন্দর্যাবেগ ও ভক্তি রসের তরঙ্গ তাঁর অন্তর্বাস্তবকে দোলা দিয়ে গেছে। বর্ণগুচ্ছের পুনরাবৃত্তিতে সৃষ্ট ধ্বনি প্রবাহ ও কথাবস্তু এখানে পরস্পর সমধর্মী বা সমান্তরাল, আদ্যানুপ্রাস ও ভাবসত্য এখানে পরস্পর হরিহর আত্মা।

১. ঙ : সর্বানুপ্রাস :

কবি ভারতচন্দ্র ক্বচিৎ সর্বানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন। তবু দুএকটি যা সৃষ্টি করেছেন মধ্যযুগের বাঙালা কাব্যে তার দোসর খুঁজে পাওয়া ভার। নিম্নে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি ।

পঙক্তি:-

(১) কখন ব্রাহ্মন ভাট ব্রহ্মণচারী

(২) কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী

(৩) কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী

(৪) অবধূত জটাধর হে।

(৫) কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী

(৬) কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী

(৭) কখন লুঠেরা কখন পসারী

Dhaka University Institutional Repository

(৮) কভু চোর কভু চর হে।

(৯) কখন নাপিত কখন কাঁসারী

(১০) কখন সেকরা কখন শাঁখারী

(১১) কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী

(১২) তেলী মালী বাজীকর হে।

(১৩) কখন নাটক কখন চেটক

(১৪) কখন ঘটক কখন পাঠক

(১৫) কখন গায়ক কখন গণক

(১৬) ভারতের মনোহর হে।

পঙক্তিগুচ্ছ লক্ষ করলে দেখা যাবে, কোথাও কোথাও একাধিক পঙক্তির আদি থেকে অন্ত্যপর্যন্ত যৌথ অনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পঙক্তি আদি থেকে অন্ত্যপর্যন্ত ধ্বনিপ্রবাহে পারস্পারিক মেল বন্ধন গড়ে তুলেছে, কখন বা একটি পঙক্তি নিজের মধ্যে ১ম- শেষ পর্যন্ত সদৃশ ধ্বনির পুনরাবৃত্ত ঘাটিয়েছে। চোর কবি সুন্দরের গুণপণা তুলে ধরা সাদৃশ্য ধ্বনির এই অবিরাম পুনরাবৃত্তির কারণ বোধ করি একধরণের সুর মূর্ছিত আবেগ, নায়ক-সুন্দর সম্পর্কে বলতে যে ধ্বনির এই সাদৃশ্যগত প্রবহমান স্রোতে কবি গা ভাসিয়ে দিয়েছেন।

আমরা সাদৃশ্য/সমধ্বনির চিত্র তুলে ধরছি।

Dhaka University Institutional Repository

পঙক্তি	প্রথম শব্দ	দ্বিতীয় শব্দ	তৃতীয় শব্দ	চতুর্থ শব্দ	পঞ্চম শব্দ
(১)	ক-খ-ণ :	ব-ক্ষ-ণ :	ভ - :	ব-ক্ষ-চ-র :	
(২)	ক-খ-ণ :	ব-র-গ :	য-গ :	দ-ণ-ড-ধ-র :	
(৩)	ক-খ-ণ :	গ- :	ক-খ-ণ :	ভ-খ-র :	
(৪)	ধ	ধ-র			
(৫)	ক-খ-ণ :	ট-ল :	ক-খ-ণ :	ক-ড-র :	
(৬)	ক-খ-ণ :	খ-ট-ল :	ক-খ-ণ :	ড়-র :	
(৭)	ক-খ-ণ :	ল-ঠ-র :	ক-খ-ণ :	স-র :	
(৮)	ক-ভ :	চ-র :	ক-ভ :	চ-র :	হ :
(৯)	ক-খ-ণ :	ণ :	ক-খ-ণ :	ক-স-র :	
(১০)	ক-খ-ণ :	স-ক-র :	ক-খ-ণ :	শ-খ-র :	
(১১)	ক-খ-ণ :	ত-ম-ল :	ত-ত :	ম-ন-হ-র :	
(১২)	ত-ল :	ম-ল :	ব-জ-ক-র :	হ :	
(১৩)	ক-খ-ণ :	ন-ট-ক :	ক-খ-ণ :	চ-ট-ক :	
(১৪)	ক-খ-ণ :	ঘ-ট-ক :	ক-খ-ণ :	প-ঠ-ক :	
(১৫)	ক-খ-ণ :	গ-য়-ক :	ক-খ-ণ :	গ-ন-ক :	
(১৬)	র-র :	ণ-হ-র :	হ :	হ :	

প্রথম পঙক্তিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি ব/ভ

দ্বিতীয় চতুর্থ শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি ক্ষ

প্রথম- দ্বিতীয় শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি ন/ণ

দ্বিতীয় পঙক্তিতে প্রথম ও চতুর্থ শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি ন/ণ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি গ

দ্বিতীয় ও চতুর্থ অনুপ্রাসিত ধ্বনি র, দ-ধ

তৃতীয় পঙক্তিতে প্রথম ও তৃতীয় শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি ক-খ-ণ

প্রথম, তৃতীয় চতুর্থ শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি খ

Dhaka University Institutional Repository

৫ম, ষষ্ঠ, ৭ম পঙক্তিতে প্রথম, তৃতীয় চতুর্থ শব্দের অনুপ্রাসিত ধ্বনি যথাক্রমে ক-খ-ন, ক-খ-ণ, র/ড়। এখানে তিনটি পঙক্তি যৌথভাবে সর্বানুপ্রাসের জন্ম দিয়াছে। ৫ম, ৬ষ্ট, ৭ম পঙক্তির প্রথম শব্দের ও তৃতীয় শব্দ 'ক-খ-ণ' পরস্পর সদৃশ প্রবাহ সৃষ্টি করে। পঙক্তি ত্রয়ের চতুর্থ শব্দে 'র' অথবা র/ড় সদৃশ ধ্বনি প্রবাহের জন্ম দেয়। ১৩, ১৪, পঙক্তিতে প্রথম ও তৃতীয় শব্দের ক-খ-ন, দ্বিতীয় শব্দের ট-ক, চতুর্থ শব্দের ট-ক/ঠ-ক এর পরস্পর সদৃশ ক্রিয়ায়, ১০ম পঙক্তিতে প্রথম ও তৃতীয় শব্দের ক-খ-ণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শব্দের স-ক-র/শ-খ-র; এবং আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ক/খ এর বিস্তৃতিতে অনুপ্রাস জন্ম নিয়েছে। বিভিন্ন পঙক্তির আদিতে মধ্যে 'কখন' সময় জ্ঞাপক এই পদটি বারংবার ফিরে এসে চোর কবি সুন্দরের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠককে সজাগ করে। এই বহুরঙা মানুষটি ব্রহ্মচারী, দণ্ডধারী, ভিখারী, কাঁড়ারী, ভাঁড়ারী, পসারী, কাঁসারী, শাঁখারী, গণক, পাঠক, চেটক, ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ঘেটেল, খেটেল। কালিক জীবনে কবি হয়ত বা মানুষের মনে ও মুখে নানা বর্ণের মুখোশ দেখেছিলেন। কাব্যগত চরিত্র-সৃষ্টিতে সেই বাস্তবচেতনা সক্রিয়া থেকে কবিকে চালিত করেছে।

কাব্য পঙক্তিতে বর্ণগুচ্ছের বিভিন্ন ভাষিক পটভূমিতে বিচিত্র ভঙ্গিমা আচরণ, পুনরাবৃত্তি ও বৈপরীত্য, লৌকিক বাস্তব ও ধ্বনি ধর্মের সম্পর্ক অনুসৃতির পর একথা বলা যায়, ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস স্পর্শে সামন্ত সমাজের গোপণ-অগোপণ অঙ্গ-উপাদান শ্রী-সৌন্দর্য, জ্বরা-ব্যাধি রূপময় হয়ে উঠেছে আর সে কারণেই ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস বিদগ্ধজনের কাছে 'অলঙ্কার' হিসেবে ছাড়পত্র প্রাপ্তির অধিকার দাবি করতে পারে।

২ : যমক :

অনুপ্রাসের মত ভারতচন্দ্রের যমকও সামন্ত সমাজ প্রাঙ্গণের নানা অংশ উন্মোচিত করেছে। আমরা প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করে ভারতচন্দ্রীয় যমকের তালিকা চিত্র তুলে ধরছি এবং পরে লৌকিক জগৎ, লৌকিক বস্তুকে সৌন্দর্যায়নে এর ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

Dhaka University Institutional Repository

সার্থক যমক

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
৮২ :	১ :	ঊর্দ্ধে দুইপদ ধরি/ হেটে অগ্নি দীপ্ত করি/ অগ্নি করে অগ্নি সেবা তপ।	অগি—অনল. অগ্নি — দেবতা বিশেষ	অন্নদার জন্য অগ্নিদেবতার তপস্যা
৪৮ :	২ :	অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগলয়ে।/ ভবানীর নামে দিলা এক ভাব হয়ে॥	অগ্রভাগ— সামনের অংশ. অগ্রভাগ — প্রথম ভাগ	মহাদেবের সিদ্ধি ভক্ষণ
১৬৪ :	৩ :	আকাশ বাণীতে হাতে পাইল আকাশ:	আকাশ—দৈব আকাশ—দুলর্ভবস্তু	সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা
১৮১ :	৪ :	আট পণে আনিয়াছি কাট আট আটি।/ নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আটি॥	আটি—বোঝা আটি—গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা	হীরা মালিনীর বেসাতির হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
২৬৭ :	৫ :	চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।/ উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥	উচ্চ-অভিজাত শ্রেণী উচ্চ—উচ্চতা বিশেষ	সামন্ত শাসনের প্রতি বন্দী সুন্দর কবির কটাক্ষ
৮০ :	৬ :	অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।/ উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥	উগ্র—শিব উগ্র —প্রচণ্ড	শিবের পঞ্চতপ
১৮৭ :	৭ :	মহার্ঘ দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।/ যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥	উত্তর—জবাব উত্তর উত্তর — ক্রমে ক্রমে	মধ্যযুগের আর্থিক জীবন, হীরার বেসাতির হিসাব।
২২২ :	৮ :	করে করে কমন্তলু স্ফটিকের মালা :	করে—হাতে করে—করিয়া :	সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশ।
২৬২ :	৯ :	কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে :	কশুর —শৈথিল্য, ত্রুটি, কশুর — দিব্য দেয়া, কিড়া কটা	বখশী পতি
১৮১ :	১০ :	লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ি।/ শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি॥	খড়ি—পেন্সিল খড়ি—মাটি :	মালিনীর বেসাতির হিসাব
১৮০ :	১১ :	পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা।/ যটি টাকা দিয়াছিলা সবগুলি খোঁটা।।	খোঁটা— খোঁচা দেয়া, কটাক্ষ করা, খোঁটা—মেকী মুদ্রা :	মালিনীর বেসাতির হিসাব

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম: নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮০ :	১২ :	অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক ।/ নাহি বিনা দোকানির না সরে গু বাক॥	গুবাক—সুপারি গুবাক—কথা :	মালিনীর বেসাতির হিসাব
২৬২ :	১৩ :	পরের হাজির গরহাজির লিখিতে ।/ ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে॥	গরহাজির—কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত, গরহাজিরী —দাম্পত্য লীলায় অনুপস্থিত, হাজির—উপস্থিত	বখশী পতি
৮৪ :	১৪ :	কুসুমে পুন পুন/ ভ্রমর গুনগুন/ মদন দিল গুণ ধনুক হুলে ।	গুনগুণ —গুঞ্জরণ গুণ—ধনুকের ছিলা ।	অন্নদার অধিষ্ঠান, প্রতিবেশের প্রতি ক্রিয়া
২৬৩ :	১৫ :	রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে ।/ তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥	ঘড়ি—সময় নির্দেশক যন্ত্র ঘড়ি—ঘরণী	অবিন্যাস্ত অসুস্থ সমাজ, ঘড়েল পতি
১৮১ :	১৬ :	খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে ।/ শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥	চেয়ে চেয়ে— খুঁজে খুঁজে চেয়ে—চাহিয়া,	মালিনীর বেসাতি

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮০ :	১৭ :	আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি ।/ অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥	চিনি—ইক্ষুরসের দানা । চিনি — চেনা	মালিনীর বেসাতি
১০৫ :	১৮ :	চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের মহিমা	চঞ্চলা—বিদ্যুৎ : চঞ্চলা — অস্থির	অন্নদার মোহিনী রূপ ।
১৮০ :	১৯ :	দুল্লর্ভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল ।/ সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥	জায়ফল—মশলা বিশেষ. যায় ফল — ফলের তালিকা	মালিনীর বেসাতির হিসাব ।
২১৪ :	২০ :	মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় । :	জলপান— পানি পান করা জলপান—নাস্তা	বিদ্যাসুন্দরের মিলন বাসরে আপ্যায়ন, সামাজিক রীতি:
৭০:	২১ :	যাহে জীব ত্যজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব :	জীব —প্রাণী জীব—আত্মা :	শিবগীত, আধ্যাত্মিকতা ।
৩৭ :	২২ :	অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি ।/ আমি তাহে দেহ ঢালি অন্তকালে কয় এই ধর্ম॥	দেহ —দেয়া দেহ—শরীর	রতি বিলাপ ।
২৩৫ :	২৩ :	ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ ।	দিন—সুযোগ দিনে দিনে— ক্রমে ক্রমে	বিদ্যার গর্ভ সঞ্চার, শারীরিক পরিবর্তন ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম: নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
২৩৫ :	২৪ :	ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥/ চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড় ।/ দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥/ তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে ।/ আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥/ দড়বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি ।	দড়—দৃঢ়, দড়—যুবতী দড়—কদর দড়বেলা—যৌবনকাল	ভবানন্দ মজুমদারের ঘরণীর ব্যাঙ্গোক্তি, এক পুরুষকে ঘিরে দুই রমণীর ক্ষুব্ধ বাসনা
১৬৫ :	২৫ :	দেখি পুরী বর্দ্ধমান/ সুন্দর চৌদিকে চান/ ধন্য গৌড় যে দেশে এদেশ ।	দেশ —গৌড় দেশ—বর্দ্ধমান	বর্ধমান পুরীর সৌন্দর্য, সুপ্ত স্বদেশ চেতনা ।
২৫৬ :	২৬ :	সুন্দর পড়েছে ধরা/ শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা/ সখী তোলে ধরা ধরি করি ।	ধরা—বন্দী হওয়া ধরা—পৃথিবী, ধরাধরি—ধরে	বন্দী সুন্দরের জন্য মূর্ছাহত মনোজগত ।
৩৩৫ :	২৭ :	এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি/ ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি ।	ধরা—আকর্ষণ করা, পেতে চাওয়া, ধরা দেয়া—আত্মসমর্পণ ধরাধরি—ঘনিষ্ঠতা ধরাধরি—অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ	মজুমদার গিন্নীর খেদোক্তি

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮০ :	২৮ :	দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান ।/ আমি যেই তেঁই পানু অন্য নাহি পান॥	পণ—মুদ্রাবিশেষ পণ—২০গণ্ডা পান— তাম্বুল পান— পাওয়া	মালিনীর বেসাতির হিসাব
১৪৬ :	২৯ :	পদ্মিনী-পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায় ।	পদ্মিনী—বিষ্ণুহোড় পত্নী. পদ্মিনী—পদ্মগন্ধী রমণী	অন্নদার কৃপায় বিষ্ণুহোড় পত্নীর শারীরিক পরিবর্তন
১৮০ :	৩০ :	যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে লাজ পায় ।/ এটাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ।	পায়—পাওয়া পায়—পদে	মালিনীর বেসাতির হিসাব
১৪৪ :	৩১ :	ঘুঁটে হৈল হেম ঘুঁটে দেবীর পরশে ।/ লোহা যেন হেম হয় পরশি পরশে ।	পরশে— স্পর্শে পরশে—পরশ পাথর	হরিহোড়ে দেবীর কৃপা ।
১০২ :	৩২ :	তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ ।	পদে—চরণে পদেপদে—প্রতি-কাজে	বেদ-ব্যাসের কাশীতে শাপ্ প্রদান ।
৮৩ :	৩৩ :	পবন আহার করি নিয়মে পরাণ ধরি পবন করয়ে ঘোর তপ ।	পবন—বায়ু পবন —দেবতা	ব্রহ্মাদির তপ. অন্নদার জন্য পবন দেবতার তপস্যা

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম: নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
২২৫ :	৩৪ :	পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে ।/ ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে॥	ফিরে—পুনরায় ফিরে—মনোযোগ	বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের কৌতুক, নারী মনোগঠন
১৮০ :	৩৫ :	কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা ।/ যেটি কয় সেটি লয় নাহিলয় ফিরা ।	ফিরা—সমস্ত হাট ঘুরে, ফিরা—ফেরত নেওয়া	মালিনীর বেসাতির হিসাব
২৬৩ :	৩৬ :	যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা ।/ নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা॥	বাজে জমা—অপব্যয় বাজে জমা— যৌবনের অপচয়	পতিনিন্দা
১৮০ :	৩৭ :	বেসাতি কড়ির লেখা বুঝরে বাছনি ।/ মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥	বাছনি-বৎস বাছনি —বিচার করা, বিবেচনা করা	মালিনীর বেসাতির হিসাব
২৯ :	৩৮ :	বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ ॥	বৈদ্যনাথ — পীঠস্থান বৈদ্যনাথ—ভৈরব	পীঠমালা
১১০ :	৩৯ :	হরি হর বিধাতার তুমি যে বিধাতা ।	বিধাতা— ব্রহ্মা বিধাতা—নিয়ন্ত্রক :	ব্যাসের অন্নদা স্তুতি ।
২২৩ :	৪০ :	গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ।	বিদ্যা—রাজকণ্যা বিদ্যা—শিক্ষা	বিদ্যা প্রসঙ্গে রাজার উক্তি
২৬০ :	৪১ :	হাত ছোট আম বড় এবড় প্রমাদ :	বড়— বৃহৎ বড়-ভয়ঙ্কর :	বামন পতি,

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
৩২৭ :	৪২ :	বৈদ্যানাথে বৈদ্যনাথে করি দরশন ।	বৈদ্যনাথে— তীর্থস্থান বৈদ্যনাথে—শিব	ভবানন্দের তীর্থ - বর্ণনা
১৮ :	৪৩ :	সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ ।	সুবর্ণ—সুন্দর রং সুবর্ণ —স্বর্ণ :	সতীর মহালক্ষ্মী রূপ
১৬২ :	৪৪ :	সুন্দর তাহার সুত/ বড় রূপ গুণ যত / বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ।	বিদ্যা—বর্ধমান রাজকন্যা. বিদ্যা—শিক্ষা	চোর কবি সুন্দর
১৪৮ :	৪৫ :	বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধর ।	বসুন্ধরা— বসুন্ধর পত্নী বসুন্ধরা—পৃথিবী	বসুন্ধরার জন্ম
১৩৮ :	৪৬ :	বসুন্ধরা বসুন্ধরা বসুন্ধরা চলে ।	বসুন্ধরা— বসুন্ধর পত্নী বসুন্ধরা— পৃথিবী	বসুন্ধরার মর্ত্যলোকে জন্ম
৪১ :	৪৭ :	বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম ।	বিধি—হরি বিধি—নিয়ম :	শিব বিবাহ
১৮০ :	৪৮ :	তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি ।/ ভাঙ্গাইনু দু-কাহনে ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গি ।	ভাঙ্গি—ভাঙালো ভাঙ্গি—শিবের মত উদাসীন	মালিনীর বেসাতির হিসাব ।
১১৬ :	৪৯ :	সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার/ ভবনাম ভব করিতে পার ।	ভব— মহাদেব ভব—পৃথিবী :	গঙ্গার শিব স্তুতি ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮১ :	৫০ :	শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত ।/ এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ।।	ভারত—কবি ভারতচন্দ্র ভারত—মহাভারত ভারত—ভারতবর্ষ	মালিনীর বেসাতি প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য
২৩৫ :	৫১ :	মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ ।/ পোড়ামাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ ।।	মাটি— আহম্মকের মত কাজ পোড়ামাটি— অগ্নিদগ্ধ মাটি	গর্ভ সঞ্চারে বিদ্যার উদ্বেগ
২৬৮ :	৫২ :	মুনশী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুনশী ।	মুনশী—পদবী মুনশী—লেখক, সেক্রেটারি	সুন্দর ও মুনশী
৮৯ :	৫৩ :	রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল ।/ যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল ।।	মঙ্গল—কল্যাণ মঙ্গল—মঙ্গল গান,মঙ্গল কাব্য	কবির সামন্ত প্রথানুগত্য
৭৭ :	৫৪ :	আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা । /	মঙ্গল—কল্যাণ মঙ্গল— দেবতা বিশেষ	অন্নপূর্ণার পূজানুষ্ঠানে দেবগণের নিমন্ত্রন
১৬৬ :	৫৫ :	ঢালী খেলে উড়া পাকে/ ঘন হান হান হাঁকে/ রায় বেঁশে লোফে রায়বাঁশ ।	রায়বেঁশে —লেঠেল রায়বাঁশ— লাঠি	সামন্ত-জীবন, বর্ধমানপুর
১৭৫ :	৫৬ :	কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ।/ দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ।।	হীরা— হীরক হীরা—মালিনী	মধ্য যুগীয় পরিবেশে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ফুলওয়ালী

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : নং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৪২ :	৫৭ :	বিস্তর রোদন করি হরি হরি স্মরে হরি ।	হরি—ভগবান হরি—হরিহোড়	হরিহোড় জীবন
১৪১ :	৫৮ :	দুঃখে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ।	হরি—ভগবান হরি—হোরিহোড়	বিষ্ণুহোড় কর্তৃক পুত্রের নামকরণ
১৭৬ :	৫৯ :	বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ।	সুসার— সুদৃশ্য বা সুন্দর সুসার— সুন্দর আশা	সুন্দরের ভাবনা
২০০ :	৬০ :	বিদ্যার নিবাস / যাইতে উল্লাস / সুন্দর সুন্দর সাজে ।	সুন্দর — চোর কবি সুন্দর সুন্দর —সৌন্দর্য মণ্ডিত	সুন্দরের অভিসার সজ্জা
১৭৯ :	৬১ :	পনে বুড়ি নিরূপণ/ কাহনেতে চারিপণ/ টাকাটায় শিকার স্বীকার ।	শিকার— আক্রমণের লক্ষবস্তু স্বীকার—স্বীকৃতি, সম্মতি	মালিনীর বেসাতি, মধ্যযুগীয় বিপণন
১৮০ :	৬২ :	সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ ।/ আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ ।	সন্দেশ— মিষ্টান্ন দ্রব্য বিশেষ সন্দেশ —খবর	মালিনীর বেসাতি মধ্যযুগীয় বিপণন

Dhaka University Institutional Repository

সার্থক - নিরর্থক যমক :

পৃ : ভ.গ	উদা: ক্রম : ন ং	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮৯:	৬৩:	শিহরিল ধনী দেখিয়া কল ।/ শ্লোক পড়ি আরো হইল বিকল ।!	কল/বিকল :	সুন্দরের সাংকেতিক শ্লোকে, বিদ্যার যৌবন ক্রীড়া
১২৩ :	৬৪ :	তপোবলে কাশী/ দেখ পরকাশি/ দূর হরে দূরাচার । :	কাশী/পরকাশি :	ব্যাস-বিশ্বকর্মা কথোপকথন ।
১২২ :	৬৫ :	শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির কোল ।	বিজয়া/জয়া :	হর গৌরী কোন্দল, দরিদ্র জীবন
২৭১ :	৬৭ :	দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ্য ভাবিয়া	দগ্ধ/বৈদগ্ধ্য :	বিদ্যা প্রণয় সম্পর্কে সুন্দরের চাতুর্যপূর্ণ উক্তি ।
২৫৬ :	৬৮ :	শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি :	পতি/উপপতি :	পরকীয়া প্রেম
২১৬ :	৬৯ :	কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরান হারাবে:	পাকে/বিপাকে :	বিদ্যাসুন্দর প্রণয় সম্পর্কে মালিনীর উদ্বেগ
১৫৮ :	৭০ :	হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ ।/ কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ :	পদ/অষ্টাপদ	ঈশ্বরী পাটনীর উক্তি (অন্নদার প্রতি)
৪১ :	৭১ :	কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ । :	বর/ প্রবর	শিব বিবাহ সামাজিক রীতি
৯৪ :	৭২ :	ভারত কহিছে ব্যাস চলিলা কাশীতে ।/ ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত এই ভ্রান্তি ঘুচাইতে॥	ভ্রান্ত/ অভ্রান্ত :	উদ্ভ্রান্ত ব্যাস প্রসঙ্গে কবির মন্তব্য

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক : ন :	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
৮১ :	৭৩ :	ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব ॥	অনুভব/ভব	শিবের পঞ্চতল
৩১ :	৭৪ :	একি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার ।	মহামায়া/মায়া :	কিশোরী পার্বতীকে ঋষি চূড়ামনি নারদের প্রণাম ।
১২৫ :	৭৫ :	অন্যের যে অমঙ্গল তারে সে মঙ্গল ।	অমঙ্গল/ মঙ্গল :	শিব প্রসঙ্গে ব্রহ্মার উক্তি ।
১৮ :	৭৬ :	একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া/সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়াছায়া ।	মায়া/ মহামায়া	পরাপ্রকৃতি সতী সম্পর্কে শিবের উক্তি ।
৩১ :	৭৭ :	অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে/ দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে । ।	মনে/কেমনে :	নারদের প্রণাম পেয়ে কিশোরী পার্বতীর প্রতিক্রিয়া সামাজিক রীতি ।
২৫৯:	৭৮ :	এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন ।/ দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন । ।	এমন/ মন :	চোর কবি সুন্দরের সৌন্দর্যে পুর রমনীদের প্রতিক্রিয়া :
১৮৫ :	৭৯ :	বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম ।	ক্রমে/বিক্রমে :	সুন্দরের প্রণয় কলা :
৬৮ :	৮০:	নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে । :	রঙ্গ/তরঙ্গে :	ক্ষুধাতৃপ্ত শিবের উল্লাস, ক্ষুধাতৃপ্ত কালিক দরিদ্র জনের উল্লাস ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ : ভ.গ	উদা: ক : ন :	কাব্য পঙক্তি	যমকের শব্দগুচ্ছের অর্থ	প্রসঙ্গ
১৮ :	৮১ :	দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন ।	ত্রিলোচন/ লোচন	সতীর ধূমাবতী রূপ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত মহাদেব ।
২০৮ :	৮২ :	রাধা কৃষ্ণের রাস/ হাস পরিহাস/ ভারত উল্লাস অন্তরে ।	হাস/পরিহাস :	বিদ্যাসুন্দরের কৌতুক, কবির উল্লাস ।
৪৭ :	৮৩ :	সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার । :	সতী/নিবসতি :	হারানো প্রিয়েকে পেয়ে মহাদেবের আনন্দ ।
৮১ :	৮৪ :	তুমি সকলের সার অসার সকল :	সার/অসার :	মহাদেবের পঞ্চতপ, অন্নদাস্তুতি
৬৭ :	৮৫ :	ঘরে অন্ন নাহি যার/ মরণ মঙ্গল তার/ তার কেন বিলাসের সাদ ।/ যার নারী সুতা সুত সদা অন্ন কষ্ট-যুত সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥	সাদ/ অবসাদ :	ভিখারী শিবের খেদ; নির্বিত্তমানুষের খেদ :
৪৭ :	৮৬ :	আজি হৈল ইষ্ট সিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি । :	সিদ্ধি/ইষ্ট সিদ্ধি :	মহাদেবের সিদ্ধি ভক্ষণ ।

[সার্থক- নিরর্থক যমকে শব্দার্থ নির্দেশ করা হলনা একারণে যে: এখানে শব্দগুলো স্পষ্টত: পৃথক আকারের এবং অর্থের পার্থক্যও উজ্জ্বল। বর্ণানুক্রমিকভাবে যমকের তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে ।]

১, ১৪, ১৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৫৪, ৭০, ৭৪, ৮৪, উদাহরণে যমক অন্নদা অনুষঙ্গী । ব্রহ্মাদির তপস্যা, অন্নদার মোহিনী রূপ, পদ্মিনী হরিহোড়- ঈশ্বরীকে দেবীর করুণা বর্ষণ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের সংস্কার ও ধর্মাশ্রিত বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে। ১, ৩৩ উদাহরণে অগ্নি ও পবনের তপস্যা পুরান প্রথারই প্রতিফলন পদ্মিণী (উদা: ২৯), হরিহোড় (উদা: ৩১) ঈশ্বরী পাটুনি

Dhaka University Institutional Repository

(উদা: ৭০) জীবিনের জাগতিক সমস্যা অলৌকিকের পথে মীমাংসিত। বৈরী পৃথিবীতে সেকালের মানুষ আকাশের দিকে শুন্য হাত তুলে ধরেছে, স্বপ্নে ও কল্পনায় অসম্ভব শক্তির সম্ভাবনাময় উপস্থিতির অবদানে নিজেকে ভরে নিয়েছে। সমাজের প্রান্তিক ভূখণ্ডে বিচরণশীল এসব মানুষ দেবীর দয়াই কামনা করে। একারণে কবি ভাবনায় দৈব সমাধান খুঁজে পাওয়া সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। তবু এই ভাবনা মধ্যযুগীয় সামন্ত - চেতনারই স্মারক। অবশ্য এখানে নতুনতর আস্বাদ ও চেতনার অঙ্কুর অনুপস্থিত নয়. 'পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল'- সমাজ নির্বাসিত, উপেক্ষিত এই মানবী পদ্মপাতায় কোনক্রমে ক্ষীণ অস্তিত্ব ঢেকে রাখে; সমাজে তাই চিহ্নিত হয়ে গেল পদ্মিণী রূপে। দেবীর কারুণ্যে সে ভারতীয় শাস্ত্র ও ঐতিহ্যের পদ্মিনীতে রূপান্তরিত হল। এ শুধু বিত্ত-বৈভবের ব্যাপার নয়, সৌন্দর্যের ব্যাপারও বটে। ঈশ্বর পাটুনী প্রসঙ্গে 'অষ্টাপদ' এবং হরিহোড় প্রসঙ্গে 'পরশ' পাথরের উল্লেখ আছে। ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের মিলিত ফল সম্পূর্ণতার সংকেত দান করে। এখানে যমকের শব্দ যুগল এরকম।-

পদ্মিনী : পদ্ম পত্রবসনা রমণী

পদ্মিনী :- পদ্মগন্ধময়রমণী

পরশ- স্পর্শ

পরশ- পরশ পাথর

পদ- পা.অষ্টাপদ - মূল্যবান ধাতু

লক্ষণীয়, বিপরীত, বিসদৃশ সম্পর্কে শব্দযুগল বাঁধা এবং শব্দের অর্থগতি শুন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে। যমক শুধু এখানে অলঙ্কারমাত্র নয়, বিষয়ের গভীরতর প্রদেশের একটা নিগূঢ় সংকেত বটে। বোধ করি জীবন প্রবাহ, সামন্ত কাঠামোর সীমানাতিক্রমণের মুখে এসে পড়েছিল। তাই সমকালকে কিছুটা স্বীকৃতি জানিয়ে কাব্যরচনা করলেও চৈতন্যের গভীরে বাস্তবের প্ররোচনায় এই কাব্য-ভাষা গড়ে উঠেছে। ৭৪ নং উদাহরণে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদের ভক্তিরসাশ্রিত উপলব্ধি, ৮৪ নং উদাহরণে দেবাদিদেব মহাদেবের অন্নদা স্তব মধ্যযুগীয় আস্তিক মানুষের ভাব-ভাবনার সদৃশ। ৭৭ নং উদাহরণে দেবী অন্নপূর্ণা নয়, বাস্তব সমাজ লালিত কিশোরীর মন ও মুখ প্রত্যক্ষ করে তুলেছে 'মনে/কেমনে'র যমক। বৃদ্ধ নারদের প্রণামে বালিকা বিব্রত- 'অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে'।/ দেখিয়া এমন কর্ম করিলা কেমনে॥' এখানে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়- বর্ণ প্রথা শাসিত সমাজে নিম্ন বর্ণের শ্রদ্ধা- ভক্তি- প্রণাম- আনুগত্য উচ্চ বর্ণের মানুষ পেয়ে থাকে; বয়োজ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ বিচার্য বিষয় নয়। অথচ কিশোরী উমা বিব্রত বোধ করছে- শুধু তাই নয়, মায়ের কাছে অভিযোগও উত্থাপন করছে।- কিন্তু কেন? ভারতচন্দ্র কবি বলেই জীবনের ভাষা বোঝেন, কালগতিকে যখন মধ্যযুগের শেষঘণ্টা বেজে চলেছে, কবিও সেই ধ্বনিটি কাব্যের অস্তিত্বে সংক্রমিত করলেন। কিন্তু ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

নং উদাহরণ স্মরণ করিয়ে দেয়, অপ্রিয় সত্য- কবি ভারতচন্দ্র মধ্যযুগেরই কবি- শেষতম কবি- বড় কবি। 'রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।/ যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥' - এ কথাটি প্রায় সমগ্র মধ্যযুগেই শোনা গেছে। কিন্তু রাজ্যের কুশল কামনা এমন গাঢ় স্বরে এর পূর্বে উচ্চারিত হয়নি। ভারতচন্দ্রের জন্মের ২০ বছর পূর্বে কবি আব্দুল হাকিম বলেছিলেন, ''যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।/ সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি''/ দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।/ নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥'' - 'কাহার জন্ম' 'কেন বিদেশে ন যায়' নিঃসন্দেহে কবির ক্ষুব্ধ, আহত মনোবাস্তবের প্রকাশ। এই ক্ষোভের মূলে প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে ভাষাপ্রীতি তথা দেশপ্রীতি। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, কাল প্রবাহে ধীরে ধীরে এই চেতনটি শিকড় সঞ্চার করেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে ডাল পালা মেলে পরিণত বৃক্ষে রূপ নিয়েছে।

২, ৬, ২১, ৭৩, ৭৫, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৬ উদাহরণ মহাদেবানুষঙ্গী। ৬, ৭৩ উদাহরণে ' উগ্র তপ করে উগ্র' 'অনুভব করি ভব' মহাদেবের তপশ্চর্যা তুলে ধরে। ২১, ৭৫ উদাহরণে 'যাহে জীব ত্যাজি জীব সেই ক্ষণে হয় শিব' এবং 'অন্যের যে অমঙ্গল তারে সে মঙ্গল' মহাদেবের স্বরূপ- ব্যাখ্যাতা। ২, ৮০, ৮৩, ৮৬ উদাহরণের 'অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে' 'নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে' 'সতী নিবসতি এল গেল অন্ধকার' এবং 'আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি' শিব দেবতার ঘর- সংসারের কিছু সুখের খবর দেয়। এখানে ভারতচন্দ্র কবি নিজেকে আড়াল করতে পারেননি। বহু পথ ঘুরে, বহুদিন পরে যেদিন ফেলে-আসা কিশোরী বধূকে পূর্ণযৌবনের বিকশিত পুষ্পরূপে কবি ফিরে পেলেন, সেদিন বৈরী পরিবেশেও আনন্দাবেগের তীব্রতায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন- মানবিক বৃত্তি অনুসরণ করে একথা বলা যায়। উদাসীন, দরিদ্র শিব যেদিন সতীকে ফিরে পেলেন, সেদিন কবিও এই আনন্দ যজ্ঞে নিজের আত্মাকে আমন্ত্রন জানালেন। একরণেই 'সতী নিবসতি' বা 'ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি' কবিতা দেবীর শুধু সাজঘরের পোষাক হয়ে থাকেনি, অন্তরাত্মার বেদনাবহ ধ্বনি- সংকেত হয়ে উঠেছে। অভুক্ত মানুষের ভোজন তৃপ্তির বেসামাল স্বভাব সমাজে কবি দেখেছিলেন, ব্যক্তিজীবনে অনুভব করেছিলেন। কাজেই 'রঙ্গ তরঙ্গে' নাচ কৃত্রিম নয়, একেবারে কবি আত্মারই অংশ বিশেষ।

৪, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯ ২৮, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৮, ৫০, ৫৬, ৬১, ৬২, ৭৮, উদাহরনে অষ্টাদশ শতকীয় সমাজের অব্যবস্থিত চিত্ততার কবিতায়ণ ঘটেছে, এবং এ কাজে যমক প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য, সবসময়ই যে কবি যমক সৃষ্টিতে বিস্ময়কর চমক সৃষ্টি করতে পেরেছেন, এমন নয়। ৫৬ নং উদাহরণে অষ্টাদশ শতকের এক জীবন্ত নারী, হীরামালিনী কালের বেড়া ডিঙিয়ে বিশ শতকের পাঠকের সামনে তার সমগ্র জৈব অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। বোধ করি, ভাবীকালের পাঠকও আজকের পাঠকের মত তার হীরক- তীক্ষ্ণ কথা, ছোলা-দাঁত, দোলা-মাজা, অবিরাম হাস্য, গালভরা গুয়াপান' গলের পাকিমালা, কানের কড়ি, কাঁখের

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের ঝুড়ি অস্বীকার করতে পারবেনা, স্বীকার করে নেবে আনন্দময় কাব্য। এই নারীর দেহ ও আত্মায় যে কালিক ব্যাধি ও বিবর্ণতা সংলিপ্ত তা-ও মুছে ফেলতে পারবেনা- 'আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।/ এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥' যমকের বিপুল শক্তি, সংক্ষিপ্ত পরিসরে যে ভাবে এই নারীকে পরিচয় করিয়ে দেয়, তাতে বুকের মধ্যে শুধু দাগই বসেনা, মহাকালের অক্ষম নড় বড়ে দাঁতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।- 'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।' হীরা মালিনীকে এক নজর দেখার জন্য কাব্য - পঙক্তি উদ্ধৃত করা হল।- '' কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।/ দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥/ গালভরা গুয়াপান পাকিমালা গলে।/ কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥/ চূড়া বান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।/ ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥/ আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।/ এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥' (পৃ: ভা.গ. ১৭৫)।

লৌকিক জগত কবিতায়নে মালিনীর প্রসঙ্গের অন্ত্য যমক শাস্ত্র সম্মত হলেও কখনো কখনো কাব্য সম্মত হয়নি। ধ্বনিগুচ্ছের হুবহু সাদৃশ্য ধ্বনি প্রবাহে সৌন্দর্য সঞ্চার করেনি, ক্লান্তিকর এক ঘেয়েমির জন্ম দিয়েছে। সদৃশ ও বিসদৃশ ধ্বনি যৌথভাবে ধ্বনিগত সৌন্দর্যের দ্যোতক হয়ে ওঠেনি। ৪, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৬ নং উদাহরণ আমাদের মন্তব্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বরং কোন কোন পঙক্তিতে অন্ত্য যমকের চেয়ে অনুপ্রাসই কবিতায়ন ক্রিয়ায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। "খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।/ শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥" এখানে 'খুন' ও 'চুন' এর 'ন' ধ্বনির অনুপ্রাস যেমন স্বত:স্ফূর্ত, তেমনি স্বচ্ছল ও শ্রুতিসুখকর। 'চেয়ে'র যমক অনেকটাই যান্ত্রিক। হীরার ব্যাসাতি ব্যাপারে কবি এ ধরণের যান্ত্রিক যমকের আশ্রয় নিলেন কেন?- আমাদের ধারণা, কাব্য প্রেরণার বশে এমনটি ঘটেনি, ঘটেছে পাণ্ডিত্যবোধের প্ররোচনায়। 'নাগরীর হাটে' 'কথায় মনের গাঁটি কাটে' এবং 'কথায় হীরার ধার' এটি প্রমাণের জন্যই কবি হীরামালিনীর মুখে অন্ত্যযমক জুড়ে দিয়েছেন এবং এই জুড়ে -দেয়া জিনিস কবি বা কাব্যাত্মার স্পর্শ না পেয়ে কাব্যদেহে অপ্রয়োজনের ভার হয়ে উঠেছে, তবু মালিনীর ব্যাসাতি ব্যাপারের যমকগুচ্ছ অষ্টাদশ শতকের বাস্তবতায় পরিচিহ্ন। হীরার বাক্য বুননি সেকালের জীবন বুননের ভিতর-গ্রন্থির অসারতা ও বিবর্ণতার স্মারক। বিবর্ণতার ছবি আঁকতে পেরে খুশি হয়েছেন ব্যঙ্গপ্রবণ কবি- '' শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।/ এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥''- সামন্ত প্রভুর মুখের উপর বিদ্যুৎ চমকের মত ব্যঙ্গের চাবুক ঝলসে উঠেছে। নষ্ট-দুষ্ট জীবনের কথা ধারণ করেও ৯, ১৩, ১৫, ৩৬, ৪১ উদাহরণের যমক ধ্বনি সৌন্দর্যে, জীবনকর্ষণে, এমনই সফল হয়ে উঠেছে যে, পণ্ডিতের দেয়া টোলের আসন ত্যাগ করে অলঙ্কার সমাজের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। 'বখশী' 'ঘড়েল,' 'বাজে জমার মালিক' সামন্ত সমাজের পেষণে বিপর্যস্ত, ফলশ্রুতিতে, অসম্পূর্ণ এবং শাসন চক্রের রশি টানাটানিতে ঘরের গৃহিনীকে বিস্মৃত। এই বৈনাশিক শক্তি নিয়তির মত ক্ষয় করে জীবন, এর সংক্রমন সমাজের সব সদস্যের অস্তিত্বে।

Dhaka University Institutional Repository

নারীকূল এই বলয়ের মধ্যে, এর নষ্ট ক্রিয়ায় ক্ষতাক্ত হয়ে প্রকাশ করে বিমুখ বাস্তবের রূঢ়তা, জীবন ও যৌবনের ব্যর্থতা, ভিতর ভূমির শুন্যতা। 'নারীদের পতিনিন্দা' কথাটি না বলে 'সমাজ-নিন্দা' বললে বোধ করি, কাব্যন্তর্গত মর্মসত্যটি উপলব্ধি করা সহজ হয়ে উঠে। ১৩নং উদাহরণের ' পরের গরহাজির' যেমন বহির্বাস্তবের, তেমনি ' ঘরে গরহাজিরী' অন্তর্বাস্তবের ধ্বনি চিহ্ন। ঘরে গরহাজিরীর অর্থ শুধু দৈহিক অনুপস্থিতি নয়, মানসিক ও জৈবনিক অনুপস্থিতিও বটে। এক পুরুষকে কেন্দ্র করে এক নারী দেহ-মনের পিপাসা মিটিয়ে নেয়। নারী- পুরুষ দেহে- মনে মিলে-মিশে সুখের অনুভূতিতে চঞ্চল ও আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠে। কাজেই পতি যেখানে 'গরহাজির' সেখানে নারী-জীবন নিষ্ফল হতে বাধ্য, অন্তত: কালিক -সামাজিক মূল্যবোধ নারীর জন্য এরকম পথই নির্দেশ করে। ১৫ নং উদাহরণেও নিষ্ফলতার যন্ত্রণার উচ্চ কণ্ঠ। 'আটপর ঘড়ি পিটে মরে' যেমন জীবনের বহিরাঙ্গিক অবিন্যাস ও ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তেমনি 'তার ঘড়ি কে বাজায়' দ্যোতিত করে অন্তর্জগতের নিরক্ত হাহাকার। 'তার ঘড়ি' মানবী অস্তিত্ব অর্জন করেছে, অর্থাৎ জড় বস্তু এখানে চৈতন্যে উত্তীর্ণ। আর এই উত্তরণে সম্বন্ধসূচক 'তার' সর্বনাম পদটি, কাব্য পঙক্তিতে এবং দ্যোতিত জীবনেও আবেগের বেগ এনে দেয়। 'বাজায়' ক্রিয়াপদটি অভিধেয়ার্থ বর্জন করে পতি-পত্নীর দেহ-সংলগ্ন মুহূর্তের সংকেত হয়ে ওঠে। এখানে 'ঘড়ি'র যমক কবি- জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতীক। ৩৬ নং উদাহরণের যমক 'পরের বাজে জমা' ' নিজ ঘরে বাজে জমা' একইভাবে লৌকিক জীবনকে কাব্যগত জীবনে পরিণত করেছে। নিবিড় বন্ধন ও তিক্ত অভিমানের সূচক যথাক্রমে 'নিজ ঘরে' ও'না জানে অধমা'। শুধু ইন্দিয়ের দাবী নয়, হৃদয়ের আকুতিও উপস্থিত হয়ে যমকাটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে, 'হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ' (উদাঃ ৪১) এর 'বড়' পদটির ঘমক ইন্দিয়জ বাসনার তীব্রতর প্রকাশ। দৈহিক সোহাগে পত্নীকে ভরে দেয়ার সামর্থ্য বামন পতির নেই। আম ভারতীয় ঐতিহ্যে মধুফল নামে আখ্যাত। নারী- মধুফলের মধুরস পানে অক্ষম ছোট হাত, খর্বদেহ। ফলত; অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা, (খধৎিবহপব এর ঐঁহমড়ৎ ভড়ৎ ভষবংয) অবিরাম সক্রিয় থেকে, প্রথমে আহত করে, পরে ক্ষোভ আপনিতেই জেগে ওঠে। ভারতচন্দ কবি যৌনচেতনানির্ভর বিষয়টিকে যমকের সাহায্যে স্থূলতা, মুক্ত করতে পেরেছেন। ৬৬, ৮৫নং উদাহরণে শিব-পার্বতীর ক্ষতাক্ত গার্হস্থ্য জীবন ধ্বনি রূপ লাভ করে 'জয়া বিজয়া' ও সাদ-অবসাদ' এর যমকে।২৪, ২৭ নম্বর উদাহরনে পদ্মমুখী, চন্দ্রমুখী ভবানন্দের গার্হস্থ্য জীবন প্রশ্নবিদ্ধ করে সম্ভোগ বাসনায়, প্রেমের দ্বন্দ্বে। 'দড়' 'ধরাধরি'র যমক এখানে বিষয় ও ভাবচেতনার যথার্থ অনুষঙ্গী। পঙক্তিগুচ্ছ তুলে দেয়া গেল,"চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়/ দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়"/ তিন ছেলে কোলে আর দড় হব কবে।/ আট পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে॥/ দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।/ ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥ 'দড়' পদটি এখানে অপগত যৌবনার দীর্ঘশ্বাস এবং "ধরাধরি' তার বিলাপ ধ্বনি-'এখন ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।/ ধরাধরি

Dhaka University Institutional Repository

যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥" ৫নং উদাহরন 'উচ্চজাতি' ও উচ্চ শালের যমক প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, সামন্ত শাসন এবং ৫২ নং উদাহরণে 'করে করে কমণ্ডলু' সামন্ত প্রথাকে ছিঁড়ে ফেঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চৌর্যবৃত্তির সাথে জাতিগত, শ্রেণীগত সম্পর্ক অপরিহার্যভাবে বদ্ধ নয়। অপরাধ, অপরাধীকে আইনের চোখ জাতি বা শ্রেণী বিচার করে দেখে না। কিন্তু মধ্য যুগীয় শাসনে ক্ষমতাধর অভিজাতের অপরাধ আইন প্রায়শই স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ নির্জিত, নির্বিত্ত সাধারণজন আইনের পেষণে পিষ্ট হয়েছে। এই বৈষম্যের পীড়ন কবিকে প্ররোচিত করেছিল। তাই কবি ভারতচন্দ্র চোর কবি সুন্দরের মুখ দিয়ে ব্যঙ্গচ্ছলে যমকের সহয়তায় এই সত্যটি ধরিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যা-সুন্দরের যে দেহাত্মবাদী, ভোগময় মন- মনন, রঙ্গরস, ভাব-ভাবনা তাতে সন্ন্যাসবৃত্তির কোন স্থান নেই। ভোগবাদী কবি সন্ন্যাসধর্মের নামে যা হয়ত দেখেছিলেন তীর্থে তীর্থে, তার প্রতি দিনে দিনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই ক্ষোভ বিদ্যা-সুন্দরের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী খেলা ও হাস্য কৌতুক-পরিহাসের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২৬, ৩৪, ৪০, ৫১, ৬৩, ৬৭ উদাহরণে 'ধরা' 'ফিরে' বিদ্যা' ' মাটি' 'কল-বিকল' 'দগ্ধ-বৈদগ্ধ্য' প্রভৃতির যমক মানবহৃদয় বৃত্তিকে মধুময়, কৌতুকময় ও বিপণ্ন পরিস্থিতিতে স্থাপন করে। ৬৩ উদাহরণে সুন্দরের পুষ্পবানবিদ্ধ, প্রণয়প্ররোচিত, ৫১ উদাহরণে গর্ভে মানবাঙ্কুর নিয়ে উদ্বিগ্ন, ২৬ উদাহরণে সুন্দরের বন্দিত্বে হত চৈতন্য বিদ্যা এবং ৩৪ উদাহরণে সামন্ত দৃষ্টিতে, সামন্ত প্রণয়ে সুন্দরের কৌতুক দীপ্ত জিজ্ঞাসা যমকের চমকে কাব্যত্ব লাভ করেছে। ৪০ নং উদাহরণ শুধু কন্যার মঙ্গলামঙ্গলে উদ্বিগ্ন পিতৃহৃদয় নয়, কালের অন্তগর্ভ-শুন্যতা, বৈপরীত্য, ক্ষয়কেও উন্মেচিত করে। 'গুণ' যেখানে যেকালে দোষ হিসেবে বিবেচিত হয় বা দোষে পরিণত হয় সে-দেশ সে-সমাজ- সভ্যতা বিকাশপ্রবণ ও সৃষ্টিশীল মানব অস্তিত্বের জন্য বৈরীশক্তি অবশ্যই।

৩: শ্লেষ

ভারতচন্দ্রের শ্লেষ বস্তুগত জীবন স্পর্শ করেই কাব্যগত সৌন্দর্যের জনয়িতা হয়ে উঠতে পেরেছে। অন্নদার আত্মপরিচয়ে হয়ত শিব-গঙ্গা-হিমবান প্রশস্তি মর্মকথা, কবিরও হয়ত এটি অভিপ্রায়। কিন্তু যে সামাজিক সত্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ঈশ্বর পাটুনী যাকে বুঝেছে, 'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল' তাকে পাঠক, সমাজতাত্ত্বিকও মান্য করতে পারেন, ' কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ' 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' 'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ' 'না মরে পাষাণ বাপ' 'গঙ্গা নামে সতা' 'অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই' উক্তিগুচ্ছ অসহ, বিপণ্ন, বাস্তব অস্তিত্বের স্মারক। অর্থের দ্বৈধবৃত্তি বাস্তবের মধ্যে দ্বৈধতা এনে কাব্যের দোর গোড়ায় পৌছে দিয়েছে, নীরস বিবৃতিধর্ম থেকে পঙক্তিগুচ্ছকে রক্ষা করেছে। পঙক্তিগুচ্ছ- '' অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।/ কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥/

Dhaka University Institutional Repository

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।/ কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।/ গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।

......................ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।/ না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥/ অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।/ যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥ (পৃ: ভা.গ. ১৫৭) কুকথা:- তিক্তকথা, জড়-অজড়- স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব সৃষ্টির কল্যাণের কথা; দ্বন্দ্ব অহর্নিশ- অবিরাম সংঘাত, ছেদহীন মিলন, নিবিড় সম্পর্ক, একাত্ম অস্তিত্ব; সিদ্ধিতে নিপুণ :- প্রবলভাবে নেশায় আসক্ত, সিদ্ধিদাতা; পাষাণ বাপ:- হৃদয়হীন পিতা, অমর হিমবান ঋষি, হিমালয়; কোন গুণ নাহি:- নির্গুণ, সর্ব্বগুণময়, ত্রিগুণাতীত; কপালে আগুন:- ধ্বংস কামনা, মহাদেবের ত্রিনয়ন। অন্যত্র (কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ - পৃ: ভা.গ. ৫৬) নির্বিত্ত জীবনের দ্যোতক হয়ে আগুন পদটির শ্লেষ ভিখারী শিবের, ভিক্ষুকজনের মনোবাস্তবকে যথাযথ ভাবে উন্মোচিত করে। 'কপালে আগুন' অন্ধকারময় নিষ্ফল পরিণতির কথাই বলেনা, দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিনয়নের কথাও বলে- যা ভূত-ভবিষ্যৎ, অন্দর-বাহির সব কিছু দেখে, আলোকিত করে, যা চৈতণ্যময় বা চৈতন্যময়তার স্বরূপ। ভারতচন্দ্রের শ্লেষ শাস্ত্রকে মান্য করে কাব্য লক্ষ্মীকে অশ্রদ্ধা করেনি। দেখা যাচ্ছে, অর্থের মধ্যে শুধু ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য বিরাজ করছেনা, বৈপরীত্যও প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বৈপরীত্যই কবিতায়ন ক্রিয়ায় সহযোগিতা দান করেছে। উল্লেখ্য, কবি ভারতচন্দ্রের চিন্তন ক্রিয়াও নির্দ্বন্দ্ব নয়। সব সময়ই দ্বান্দ্বিক। শিবগীত, ব্যাস- পরিকল্পনা, অন্নপূর্ণার সংসার, পুর বর্ণন, গড়-বর্ণন, নলকুবর এবং কবির দরবারি জীবন বিবেচনায় রেখে একথা বলা যায়।

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ভারতচন্দ্রের কবি আত্মার অংশ হিসেবে জ্বলে উঠে সেখানেই, যেখানে বাস্তবতার স্পর্শ ঘটেছে। এই বাস্তব দূর থেকে দেখা নয়, যাপিত জীবনের মধ্যেই ভোগ করে, সহ্য করে, বহন করে অঙ্গরূপে স্বীকৃতি-দেয়া বাস্তব। শিব- পার্বতী, হোড়- পদ্মিনীর নির্বিত্ত জীবন, মানসিংহ- প্রতাপাদিত্য- অন্নদা প্রসঙ্গে জঙ্গী জীবন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কবি বলতে গেলে, প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, এসব বিষয় মনোবাস্তবে পুর্ণবাসিত করেছেন এবং কাব্যজগতে ধ্বনি-প্রতীকের সাহায্যে সৌন্দর্যময় অবয়ব দান করেছেন: এই সৌন্দযই ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার।

তথ্য সূত্র:

১) জীবেন্দ্র সিংহ রায় উদ্ধৃত: কাব্যতত্ত্ব, পৃ: ১০, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, কলকাতা।

['সৌন্দর্যমলংকার', কাব্যালংকারবৃত্তি: আচার্য বামন]

২) দীনেশ চন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ: ৫১৫ সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা।

৩) সিরাজুল ইসলাম, সম্পাদক: বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৮, প্রথম প্রকাশ, বাংলা সংস্করণ, ১৯৯৩, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের কাব্য : অর্থালঙ্কার

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের কাব্য : অর্থালঙ্কার

অর্থের চারুত্ব অর্থালঙ্কার, যেমন ধ্বনির চারুত্ব শব্দালঙ্কার। সদৃশ, বিসদৃশ, বিপরীত সম্পর্কেবদ্ধ ধ্বনিগুলো যে প্রবাহ সৃষ্টি করে কাব্যপঙক্তিতে, তা বাস্তব জীবন প্রবাহের, জগৎ ব্যাপারের সদৃশ; কারণ জগৎ ব্যাপার, জীবন-প্রবাহ দ্বান্দ্বিকতা ও বৈপরীত্যের ক্রিয়ায় কার্যকর। অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, বিষম, অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই 'প্রকৃত' ও 'অপ্রকৃতে' 'উপমেয়' ও 'উপমানে সদৃশ-বিসদৃশ-বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমার। যেমন লৌকিক জগতে বিচরণশীল মানব সদস্যদের ইচ্ছা- বাসনাবেগ, অনুভূতি ও আচরণ দ্বান্দ্বিক ও বিপরীত ক্রিয়ায় গতিমান। এই বাস্তবের উপরেই অর্থালঙ্কারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। অর্থলঙ্কার ও বহির্বাস্তবের মধ্যে অন্তগূঢ় সম্পর্কের অবিরাম বয়নক্রিয়া চলে- বহির্বাস্তব মনোবাস্তবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত জগতের সাক্ষাৎ, ভাষিক রূপ অর্থালঙ্কার। যেহেতু মনোজগৎ হুবহু লৌকিক নয়, সেহেতু শব্দের আট পৌরে কর্মকাণ্ড এখানে প্রায় অচল। কাব্যগত শব্দ অভিধান নির্দিষ্টতা অতিক্রম করে; তার বিকীর্ণ সৌন্দর্যদ্যুতিতে লৌকিক বস্তু কাব্যবস্তু হয়ে ওঠে। লৌকিক জগতের সৌন্দর্য - ভুবনে উত্তরণে, সৌন্দর্যায়নে বা রূপান্তরিত মনোবাস্তবের রূপায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় শব্দের লক্ষনা ও ব্যঞ্জনা শক্তি। অভিধা শক্তি নয়, লক্ষণা/ ব্যঞ্জনা শক্তি অর্থালঙ্করের অস্তিত্বে প্রাণশক্তির মত কার্যকর থাকে। অষ্টাদশ শতক যেভাবে ভারতচন্দ্রের মনোবাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে, ভারতচন্দ্রের অর্থালঙ্কার তার ভাষিক প্রতিরূপ হয়ে ওঠেনি। একারণেই ভারতচন্দ্রের অর্থালঙ্কার কৃত্রিম, প্রথাগত। তবু কোন কোন অলঙ্কার লক্ষ করলে ভারতচন্দ্রকে চিনে নেয়া যায়। আমরা প্রথমে ভারতচন্দ্রের অর্থালঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- চিত্র তুলে ধরছি, পরে তাঁর স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, পরিচয়জ্ঞাপক অলঙ্কারগুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থালঙ্কার : সদৃশ্যমূল

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ অপ্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২২৮ :	দিবা বিহার ও মাণভঙ্গ :	৪ :	১ :	সুন্দর :	অলি :	উপমা :	দিবা বিহার, নিদ্রিতা রমণী- সৌন্দর্যে চঞ্চল পুরুষ-চিত্ত	নিসর্গ জীবন পদ্ম-মধুতে আবিষ্ট মধুকর।
২১ :	শিব-নিন্দায় সতীর দেহ-ত্যাগ :	১ :	২ :	সতী :	বিদ্যুৎ :	উপমা :	বাৎসল্য - পীড়িত ক্ষুব্ধ দক্ষের চোখে সতীরূপ :	নিসর্গ, আকাশ লোকে বিদ্যুৎ।
২২ :	শিব-নিন্দায় সতীর দেহ-ত্যাগ :	১২ :	৩ :	কৃষ্ণচন্দ্র রায় :	দেবরাজ ইন্দ্র :	উপমা :	কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য, বিক্রম :	স্বর্গ রাজ্য, ঐতিহ্য।
২৭ :	পীঠমালা :	চ১ :	৪ :	ভূতময় দেহ :	নবদ্বার গেহ :	উপমা :	অধ্যাত্মতত্ত্ব :	গার্হস্থ্য চিত্র।
৭২ :	বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী- নির্ম্মাণের অনুমতি	চ ১৩ :	৫ :	সুবলিত বাহু :	মৃণাল :	উপমা :	অন্নপূর্ণার রূপ :	নিসর্গ (পদ্ম)।
৮০ :	শিবের পঞ্চত প :	প২৭ :	৬ :	মাঘের শিশির :	বাঘের বিক্রম :	উপমা :	শিবের ধ্যানস্থ রূপ :	নিসর্গ, আরণ্যক জীবন।
৮৭:	শিবের অন্নদা পূজা	চ১ :	৭ :	চরণ :	সরোসিজ	উপমা	শ্রদ্ধানিবেদন	নিসর্গ (সরোসিজ)।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১০৩ :	কাশীতে শাপ :	প২১: প২২:	৮ :	অন্নদা : বিদ্যুৎ :	মেঘ : জল:	বস্তুপ্রতিবস্তু উপমা :	অন্নদার কল্যাণী রূপ :	নিসর্গ, মেঘ ।
১০৩ :	কাশীতে শাপ :	প:২৩ প:২৪	৯ :	অন্নদা : অন্ন :	বৃক্ষ : ফল :	বস্তুপ্রতি বস্তু উপমা	অন্নদার কল্যাণী রূপ, ক্ষুধার্ত ব্যাসের চোখে :	নিসর্গ, ফলবান বৃক্ষ ।
১১৪ :	গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা	চ:৫ চ:৬	১০ :	শিব;দোষময় লোহা গঙ্গা প্রেম:	পরশ পাথর	বস্তু-প্রতিবস্তু : উপমা	ব্যাস কর্তৃক গঙ্গা স্তুতি :	মূল্যবান জড়বস্তু ।
১৪৬ :	হরিহোড়ে বরদান	প ১৪ :	১১ :	অন্নপূর্ণার কৃপা:	অস্থির স্বভাবী বিদ্যুৎ :	উপমা :	সাধারণের চোখে দেব চরিত্র :	নিসর্গ, অস্থির বিদ্যুৎ ।
১৬৯ :	পুর বর্ণন :	চ১ :	১২ :	তনু :	নবজলধর :	উপমা :	'সুন্দর' কৃষ্ণাত্মক-আবহ রচনা	নিসর্গ, জলভারাবনত আষাঢ়ের মেঘ ।
১৭৩ :	সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ	চ১৪:	১৩ :	সতিনী :	বাঘিনী :	উপমা :	পারিবারিক জীবন :	আরণ্যক জীবন, আরণ্যক প্রাণী বাঘ ।
১৭৩ :	সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ	চ১৪:	১৪ :	ননদী :	নাগিনী :	রূপক :	"	নিসর্গ, সরিসৃপ জীবন ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৭৫ :	সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ:	প২ :	১৫ :	'সুন্দর' দর্শনে যৌবন পীড়িত রমণী :	পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী:	উপমা :	সুন্দরের জন্য গৃহপথ গামী রমণীদের মানস চাঞ্চল্য :	বন্দী পাখি-জীবন।
১৮৬ :	পুষ্পময় কাম ও শ্লোকরচনা :	চ৪:	১৬ :	অধর :	বান্ধুলী :	উপমা :	দেহকেন্দ্রিক সৌন্দর্য :	নিসর্গ,পুষ্প বান্ধুলী।
১৯১ :	মালিনীকে বিণয় :	চ১১:	১৭ :	বদনমণ্ডল :	'চাঁদ নিরমল' :	উপমা :	মালিনীর চোখে সুন্দরের রূপ :	নিসর্গ, রাত্রির আবহ, চাঁদ।
১৯২ :	মালিনীকে বিনয় :	চ৩ :	১৮ :	আজানুলম্বিত বাহু :	কামের কনক আশা :	উপমা :	মালিনীর চোখে সুন্দরের রূপ :	দেবলোকের আবহ, ঐতিহ্য।
২০২ :	বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি :	চ৬ : চ৭ :	১৯ :	'সুন্দর'	চাঁদ :	উৎপ্রেক্ষা :	বিদ্যা-মন্দিরে সুন্দরের অভিসার :	নিসর্গ, ভূমিতে উদিত চাঁদ, জ্যোৎস্নাময় পৃথিবী, রাত্রির আবহ।
২৫৯ :	নারীগণের পতি নিন্দা :	প ১৯ : প ২০ :	২০ :	বধির পতির রমণী :	রোগী :	উৎপ্রেক্ষা :	পতির বধিরতায় কাব্যরস- বিদগ্ধ রমণীর খেদ ।	অসুস্থ জীবন, প্রচলিত চিকিৎসা রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ অপ্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২৮৮ :	বারমাস বর্ণন :	প৪ :	২১ :	আষাঢ়ের নবীন মেঘ :	যম প্রানধন :	উল্লেখ :	আষাঢ়ের নবীন মেঘে বিরহিনীর প্রতিক্রিয়া :	মৃত্যু, ঐশ্বর্য।
২৮৯ :	বারমাস বর্ণন :	প১ :	২২ :	মাঘের হিমানী:	বাঘের বিক্রম :	উপমা :	মাঘের হিমানীতে বিরহিনীর প্রতিক্রিয়া :	আরণ্যক জীবনের আবহ, বাঘ।
৩০৭ :	পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর :	প১৩ : প১৪ :	২৪ :	ভূমিতে কাশী :	পদ্মপত্রে জল :	উৎপ্রেক্ষা :	গঙ্গার শিবস্তুতি :	নিসর্গ-পদ্মপত্র, জল।
১৯১ :	মালিনীকে বিনয় :	চ১ : চ২ :	২৫ :	হীরার আঁচল, বিদ্যা :	মণি: ফণি :	উৎপ্রেক্ষা	সুন্দর প্রসঙ্গে বিদ্যার আকুতি :	সরিসৃপ জীবন।
১৯১ :	মালিনীকে বিনয় :	চ১১ : চ১২ :	২৬ :	সুন্দরের গোঁফ:	ভ্রমর পাঁতি :	উৎপ্রেক্ষা :	হীরা কর্তৃক সুন্দরের রূপ বর্ণন :	নিসর্গ, পতঙ্গ জীবন।
১৯২ :	মালিনীকে বিনয় :	চ৫ :	২৭ :	যুবতীর মন নাভি :	সফরী জীবন সরোবর :	পরস্পরিত রূপক :	হীরা কর্তৃক সুন্দরের রূপ বর্ণন :	নিসর্গ, জলজীবন।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ এ প্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২১১ :	বিহারাস্ত :	প:৩ প:৪	২৮ :	সুন্দর (নায়ক) তরুণী (নায়িকা, বিদ্যা)	মত্তকরী, নালিনী	উৎপ্রেক্ষা :	বিদ্যা সুন্দর বিহার :	নিসর্গ, আরণ্যক জীবন।
২৫২ :	কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ	প ১০:	২৯ :	সুন্দর নতশীর	হুড়পীর ভিতর সাপ :	উৎপ্রেক্ষা :	বন্দী সুন্দরের যন্ত্রণাকাতর রূপ :	সরিসৃপ জীবন।
২৩৬ :	বিদ্যার গর্ভ - সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার :	চ৬:	৩০ :	ক্রুদ্ধমহিষী :	তড়িত :	উৎপ্রেক্ষা :	বিদ্যার গর্ভ সঞ্চারে রাণীর ক্রুদ্ধ, শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন রূপ :	আকাশ-লোক, বিদ্যুৎ।
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প ১৩: প ১৪:	৩১ :	বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী :	ধরাতলে ধায় দরিবারে বিষধরী (প্রাণ চেতনায় আরোপ)	উৎপ্রেক্ষা:	অন্নদার বিনোদ কবরী :	প্রাণের আচরণ, সরিসৃপ-জীবন।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২১৬ :	সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা	প১২:	৩২ :	সুন্দর : সিংহ :	মৃগ : বর্দ্ধমান রাজ :	পরস্পরিত রূপক :	সুন্দরের অভিসার :	আরণ্যক জীবন-মৃগ, সিংহ ।
২২৫ :	বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য:	প১০:	৩৩ :	সন্ন্যাসী : বিদ্যা : সুন্দর :	বাটপার : ধন : চোর :	উৎপ্রেক্ষা :	ছদ্ম বেশী সন্ন্যাসীকে(সুন্দর নিজেই) নিয়ে বিদ্যাও সুন্দরের কৌতুক ।	নীতি দুষ্ট সমাজ চোর বাটপার ।
২২৬ :	বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য	প ২৫: প ২৬ প ২৭ প ২৮	৩৪ :	বিদ্যা : সন্ন্যাসী : সুন্দর :	পাকা আম দাঁড় কাক চকোর : শুক চাতক, ময়ুর	মালা দৃষ্টান্ত:	সন্ন্যাসীর সাথে বিদ্যা বিবাহের সম্ভাবনায় মালিনীর খেদ ।	নিসর্গ পক্ষীজীবন ।
২৫৯ :	নারীগণের পতি নিন্দা :	প ৩ প ৪	৩৫ :	কোটালিয়া : সুন্দর :	রাহু : চাঁদ	প্রতিবস্তু পমা	প্রহৃত সুন্দর দর্শনে পুর নারীদের মানসক্রিয়া ।	আকাশ লোক ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৯০ :	মালিনীকে বিনয় :	চ২ : চ৩:	৩৬ :	রমন পিপাসাকাতর যৌবন	নিদাঘ তরু	দৃষ্টান্ত	মালিনী কর্তৃক বিদ্যাকে প্রণয়-প্ররোচনা	নিসর্গ, নিদাঘতরু ।
১৭৯ :	মালিনীর বেসাতির হিসাব :	প২ :	৩৭ :	মন :	গাঁটি	রূপক :	রসজীবন প্রসঙ্গে সমাজ জীবন বর্ননা ।	চৌর্যবৃত্তি, সমাজ-জীবন, নৈতিক জীবন ।
৩৫৪ :	পরকীয়া নবোঢ়া :	চ৩ :	৩৮ :	যৌবন :	কমলাঙ্কুর :	রূপক :	নায়িকা লক্ষণ, পরকীয়া প্রেম, পরকীয়ার মানসক্রিয়া ।	নিসর্গ, কমলাঙ্কুর ।
৩৫৯ :	ধীরাজ্যেষ্ঠা :	চ৩ :	৩৯ :	পা: নূপুর :	রক্তপদ্ম ভ্রমর :	পরস্পরিত রূপক :	প্রণয় ব্যাকুল, পুরুষের চোখে স্ত্রী ।	নিসর্গ, পতঙ্গ জীবন ।
২১৯ :	বিপরীত বিহারাম্ভ :	চ১ :	৪০ :	কুচ : ঘাম :	গিরি : কান্না :	উপমা অপহ্নুতি : (সংসৃষ্টি)	বিপরীত মিথুন ।	ক্রন্দনমুখর পরিস্থিতি ।
২১১	বিহারাম্ভ :	প৩৫ :	৪১ :	কুচ :	হেমঘট	রূপক :	মিথুন :	ধনৈশ্বর্য:।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২১১ :	বিহারাম্ভ :	প ৩৩:	৪২ :	কুচ : নখ :	শম্ভু শির চন্দ্রকলা :	পরস্পরিত রূপক :	মিথুন :	দেব চিত্র, পূজা-ভক্তির আবহ, ঐতিহ্য।
২০৯ :	বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ :	প৫ : প৬ : প৭ : প৮ : প৮ :	৪৩ :	ছয় ঋতু: কঙ্কন : বেশর : নূপুর : রতি :	কন্যা যাত্র, বর যাত্র : [illegible] বাদ্যকর নর্তকী গায়ক এয়ো	সমস্ত বস্তু রূপক	মিথুন	সমাজ-উঠোন, বিবাহ চিত্র।
১৯৪ :	বিদ্যা- সুন্দরের দর্শন :	প৯ :	৪৪ :	কবিতা : তুমি : (সুন্দর)	কমল : রবি	পরস্পরিত রূপক :	বিদ্যার চোখে চোর কবি 'সুন্দর' :	নিসর্গ, সূর্য-রশ্মি শোষণ করে কমলের বিকাশ।
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প ৭ : প ৮ :	৪৫:	কুচ : রোমাবলি	শম্ভু কামের কেশ	প্রতীপ, অপহ্নুতি (সংসৃষ্টি)	অন্নদার মোহিনী রূপ।	দেব-সমাজ, ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ প্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
৭২ :	বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি :	চ১০ :	৪৬ :	নাভি : মদন :	সরোবর : শফরী:	পরস্পরিত রূপক :	বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক অন্নদার রূপাঙ্কন :	নিসর্গ, জলজীবন।
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প ১১: প ১২ :	৪৭ :	বিদ্যার চলন :	মরাল গমন :	ব্যতিরেক :	বিদ্যার রূপ :	পাখী-জীবন।
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প১৩ : প১৪ :	৪৮ :	বিদ্যার গাত্রবর্ণ:	হরিদ্রা চাঁপা :	ব্যতিরেক :	বিদ্যার রূপ :	অনল, হরিদ্রা।
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প১৭ : প১৮ :	৪৯ :	বসনে ভূষণে অলঙ্কৃত বিদ্যা	কোটি কাম :	ব্যতিরেক :	বিদ্যার রূপ :	দেব সমাজ।
৭২ :	বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মানের অনুমতি:	চ৫ : চ৬ : চ৭ :	৫০ :	অন্নদাপদ নখছাঁদ :	অরুন চাঁদ :	প্রতীপ :	বিশ্বকর্মা কর্তৃক অন্নদার রূপাঙ্কন :	নিসর্গ, আকাশ লোক।
৮৫ :	অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান :	প৫ :	৫১ :	অন্নপূর্ণার গাত্র প্রভা :	চন্দ্র, সূর্য, অনল :	ব্যতিরেক :	অন্নপূর্ণার রূপ :	আকাশ লোক, চন্দ্র, সূর্য।
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প৩ :	৫২ :	অন্নদার মুখমণ্ডল মুখ সুবাস :	কোটি শশী কমলগন্ধ :	ব্যতিরেক ভ্রান্তিমান :	অন্নপূর্ণার রূপ :	নিসর্গ, আকাশলোক, কমল ॥
১৪৬ :	হরিহোড়ে বরদান :	প ৩ :	৫৩ :	অন্নদার মুখমণ্ডল :	কোটি শশী :	ব্যতিরেক :	অন্নদার রূপ :	আকাশলোক।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি-/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৭৩ :	সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ :	চ১০ :	৫৪ :	তনু (সুন্দর):	হলদি :	ব্যতিরেক :	সুন্দরের রূপ :	মানবিক জগৎ, হরিদ্রা : খাদ্য উপাদান ;
১২ :	কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন :	প৩ : প৪ :	৫৫ :	কৃষ্ণচন্দ্র :	চন্দ্র	ব্যতিরেক :	কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশ্বর্য সৌন্দর্য :	নিসর্গ, আকাশলোক ;
১০৫ : .	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প১৭ :	৫৬ :	অধর :	অরুণ	প্রতীপ :	অন্নদার রূপ :	নিসর্গ, আকাশ লোক ;
১৮৩ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প৫ : প৬ :	৫৭ :	ভ্রূভঙ্গ :	কামের পুষ্পধনু	প্রতীপ :	বিদ্যার রূপ :	দেবলোক, ঐতিহ্য ;
১৮৩ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প১১: প১২ :	৫৮ :	দণ্ডপাঁতি :	সিন্দুর মার্জিত মুক্তাহার	ব্যতিরেক :	বিদ্যার রূপ :	মূল্যবান অলঙ্কার, মানবিক জগৎ ;
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	চ২ :	৫৯ :	ভ্রূ :	ফুলধনুতনু লাজে তেজে	ব্যতিরেক	অন্নদার মোহিনী রূপ :	দেবলোক, ঐতিহ্য ;
				ভুরু:	ধনু	রূপক		
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প৫ : প৬ :	৬০ :	ভুরু: মাজা :	ফুলধনু অনঙ্গ	ব্যতিরেক অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে সম্ভব)	অন্নদার মোহিনী রূপ :	দেবলোক, ঐতিহ্য ;

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২০৯ :	বিদ্যা- সুন্দরের কৌতুকারম্ভ :	প১৫ : প১৬ :	৬১ :	যবক-যুবতি (বিদ্যা-সুন্দর):	রতি রতিপতি :	প্রতীপ :	বিদ্যাসুন্দর সৌন্দর্য	দেবলোক, ঐতিহ্য ।
১৮৪ :		প৯ : প১০ :	৬২ :	উরু :	করিকর, রামরম্ভা	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে সম্ভব)	বিদ্যারূপ :	আরণ্যক আবহ, করিকর, ফল ভারাব-নত প্রকৃতি, রামরম্ভা ।
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প৭ : প৮ :	৬৩ :	নিতম্ব :	মেদিনী :	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে সম্ভব) :	বিদ্যারূপ :	পৃথিবী ।
১৮৪ :		প১৫ : প১৬ :	৬৪ :	বিদ্যার গাত্র সৌন্দর্য :	তড়িত :	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে সম্ভব) :	বিদ্যারূপ :	নিসর্গ, আকাশলোক তড়িত কম্পন ।
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প১৯ : প২০ :	৬৫ :	বিদ্যার কঙ্কন ঝঙ্কার বিদ্যার কণ্ঠস্বর :	ভ্রমর ঝঙ্কার : কোকিলার পঞ্চমস্বর :	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে সম্ভব) :	বিদ্যারূপ :	নিসর্গ, পতঙ্গ জীবন ।
১৮৩ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প১৫ : প১৬ :	৬৬ :	ভুজ :	পদ্মনাল :	প্রতীপ :	বিদ্যারূপ :	নিসর্গ, পদ্মনাল ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৮৩ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন	প১৩ : প১৪ :	৬৭ :	মুখমধু :	স্বর্গ সুধা :	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে) সম্ভব	বিদ্যারূপ :	স্বর্গলোক ঐতিহ্য। :
১৮৩ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প৭ : প৮ :	৬৮ :	নয়ন :	মৃগমদ :	অতিশয়োক্তি (অসম্ভবে) সম্ভব	বিদ্যারূপ :	আকাশ লোক, আরণ্যক আবহ, মৃগ।:
১৮৪ :	বিদ্যার রূপ বর্ণন :	প৫ : প৬ :	৬৯ :	মাজা :	অনঙ্গ অঙ্গ :	অতিশয়োক্তি:	বিদ্যাররূপ :	দেবলোক, ঐতিহ্য।
২০২ :	বিদ্যার বিরহ সুন্দরের উপস্থিতি :	চ২ :	৭০ :	যৌবন বেদনা দেহের পুড়ুনি কামজ্বালা :	বিছার জ্বালা :	প্রতীপ/ব্যতি রেক	বিদ্যার যৌবন জ্বালা :	নিসর্গ, পতঙ্গ জীবন।
১৭৪ :	'সুন্দরের মলিনী সাক্ষাৎ:	চ৩ :	৭১ :	'সুন্দর' :	কস্তুরী অঞ্জস :	অতিশয়োক্তি:	'সুন্দর' দর্শনে পুরবালার রূপ-পিপাসা:	প্রসাধন সামগ্রী।
১৬৫ :	সুন্দরে'র বর্দ্ধমান যাত্রা :	প৭ : প৮ :	৭২ :	সুন্দরের অশ্বগতি :	তীর, তারা উল্কা:	অতিশয়োক্তি: (অসম্ভবে সম্ভব) :	সুন্দরের যাত্রায় বেগ ও আবেগ :	নিসর্গ, আকাশ লোক।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১০৫ :	অন্নদার মোহিনী রূপ :	প৯ : প১০ :	৭৩ :	পদনখ : :বিরোধমূল অলঙ্কার:	চাঁদ :	অতিশয়োক্তি: অসম্ভবে সম্ভব:	অন্নদার রূপ :	আকাশ লোক, চাঁদ।
৬৭ :	শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ:	চ১ : চ২ :	৭৪ :	অসহ দারিদ্র্য, বিপন্ন অস্তিত্ব :	সর্প, অগ্নি নিষ্ক্রিয় :	বিশেষোক্তি :	ক্ষুধার্ত শিব :	আরণ্যক আবহ মানবজগৎ।
২০ :	শিব নিন্দায় সতীর দেহ ত্যাগ:	চ৯ : চ১০ : চ১১ : চ১২ : চ১৩ :	৭৫ :	শিব/শুদ্র শিব/গৃহী শিব/সন্নাসী শিব/ বনবাসী শিব/ডাকিনী, বিহারী	দ্বিজে সেবা দেয়, নাগ পৈতা গলায়, ভিক্ষা মাগি খায়, না করে অতিথি সেবা, সতী নামে গৃহিণী বর্তমান, কৈলাস নামে ঘর আছে, ব্রহ্মচারী নয়।	বিশেষোক্তি :	দক্ষের খেদ, শিব-জীবন অনুষঙ্গে :	সমাজ শ্রেণী।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২৫৯ :	নারীগণের পতিনিন্দা :	প৫ : প৬ :	৭৬ :	সুন্দরের আকর্ষণ :	কোটালের উপস্থিতিতে দিনে চুরি :	বিশেষোক্তি :	পুরবালা চিত্তে সুন্দরের সৌন্দর্যময় প্রতিক্রিয়া :	সামন্ত জীবন।
২৩৩ :	সারিওক বিবাহ ও পুন:বিবাহ :	প১৫ : প১৬ : প১৭ : প১৮ :	৭৭ :	বিদ্যাররূপের দুর্মর আকর্ষন:	বিদ্যার সিন্দুর চন্দন চুম্বন দাগ [ধুইলে না যাবে ধোয়া]	বিশেষোক্তি :	শৃঙ্গার :	প্রসাধন পণ্য, শৃঙ্গার কলা।
৩৫৪ :	পরকীয়া নবোঢ়া :	চ১ :	৭৮ :	প্রবল বাসনাদীপ্ত প্রণয় :	লাজে পলাইল লাজ :	বিরোধ :	পরকীয়া নবোঢ়ার প্রণয় প্রকৃতি :	ভোগবাসনাদীপ্ত প্রকৃতি।
২৬৬ :	রাজ সভায় চোর আনয়ন :	প২০:	৭৯ :	বর্দ্ধমান রাজের সৌন্দর্য- মুগ্ধতা ও বাৎসল্য পিপাসা; বিদ্যা-সুন্দর প্রণয়ের স্বীকৃতি :	কলঙ্ক দ্বারা কলঙ্ক বিদূরণ :	বিরোধ :	চোর কবি সুন্দরের বিচার :	সামন্ত মনোশ্বভাব।
২২০ :	বিপরীত বিহারান্ত:	চ৮ :	৮০ :	বিপরীত বিহারের আনন্দময় ঔজ্জ্বল্য :	অপ্রদীপে প্রদীপ :	বিষম :	বিপরীত বিহার বিদ্যাসুন্দর :	মানবিক গৃহাঙ্গন।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
২৬৭ :	সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা :	প২২ :	৮১ :	চোর কবি সুন্দরের প্রণয় কলা :	সাধুলোক চোর হয় :	বিষম :	সুন্দরের অভিসার :	অবক্ষয়িত সমাজ ।
২০৫ :	সুন্দরের পরিচয় :	প১৩ : প১৪ :	৮২ :	'সুন্দর' সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ বিদ্যা :	চোরের নিকট গৃহীর সর্ব সমর্পণ :	বিষম :	সুন্দরের অভিসার বিদ্যাসুন্দর সাক্ষাৎ :	অবক্ষয়িত সমাজ ।
২০৫ :	সুন্দরের পরিচয় :	প৯ : প১০ :	৮৩ :	সুন্দরের নিকট প্রণয়বিমুগ্ধ বিদ্যার আত্মসমর্পণ :	চোর কর্তৃক গৃহী বন্দী :	বিষম :	সুন্দরের অভিসার বিদ্যাসুন্দর সাক্ষাৎ :	অবক্ষয়িত সমাজ।
১৩৭ :	বসুন্ধরের বিণয়:	চ১ :	৮৪ :	শাপগ্রস্ত অসহায় বসুন্ধর:	জিয়ন্তেতে মরা:	বিষম :	শাপ গ্রস্ত বসুন্ধর :	বৈরী পরিস্থিতি ।
২৭ :	পীঠমালা :	চ২ :	৮৫ :	শিব- শক্তির স্বরূপ :	গুণাতীত অথচ নানা গুণ সমন্বিত :	বিষম :	পুরুষ- প্রকৃতির মিলিত রূপ, বিশ্বসংসারের চালিকা শক্তি :	বিশ্ব-সংসারের চালিকা শক্তি ।
২৬ :	প্রসূতি স্তবে দক্ষ জীবন :	প২৪ :	৮৬ :	শিব- স্বরূপ :	পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নয়:	বিষম :	শিবস্তুতি	বৈরী পরিস্থিতি ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৪ :	গীতারম্ভ :	চ৩ :	৮৭ :	সর্বশক্তিময়ী অন্নপূর্ণার গুণ মাহাত্ম্য :	অচক্ষু সর্বত্র চান/অকর্ণ শুনিতে পান/অপদ সর্বত্র গতাগতি :	বিরোধ :	অন্নপূর্ণা স্তুতি :	অচক্ষু, অকর্ণ, অপদ- অন্ধ-বধির- পঙ্গু মানুষ।
২৫৮ :	নারীগণের পতিনিন্দা :	চ১ :	৮৮ :	প্রেমমুগ্ধতা বিরূপ বাস্তব :	দিবসে আঁধার :	বিষম :	সুন্দরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ পুরবালা :	দিবস অন্ধকারময়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ।
২২৯ :	দিবা বিহার ও মানভঙ্গ :	চ৮ :	৮৯ :	বিদ্যার অভিমানে সুন্দরের মানসক্রিয়া :	সুখ চেয়ে দুঃখ প্রাপ্তি, অমৃতে হলাহল :	বিষম :	দিবা বিহার :	অসুখী জীবন ।
২০১ :	বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি :	চ৫ : চ৬ : চ৭ :	৯০ :	বিরহিনীর চিত্ত দহন	চাঁদের মণ্ডল গরল, চন্দন অগ্নিকণা,কর্পূর তাম্বুল শূল :	বিষম :	বিরহিনী বিদ্যা :	নিসর্গ- চাঁদ, প্রসাধন- চন্দন, খাদ্য তাম্বুল, কর্পূর ।
১৯৩ :	বিদ্যাসুন্দরের দর্শন :	প৩ : প৪ :	৯১ :	'সুন্দর' সৌন্দর্যে বিদ্যার মুগ্ধতা :	জয়ই পরাজয় (হারাইলে হারাইব) পরাজয়ই জয় (হারিলে সে জিনি)	বিষম :	প্রণয় মুগ্ধ বিদ্যার মানসক্রিয়া :	দ্বন্দ্ব ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
১৬৯ :	পুর বর্ণন :	প১৩ : প১৪ :	৯২ :	বর্দ্ধমান পুরের সৌন্দর্য, সুন্দরের কামচেতনা :	বকুল ফুলে আগুন জ্বালে:	বিষম :	বর্দ্ধমানপুর ও সুন্দরের মানসক্রিয়া :	নিসর্গ, বকুল ফুল।
৫৯ :	হর গৌরী কন্দল :	প১২ :	৯৩ :	ভক্তিনত কবি চিত্ত, শিবমাহাত্ম্য :	মহাদেব শিবের নিকট তিরস্কারই পুরস্কার :	বিষম :	হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন :	পারিবারিক আবহ।
৫৪ :	কৈলাস বর্ণন :	চ৯ :	৯৪ :	কৈলাস, আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র :	শার্দ্দুল রাখাল মৃগপাল পালে, কেশরী হস্তিরাখাল :	বিষম :	কৈলাস :	আদর্শ, সমাজ, রাষ্ট্র।
৫৫ :	কৈলাস বর্ণন :	চ৩ :	৯৫ :	কৈলাস, আদর্শ সমাজ, রাষ্ট্র :	ভক্ষক রক্ষক :	বিষম :	কৈলাস :	আদর্শ, সমাজ, রাষ্ট্র।
৩৬ :	রতি বিলাপ :	চ৮ :	৯৬ :	কাম বিরহিনী রতি: শিব-দৃষ্টি কামের মৃত্যু :	যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে :	বিষম :	রতি বিলাপ :	স্ব-বিরোধী বাস্তব।

Dhaka University Institutional Repository

পৃ: ভা.গ. :	কাব্যাংশ:	পঙক্তি/ চরণ নং	উদা: ক্রমিক	বিষয়/উপমেয়/ প্রকৃত :	বিষয়ী/উপমান/ অপ্রকৃত :	অলঙ্কার :	প্রসঙ্গ :	চিত্র :
৩৩৫ :	পতিলয়ে দুই সতিনের ব্যাঙ্গোক্তি :	৮৫ : ৮৬ :	৯৭ :	সতীন- সংসারে স্বামীর প্রীতি- অপ্রীতি	'সুয়ার' নিমও চিনি হয়, 'দুয়া'র চিনিও নিম হয় :	বিষম :	ভবানন্দের প্রতি প্রথমা স্ত্রীর ব্যাঙ্গোক্তি :	ভোজন উপাদান, অসঙ্গত বাস্তব।
১৭৪ :	সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ :	৮২ :	৯৮ :	বৃষ্টি :	মেঘের কান্না :	অপহ্নুতি (সদৃশমূল) :	সুন্দরের সৌন্দর্য বর্ণনায় কৃষ্ণাত্মক আবহ রচনা :	ক্রন্দন মুখরতা।

Dhaka University Institutional Repository

অলি, বিদ্যুৎ, ইন্দ্র, মৃণাল, সরোসিজ, মেঘ, নবজলধর, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখি, কুন্দ, চাঁদ, ভ্রমর, সরোবর, নলিনী, সর্প, মত্তকরী, তড়িত, সফরী, বিষধরী, ময়ুর, চকোর, শুক, নিদাঘদহন, কমলাঙ্কুর, গিরি, হেমঘট, শম্ভু-শিব, চন্দ্রকলা, বাদ্যকর, নর্তকী, গায়ক, কমল, মরাল গতি, গজগতি, হরিদ্রা- চাঁপা, চন্দ্র-সূর্য- নক্ষত্র, অনল, কোটি শশী, হলদী, ফুলধনু, মুক্তাহার, করিকর, রামরম্ভা, ভ্রমর- ঝঙ্কার, উপমান মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে বারংবার ফিরে এসেছে। ভারতচন্দ্র কবি এগুলোর সাথে কোন নতুন তাৎপর্য যোগ করেননি। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন তড়িত, মেদিনী, হরিদ্রা-চাঁপা প্রভৃতির অলঙ্কার- সৌন্দর্য দীপ্র এবং আস্বাদ্যমান হয়ে উঠেছে। দাঁড়কাক, বাটপার, গাঁট, নিম, ষাঁড়ের পশ্চাতে ধাবমান গাভীর উপমানে ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গদগ্ধ, ক্ষুব্ধ, প্রশ্নবিদ্ধ, বাস্তববাদী- মন উচ্চকণ্ঠ। নিম্নে কাব্য পঙক্তি তুলে বিশ্লেষণ দেয়া গেল:-

(ক) নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।

তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে॥ (পৃ: ভা. গ. ১৭৯)

(খ) মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।

বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥ (পৃ: ভা.গ. ১৮৫)

(গ) একদিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।

আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী॥

আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।

শুনিনু বাপার মুখে জিনিল সভারে॥

রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।

আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোঁসাই॥

যবে আমি এথা- আসি দেখা- তার সঙ্গে।

হারিয়াছি তার ঠাঁই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥

কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।

যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয়॥

[প্র: ভা. গ. ২২৫]

(ঘ) যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।

Dhaka University Institutional Repository

সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥

ময়ুর চকোর শুক চাতকে না পায়।

হায় বিধি পাকা আম দাঁড় কাঁকে খায়

[পৃ: ভা. গ. ২২৬]

(ঙ) খসম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।

একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥

[পৃ: ভা: গ. ৩০৭]

(চ) বোঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।

আলোতে কিঞ্চিৎ ভালো প্রমাদ- আঁধারে॥

নৈলে নয়, তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।

রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥

[পৃ: ভা.গ.২৫৯]

(ছ) বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী॥

[পৃ: ভা.গ.২৮৯]

(জ) মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।

অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥

[পৃ: ভা.গ.১৮৪]

(ঝ) জিনিয়া হারিদ্রা চাঁপা সোনার বরন।

অনিলে পুড়িছে করি তার দরশন॥

[পৃ: ভা.গ.১৮৪]

(ঞ) রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত।

কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥

[পৃ: ভা.গ.১৮৪]

Dhaka University Institutional Repository

ক.খ.গ.ঙ.চ সমাজ বাস্তবের, 'ঘ' নিসর্গ, পাখিজীবন ও নক্ষত্র লোকের, 'জ' ভূ বিপর্যয়ের, 'ছ' নিসর্গ ও আরণ্যক জীবনের, 'ঞ' ভীত- সন্ত্রস্ত প্রাণের অনুষঙ্গ বাহী। 'কথায় মনের গাঁটি কাটে' পদগুচ্ছ অষ্টাদশ শতকীয় শিক্ষিতবিদগ্ধ জনের অন্তর্বাস্তব ও বহির্বাস্তব তুলে ধরে। 'গাঁটি কাটা' বহির্বাস্তবের, সমাজ- শরীরের অসুস্থ শিরা- উপশিরা চিহ্নিত করে। চৌর্য-বৃত্তি, প্রতারণা কালিক সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ অবলম্বন ছিল। কাজেই 'নাগরীর হাটে' ' মনের গাঁটি' কাটা যে সূক্ষ্ম কোমল অনুভূতির সংকেত দেয়, তার পটভূমি নষ্ট, দুষ্ট, ক্ষতযুক্ত [রাবীন্দ্রিক শুশ্রুষা লাভের পরেও হৃদয় বোধের এই অসুখ থেকে বাঙলা কাব্য মুক্তিলাভ করেনি, বরং অসুখের ব্যাপারটা বেড়েছে] 'গাঁটি কাটা পদযুগল কবি চৈতন্য থেকে জোড়ে সোড়ে উঠে এসেছে ব্যাধিগ্রস্ত বাস্তবের প্ররোচনায়। মালিনীর বেসাতির প্রসঙ্গটি বিবেচনায় রাখলে এই বাস্তব প্ররোচনার বিষয়টি বুঝে নেয়া যায়। 'মনের গাঁটি' নির্মিত রূপক অলঙ্কারটি যথার্থ অর্থেই রায় গুণাকরের মনোজীবন ও বহির্জীবনের দ্যোতক। এর দোসর মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। 'খ' উদাহরণের পটভূমিতেও চৌর্যবৃত্তির আভাস রয়েছে- হার্দব সৌন্দর্য- মাধুর্য যুগ- লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত নয়।- 'বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বোঝা' চোর্যবৃত্তির আবশ্যিক অঙ্গ। কিন্তু এখানে মানস-সৌন্দর্য ও কোমল-মধুর প্রণয়ানুভবের দ্যোতক' 'মালা মাঝে পত্র' ও 'বেড়া নেড়ে গৃহস্থেরগন্ধ বোঝা'। কথাটির সমান্তরালে অবস্থান নিয়েছে এবং মালাকর নয়, চোরই সত্য হতে চলেছে। চিত্রটি চোরের এবং এটি সেকালেরও বাস্তব, বোধ করি একালেরও বাস্তব। 'গ' উদাহরণেও ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গের শানিত অস্ত্র চালিয়েছেন॥ ভারতীয় ঐতিহ্যে সন্ন্যাসজীবন পবিত্রতায়, শুদ্ধতায় শ্রদ্ধেয়, ত্যাগে মহৎ ও অবিকল্প। এখানে সন্ন্যাসীর উপমান 'বাটপার' যা সন্ন্যাসী- চরিত্রকে উন্মোচিত করে না, বরং কবির চেতনালোকে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে যে কালিক ছাপ পড়েছিল, বোধ করি তা-ই উপমান রূপে দেখা দিয়েছে। শুধু বিদ্যা-সুন্দরের কৌতুক নয়, সামন্ত সমাজের প্রথাবিনাশী ভারতচন্দ্রীয় কৌতুকও দৃষ্টি এড়ায় না। সাদৃশ্যের প্রাবল্যে বিষয়ী 'বাটপার' বিষয় 'সন্ন্যাসীর' স্থান দখল করতে উদ্যত। উপমানই সত্য। উপমানে সংশয়। অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা। ঘ-তে সন্ন্যাসীর বিষয়ী 'দাঁড় কাক' এবং বিদ্যার বিষয়ী 'পাকা আম', স্পষ্টত ভক্ষক- ভোজ্য সম্পর্ক। নারী আর পাঁচটি ভোগ্য বস্তুর মতই ভোগ্য, তবে সৌন্দর্যে, কোমলতায়, উষ্ণতায় শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বস্তু। এ দৃষ্টি মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের। সন্ন্যাসী অনুষঙ্গে দাঁড় কাকের উপমা শুধু সন্ন্যাস- ধর্মকে আহতই করেনি, প্রথাচার ও প্রথা চালিত জীবনকেও কঠোর জিজ্ঞাসার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অলঙ্কার মালা দৃষ্টান্ত। সামন্ত সমাজের একই দৃষ্টিভঙ্গি 'ঙ'-তে ক্রিয়াশীল। এখানে নর-নারীর সম্পর্ক-সূত্রে মধ্যযুগীয় ক্রুর চিত্তের শরীরায়ণ ঘটেছে। কবির দৃষ্টি মধ্যযুগীয় নয়, বিষয়টি মধ্যযুগের সংকীর্ণতায় আবিল ও বাস্তব।

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বার পাণি-গ্রহণের ব্যাপাটি ঘিরে বিধবার চিত্ত বাসনাকে একেবারে প্রাকৃত প্রাণীর নীচ প্রবৃত্তির স্তরে স্থাপিত হয়েছে। ষাঁড়ের পশ্চাতে ধাবমান গাভী, পতি গ্রহনেচ্ছু বিধবা রমণী সেকালের সংস্কারলাঞ্ছিত সমাজের চোখে একাকার হয়ে গেছে। বিষয়টিকে কবি দেখিয়েছেন অনুরক্ত হয়ে নয়, বিরক্ত হয়ে, হিন্দু মানসকে উন্মোচিত করাই কবির উদ্দেশ্য। হিন্দুমানসের চোখ কবির বাঁকা চোখে পড়ে উপমার আশ্রয়ে কাব্যবস্তু হয়ে উঠেছে। উদাহরণ 'চ'-তে অসঙ্গত, অসুস্থ, পঙ্গু জীবন ও সমাজ বাস্তবে ক্ষুব্ধ ভারত কবির মনোলোক উন্মোচিত। বধির পতি-গৃহে কাব্যরসরসিকার রসজীবন বিশুষ্ক হয়ে গেছে। স্বামীর স্পর্শ-সঙ্গসুখও বিষে রূপান্তরিত। তিক্ত, কটু নিম ও বধির স্বামী-সঙ্গমের প্রতি তুলনা স্পষ্ট করে, ব্যাখ্যা করে কালিক জীবনের শুন্যতা, বিষণ্নতা ও বিবর্ণতাকে। উদাহরণ 'ছ' শীত কম্পিত বিরহিনীর স্বামী-সঙ্গ বাসনার অপরিহার্যতাকে ইন্দ্রিয়ঘন রূপ দেয়। মাঘের হিমানীর আন্তর- ধর্ম বাঘের অনুষঙ্গে স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। এরকম প্রতিতুলনা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যে বিরল। জ, ঝ, ঞ উদাহরণের উপমান- উপকরণ মধ্যযুগের কাব্যে বিরামহীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কবি ভারতচন্দ্র পরিচিতির মধ্যেও নতুনত্বের স্বাদ সঞ্চার করতে পেরেছেন। 'জ' উদাহরণের নিতম্ব, মেদিনী ও ভূকম্পনের প্রতি তুলনা বিদ্যাপতিতে আছে (বিদ্যাপতির পদাবলী, মিত্র মজুমদার সংস্করণ, ৬৯৮ নং পদ)। কিন্তু 'মেদিনী হইল মাটি' পদগুচ্ছের ব্যঞ্জনা এবং 'অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া'র মত বিশ্বস্ত বাস্তবতা অধিকতর অনুভবগম্য॥ ভূ-গঠনের প্রকৃতি অনুসরণ করে ভূমিকম্প মাঝে মধ্যে ঘটে। এখানে মেদিনীর কম্পন, বিদ্যার নিতম্ব দোলকে অনুসরণ করে। দুলুনী প্রবণ নিতম্ব ভূকম্পনের বাস্তবতায় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। অবশ্য উভয় কবির মধ্যে একটি ধারণা সাধারণ - সৌন্দর্যের সাথে অমঙ্গলের যোগ- সংযোগ অপরিহার্য। 'ঝ'তে নারীরূপৈশ্বর্যের সাথে অগ্নির দহন ক্রিয়া সংযোজিত, ' হরিদ্রা' অগ্নিময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অনলে জ্বলে বিদ্যারূপের বিদ্বেষ- জ্বালা থেকে মুক্তি নেয়। সৌন্দর্য ও অকল্যন হাত ধরাধরি করে চলে। বিদ্যার রূপ, রমনীর সৌন্দর্য হরিদ্রাকে অস্তিত্ব বিনাশী অনলে জ্বালায়, হরিদ্রার অস্তিত্বকে অনস্তিত্ব করে দেয়। বিদ্যুতের উপমান এখানে মানবিক, 'প্রাণভীতি'- অনুভবের সংযোগে অলঙ্কারটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তবু ভারতচন্দ্র শব্দলঙ্কারে যতটা সফল, অর্থালঙ্কারে ততটা নয়। এর কারণ বোধ করি ব্যঙ্গ প্রবণ কবি, সমকালকে আঘাত করেছেন, কিন্তু গভীর চৈতন্যে ভাবীকালকে রূপের কাঠামোয় জন্ম দিতে পারেন নি। নতুন কালের, নতুনজীবনরূপের প্রতিকল্প যে ভাষা, সে ভাষা একান্তভাবে অর্থালঙ্কারের। যেহেতু ভাবীকাল বা নতুন জীবন অবয়ব লাভ করেনি, সেহেতু সেই জীবন যে নতুন অর্থালঙ্কার দাবি করে, সেই অর্থালঙ্কারও কবি সৃষ্টি করতে পারেননি। শ্রুতি সচেতন কবি শুধু আঘাত করে গেছেন ধ্বনির নুড়ি খণ্ডের অবিরাম উজ্জ্বল প্রবাহ জন্ম দিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অস্তিত্বশীল জীবন ও সমাজবাস্তব তা যেভাবে ভারতচন্দ্রের কবি-চৈতন্যে ক্রিয়া করেছিল অথবা রূপান্তরিত হয়েছিল — সেই ক্রিয়া ও রূপান্তরিত বাস্তবের সৌন্দর্যদীপ্ত ধ্বনিরূপই ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলঙ্কার। প্রান্তিক চাষী শিব, শিবের ক্ষুধার্তমূর্তি ও তিক্ত অশান্ত এবং অস্বস্তিকর পারিবারিক পরিস্থিতি, পদ্মিনীর দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবন, দাসু-বাসুর অতি সাধারণ বাসনা, দাসী সাধী-মাধীর কলহ, বর্ধমান পুর-জীবন, গড় জীবন কবির যাপিত জীবনের অঙ্গ বলেই এতদসংক্রান্ত অলঙ্কার শিল্প-সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এর একটা বড় কারণ, বিদ্যমান জীবনে অসন্তুষ্ট কবি-চিত্ত ব্যঙ্গের শাণিত ছুরি ব্যবহার করতে অধিকতর আগ্রহী ছিল। সে ছুরির ঝলসে উঠা-আলোয় তীব্র-তীক্ষ্ণ ধ্বনি কালিক জীবনের শব ব্যবচ্ছেদ করেছে, শবের দুর্গন্ধে মাঝে মধ্যে রুচিশুদ্ধ মানুষের রুচিবোধ আহত হয়েছে। তবু এর সৌন্দর্যস্পর্শ ও আকর্ষণ অনস্বীকার্য। 'হাজার হাজার' ' বাজার বাজার' ' ঠকঠকি' 'চটপটি'র ধ্বনিপ্রবাহে পুর-জীবন সরবে জৈব অস্তিত্ব পেয়ে গেছে। মালিনীর বেসাতির হিসাবে, নারীদের পতিনিন্দায়, চোর কবির রূপাকর্ষণে নাগরিকার বাসনা-বিহ্বলতায়, মানসিংহ-জাহাঙ্গীরের বোধ ও বোধিতে যুগ ও সমাজ-বাস্তবের সংলগ্নতা নিবিড় বলেই কবির অনুভব, উপলব্ধি আন্তরিক এবং এই অন্তর স্পর্শ ধ্বনিতে লেগে লৌকিক বস্তুকে সৌন্দর্যায়িত, আনন্দময় কাব্যবস্তু করে তুলেছে। ধ্বনিপ্রবাহের সৌন্দর্য-কিরণ এতই তীব্র ছিল যে, রূপ পিপাসু রসিকজনের অন্তর্ভেদী কবি-দৃষ্টিকেও তা ধাঁধিয়ে দিয়েছে।এ-কারণে কৃত্রিম যুগ-জীবনকে নিয়ে অকৃত্রিম অনুভূতিকণায় গাঁথা মালাটিকেও মনে হয়েছে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'। 'খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে' 'সুন্দর দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।/ ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কষিয়া,' 'কুটিনী গস্তানী বড় যে মস্তানী' 'বখশী আমার পতি সদাই খুনশী,' 'গজব করিলা তুমি আজব কথায়,' 'করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া' 'শহরে কহর এত আপনি করিলা,' ' রাত্রিদিন আটপর ঘড়ি পিটে মরে।/ তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে॥' প্রভৃতি অনুপ্রাসের ধ্বনি-প্রবাহ, যমকের অর্থবৈচিত্র্য ও ধ্বনি-স্রোত আনন্দাবেগময় যে সৌন্দর্য প্রবাহের জন্ম দেয়, উত্তরকালেও তার ধারা শুকিয়ে যায়নি। বিদেশী শব্দের অনুপ্রাস বা দেবাদিদেব মহাদেব, শিব ও রক্তাম্বরধারিণী দুর্গার রুদ্রভয়াল রূপানুষঙ্গী অনুপ্রাস যে ভাবে কবি কাজী নজরুল ইসলামের হাত দিয়ে বিস্ময়কর শক্তি প্রদর্শন করেছে, তা ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের ধারায় ভারতচন্দ্র অলঙ্কার নির্মাণে সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট অলঙ্কাররাশি শব্দ ও বর্ণের সীমানা ছাড়িয়ে কাব্যরসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

অবশ্য,অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র সবসময়ই স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছেন, এমন নয়। তবু 'মনের গাঁটি-কাটা' বা 'বাটপারে'র সাফল্য অস্বীকার করা যায়না। উপমান চয়নে রুচি-শুচির প্রশ্ন এড়িয়ে বস্তু-সংরাগের যে পরিচয় ভারতচন্দ্র এঁকে দিলেন বাংলা কাব্যের ললাটে, উত্তরকালও তা স্বীকার করে চলেছে। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ও কবি ভারতচন্দ্র এ-কালের স্বীকৃতি যথোপযুক্তভাবে দাবি করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্য জিজ্ঞাসা : দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৫ সাল, কলিকাতা।

অমলেন্দু বসু : সাহিত্যচিন্তা : প্রথম প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৩৭৯, কলিকাতা।

অরবিন্দ পোদ্দার : মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার : প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮৫, কলিকাতা।

অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ : চতুর্থ মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৯৪, কলিকাতা।

আফজালুল বাসার অনুবাদক : বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্ব : প্রথম প্রকাশ ১৩৯৭ সাল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ আব্দুল হাই : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব : তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৫, ঢাকা।

আহমদ কবির : রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক : প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪, ঢাকা।

আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ ১৩৯০, ঢাকা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০, কলিকাতা।

ওয়াকিল আহমদ : বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত : প্রথম প্রকাশ, ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, ঢাকা।

ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন : পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০৩ সাল, কলিকাতা।

গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা : প্রথম খণ্ড, মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৬, ঢাকা।

জীবেন্দ্র সিংহরায় : কাব্যতত্ত্ব : প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬ কলিকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা।

নরেন বিশ্বাস : অলঙ্কার অন্বেষা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, ঢাকা।

.....কাব্যতত্ত্ব- অন্বেষা,: দ্বিতীয় প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৭, ঢাকা।

প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধসংগ্রহ, ১৯৬৮, কলিকাতা।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদক : ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৯, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র : প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৯৬, কলিকাতা।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম পর্যায় : পরিবর্ধিত দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৮৮, কলিকাতা।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু : কবি ভারতচন্দ্র, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৮১, কলিকাতা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬৩ সাল, কলিকাতা।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অলঙ্কার চন্দ্রিকা : দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮, কলিকাতা।

শিশিরকুমার দাশ অনুবাদক : কাব্যতত্ত্ব : আরিস্টটল; দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯২, কলিকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা — প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুলাই ১৯৬৭, কলিকাতা।

শুদ্ধসত্ত বসু : অলঙ্কার জিজ্ঞাসা : পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬২, কলিকাতা।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদক : বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা সংস্করণ, পৌষ, ১৪০০ সাল।

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ, ১৪০০ সাল, কলিকাতা।

সুহাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক : মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব; দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, কলিকাতা।

ক্ষুদিরাম দাস : বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি, পরিমার্জিত দে'জ প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪, কলিকাতা।

David Lodge ed. Modern Criticism and Theory, A Reader. Newyork, 1988.